সকালের শিরোনাম

বুধবার

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •২৮ অক্টোবর ২০২৬ • বাংলা ১০ কার্তিক ১৪৩৩ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ-৩৯১ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

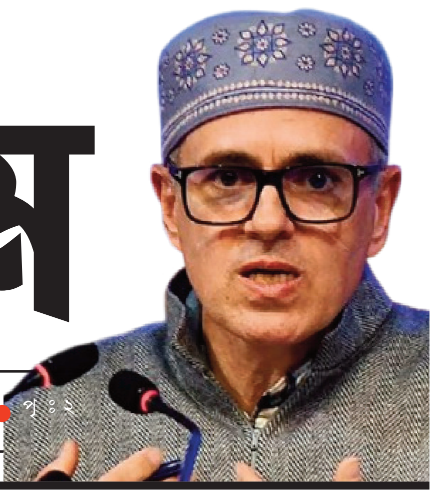

পুরনো কেল্লায় মিলছে ২৫ দেশ
পাক মন্ত্রীকে দিল্লির আমন্ত্রণ ● পৃঃ ২

পুজোর বিজ্ঞাপন সরাতে সময়সীমা
না মানলে খরচের সঙ্গে তিন গুণ জরিমানা ● পৃঃ ৩

ওমরের মন্ত্রিসভা স প্রসারণ এলেন চার
বিধায়ক, খোয়া গেল একজনের কুরসি ● পৃঃ ২

১৬ লক্ষ নাম নিয়ে আপত্তি, অনুমোদন কার; সুপ্রিম কোর্টে অবস্থান জানাল কমিশন — আজকের খবর

পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে গুলি, পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও

এনকাউন্টারে ‘খতম’ গাইঘাটা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্ত প্রহ্লাদ

দুপুরেই ফের এনকাউন্টারে মৃত্যু মুর্শিদাবাদেও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের শাসন। ভারুইপুরে ধর্ষকের এনকাউন্টারে মৃত্যুর পরে মঙ্গলবার ভোররাতে এবং দুপুরে মিলে পরপর দুই এনকাউন্টারে মৃত্যু হল আরো দুই ধর্ষণে অভিযুক্তের।

উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটায় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে পুলিশের এনকাউন্টারে ‘খতম’ অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাস। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযুক্তকে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় পুলিশ। সেখান থেকে ফেরার পথেই আচমকা পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অভিযুক্ত। আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও। পুলিশের এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় প্রহ্লাদ দাসের। গুলির লড়াইয়ে আহত হন তদন্তকারী অফিসারও। সূত্রের খবর, অভিযুক্ত পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। এতে পুলিশের একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালাতে বাধ্য হয়। ঘটনার পুনর্নির্মাণ এবং পোশাক বাজেয়াপ্তের প্রক্রিয়া শেষ করে ফেরার পথে এই গুলি চালনার ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত বাথরুম যেতে চাইলে গাড়ি থামায় পুলিশ। তাকে গাড়ি থেকে নামানোর পর কর্তব্যরত এক সাব-ইনস্পেক্টরের সার্ভিস রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত। পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলিও চালায়। বাধ্য হয়ে পাল্টা চার রাউন্ড গুলি চালায় পুলিশ। গুলিতে জখম হয় প্রহ্লাদ দাস। নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সন্তুষ্ট নির্যাতিতার পরিবার

পুলিশি ‘এনকাউন্টারের’ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সন্তোষপ্রকাশ করছেন গাইঘাটার এলাকাবাসীদের একাংশ ও নিহত কিশোরীর পরিবার। কিশোরীর বাবা বলেন, ‘আমার মেয়েকে তো আর ফেরত পাব না। সরকারের নির্দেশে পুলিশ ভাল করেছে। অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেছিল। পুলিশকে গুলি চালিয়েছিল। পুলিশের পাল্টা গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।’ খুন ও ধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের ভাই জানান, এই বিষয়ে খুব একটা তিনি জানেন না। বলেন, ‘ওইদিন রাতে ঘটনা করে এসে বাড়িতে রিল্যাক্সে শুয়েছিল। পরদিন বাড়িতে পুলিশ এসে ওকে তুলে নিয়ে চলে গেল। কোনও কথা বলেনি আমাদের। শুধু বলেন, বড়বাবু দেখা করতে বলেছে। এইটুকু জানি ওই বিষয়। আর কিছু বলতে পারব না। আমার দাদা ওদের পরিবারে বলেছিল, কিন্তু মেয়েটা শোনেনি। আমি ভাবতে পারিনি যে দাদা এটা করবে। ও এমন একটা ছেলে যে কেউ বলতে পারবে না ও এই কাজটা করেছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে।’

কী ঘটেছিল

উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানা এলাকায় এক নাবালিকার অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়, একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। রবিবার সকালে স্থানীয় একটি বাড়ির পিছন থেকে উদ্ধার হয় ছাত্রীর বিবস্ত্র ক্ষতবিক্ষত দেহ। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। রবিবার গাইঘাটা থানার রামচন্দ্রপুরের এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় বছর ২৩-এর অভিযুক্ত প্রহ্লাদ দাসকে। ফোন করে ডেকে ধর্ষণের পর খুনের অভিযোগ ওঠে এই ‘দূর সম্পর্কের দাদা’র বিরুদ্ধে! শনিবার রাতে গাইঘাটা বাজার এলাকায় বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে গিয়েছিলেন নির্যাতিতা ও তার মা। কিছুক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর পর হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় ওই কিশোরী। রবিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এক যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে গাইঘাটা থানার পুলিশ প্রহ্লাদ দাস নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

> **পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের শাসন। ভারুইপুরে ধর্ষকের এনকাউন্টারে মৃত্যুর পরে মঙ্গলবার ভোররাতে এবং দুপুরে মিলে পরপর দুই এনকাউন্টারে মৃত্যু হল আরো দুই ধর্ষণে অভিযুক্তের।**

মুর্শিদাবাদেও এনকাউন্টার

মঙ্গলবার ভোরের পর দুপুরে ফের এনকাউন্টারের ঘটনা। ধুলিয়ানে খুনে অভিযুক্ত যুবকের গায়ে লাগল পুলিশের গুলি। সুজিত মণ্ডল নামে বিজেপি নেতাকে কুপিয়ে খুন করার ঘটনায় অভিযোগ উঠেছিল মাস দুয়েক আগে। এনকাউন্টারে সেই ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত সামাউন শেখের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, সুজিত মণ্ডল খুনর ঘটনার পুনর্নির্মানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সামাউনকে। সেখানেই পুলিশের হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে ওই অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তখনই সামাউনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই অভিযুক্তের। দু’মাস আগে সুজিত মণ্ডলকে ধুলিয়ান বাজার এলাকায় খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। খুন করে ওই বিজেপি নেতার দেহের একেকটি টুকরো একেকটি জায়গায় ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসে সামাউনের নাম। তবে রাস্তায় এনকাউন্টার হয়নি। এলাকার একটি হোটেলের ঘরে পুনর্নির্মান করা হচ্ছিল। সেই সময় এই ঘটনা ঘটে।

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে, গঙ্গা ভাঙন রোধে দিল্লিতে বৈঠকের পরে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

এনকাউন্টার নিয়ে জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে।’ গঙ্গা ভাঙন রোধে দিল্লিতে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও বাংলাকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর জানিয়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিনি। মঙ্গলবারের এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরাও। গঙ্গার ভাঙন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং নদীখাতে পলি তোলার কাজ-সহ একাধিক বিষয়ে বৈঠক হয়। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে।’ দ্রুত সেই কাজ শুরু হবে। দেশের শীর্ষ আইআইটি কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। আইটিআই কানপুর ও আইটিআই রূড়কি পরিকল্পনা তৈরি করবে। ১২টি স্পার তৈরি করা হবে। প্রসঙ্গত ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ নিয়েও বৈঠকের পর গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। চলতি আর্থিক বছরে প্রকল্পের জন্য ১,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আগামী বছরের জুনের মধ্যে বেশির ভাগ কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

সামগ্রিক প্রকল্পটি ২০২৮ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ও দাসপুরের বিধায়কদের নিয়ে একটি দলও গঠন করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশি সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের অগ্রগতি এখন গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির বৈঠকের পর কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বয়ে সেই কাজ কত দ্রুত এগোয়, সে দিকেই নজর থাকবে।

পাশাপাশি মালদহে গঙ্গার ব্যাপক ভাঙন চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। এবছরের বর্ষায় কালিয়াচকের ভূতনিচর ভয়াবহ বন্যা দেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী পুজোর আগে সেখানে গিয়ে একাধিক ‘উপহার’ দিয়েছিলেন। সম্প্রতি মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল মালদহে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে। তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দিয়েছেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

অন্যদিকে, পুরভোট নিয়ে বৈঠকে বসতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ২৯ অক্টোবর নবান্নে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে । যেখানে কলকাতা উত্তর এবং কলকাতা দক্ষিণের দুই সাংসদ উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিত থাকবেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন। মূলত প্রার্থী এবং পুরসভা ভোট সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

এনকাউন্টার নিয়ে জবাব মুখ্যমন্ত্রীর

গাইঘাটা ও ধুলিয়ান এনকাউন্টার নিয়ে সরাসরি কিছু বলতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার দিল্লি সফর শেষে কলকাতা ফেরার আগে শুভেন্দু কেবল বলেন, ‘এনকাউন্টারের বিষয়টি আমার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। বিষয়টি পুলিশ-সিআইডি দেখে। ক’টা দিন যেতে দিন গোটা রাজ্য গুন্ডা মুক্ত করে দেব।’

কংগ্রেস থেকে আসতে পারলে তৃণমূল থেকেও আসতে পারেন

তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

রাজনীতিতে আবেগের কোনও জায়গা নেই। কংগ্রেস থেকে আসতে পারলে তৃণমূল থেকেও আসতে পারেন।’ কলকাতা এবং হাওড়ায় আসন্ন পুর নির্বাচনের আগে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা বিজেপিতে যোগ দিয়ে টিকিট পেতে পারেন বলে যখন জল্পনা তুঙ্গে সেই সময় এমন মন্তব্য করে নতুন সম্ভাবনা জাগিয়ে তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সামনেই পুরভোট। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, তৃণমূলের একাধিক প্রাক্তন কাউন্সিলর যোগ দিতে পারেন বিজেপিতে। সম্ভবত টিকিটও পাবেন তাঁরা। এদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘নো এন্ট্রি’। এদিকে তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদারও। তবে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের কথায়, ‘পুরসভা পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। সে কারণে পুরসভার কাজ সম্পর্কে গভীর ধারণা রয়েছে, এরকম লোকজনকে দলে নিয়ে প্রার্থী করা যেতেই পারে।’ এই মন্তব্যেই স্পষ্ট যে তাঁরা তৃণমূলত্যাগীদের নেওয়ার পক্ষেই। মঙ্গলবার এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ বলেন, ‘রাজনীতিতে আবেগের কোনও জায়গা নেই। কংগ্রেস থেকে আসতে পারলে তৃণমূল থেকেও আসতে পারেন।’ তবে হ্যাঁ, আদৌ তাঁরা বিজেপির মতো দলে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না, সেটা দেখার বিষয় তা মনে করিয়ে দিয়েছেন দিলীপ। তিনি বলেন, ‘যাঁরা আসছেন দেখতে হবে তাঁরা বিজেপির কার্যপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবেন কি না। এসব ঠিক করার বিষয় পার্টির।’ এতেই স্পষ্ট শমীক ও সুকান্তর সঙ্গে দিলীপের মত পার্থক্য। অন্যদিকে, গাইঘাটার ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

আইনের ঊর্ধ্বে যে কেউ নয়, আইন অমান্য করলে কী হতে পারে, তা আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের দিলীপ ঘোষ জানান, আইনের উপরে কেউ নয়। কেউ আইনকে অমান্য করলে এই রকমই হবে। দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘মানুষকে ন্যায় পাইয়ে দিতে হবে। মানুষ পুলিশের উপর আস্থা রাখতে ভুলে গেছে। ভরসা ফেরাতে গেলে পুলিশকে কিছু অপ্রিয় কাজ করতে হবে।’ তবে এহেন ঘটনার পর ধর্ষণ কি কমবে? এহেন প্রশ্নে মন্ত্রীর মন্তব্য, ‘বাংলায় বহু বছর আইনের শাসন নেই। আইনের প্রতিষ্ঠা হলে সবাই ভয় পাবে।’

তথ্যের সুরক্ষা নাকি সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ ?

সুপ্রিম নজরে বিতর্কিত আইন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা (ডিপিডিপি) আইন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য জানার অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রের জবাব তলব করল শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার ডিজিটাল নিউজ পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ডিএনপিএ) দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহন সমন্বিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ কেন্দ্রকে নোটিস জারি করেছে।সংবাদ সংস্থাগুলির পক্ষে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ চাওয়ার প্রেক্ষিতে আদালত স্পষ্ট জানায়, ‘অপর পক্ষের (কেন্দ্রের) বক্তব্য না শুনে আমরা কোনো একতরফা নির্দেশ জারি করব না। আপনারা কীভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাও আমাদের জানাতে হবে।’ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন

এরপর ২ পৃঃ

সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাহুল দোলাদের মামলায় জারি নোটিস, পিছল শুনানি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মারাত্মক অভিযোগ ঘিরে সরগরম দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে মামলাকারীদের পেশ করা হলফনামার জবাব দেওয়ার জন্য কমিশনকে দু’সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে এই হাইপ্রোফাইল মামলার শুনানি হয়। আদালত জানিয়েছে, মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৭ নভেম্বর। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, আইন অমান্য করা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীসহ ‘ইন্ডিয়া’ জোটের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। একই অভিযোগে পৃথক পিটিশন ফাইল করেছেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনও। বিরোধীদের মূল অভিযোগ, গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও আইনি বিধি তোয়াক্কা না করেই কমিশন একাধিক বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মঙ্গলবার শুনানিকালে মামলাকারীদের পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক ক্ষুরধার যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি আদালতে জানান, নতুন ভোটারদের নাম নথিভুক্তকরণের কাজে ব্যবহৃত অনলাইন ‘ফর্ম ৬’-এ কথিত কারচুপির মারাত্মক বিষয়টিও এই মামলার অংশ। আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী অভিযোগ করেন, সুপ্রিম কোর্ট নাকি এ জাতীয় কারচুপির অনুমতি দিয়েছে-এমনটাই দাবি করে নির্বাচন কমিশন পূর্বে একটি বিভ্রান্তিকর প্রেস নোট জারি করেছিল। আইনজীবীর এই অভিযোগ শুনে প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত স্পষ্ট জানান, ‘আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখব।’ শুনানির শেষলগ্নে নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিস জারির আবেদন জানান আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী।

তিনি আদালতে যুক্তি দিয়ে বলেন, কমিশন যে হলফনামা জমা দিয়েছে, তার মধ্যেই আবেদনকারীদের তোলা একাধিক অভিযোগের পরোক্ষ স্বীকৃতি রয়েছে। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, নির্বাচন কমিশনকে নোটিস জারি করা হচ্ছে এবং আগামী দু’সপ্তাহের মধ্যে তাদের সমস্ত অভিযোগের লিখিত উত্তর জমা দিতে হবে। ফলে আগামী ১৭ নভেম্বরের পরবর্তী শুনানির দিকেই এখন নজর পুরো দেশের রাজনৈতিক মহলের।

URBAN HEIGHTS
Urban Galaxy India Pvt. Ltd.
FIND A
EXCLUSIVE LUXURY
APPARTMENTS
2 & 3 BHK
Near KNI Airport, Gopalmath, Durgapur
BUY NOW
More Information call us 9800354432
WBRERA/P/PAS/2024/001162

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
২৮ অক্টোবর ২০২৬ বুধবার

কতটা বিপদের মুখে পৃথিবী ?

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জমে থাকা অস্বাভাবিক উষ্ণতা এ বছর অক্টোবরে এসে ছুঁয়ে ফেলেছে ইতিহাসের সব রেকর্ড। এই শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী 'সুপার এল নিনো' এখন শুধু আবহাওয়ার ভোলবদল নয়, খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রশ্নে পরিণত হয়েছে।বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও)-র সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী, এই এল নিনো পরিস্থিতি আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার ধরনকে প্রভাবিত করবে। ১৯৫০ সালের পর এটি সবচেয়ে শক্তিশালী এল নিনো হতে চলেছে, যা রেকর্ড তাপমাত্রা, ভয়াবহ খরা এবং বিপরীতমুখী বন্যার ঝুঁকি তৈরি করছে। 'সুপার' বা 'ভেরি স্ট্রং' এল নিনো হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার শর্ত হলো, নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের ওশানিক নিনো ইনডেক্স (ওএনআই) ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হওয়া; কিন্তু এই 'সুপার এল নিনো'টি সেই সীমাকেও ছাপিয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে।২০২৬ সালের এল নিনোর সবচেয়ে ভয়ংকর দিকটি হলো এর তীব্র গতি। গত জুনে নিনো ৩.৪ অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল, যা অগাস্টে বেড়ে দাঁড়ায় ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ডব্লিউএমও-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে এই তাপমাত্রার পার্থক্য (অ্যানোমালি) দাঁড়াবে প্রায় ৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা ২০১৫-১৬ সালের পূর্ববর্তী রেকর্ড ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে অনেক পিছনে ফেলে দেবে। ৫ অক্টোবর এই অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রথমবারের মতো ৩০.০৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়, যা জলবায়ু ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাকে 'গডজিলা এল নিনো' বলে অভিহিত করছেন; কারণ এই এল নিনো কেবল আগের রেকর্ড ভাঙছে না, বরং সমুদ্রের গভীরে সঞ্চিত তাপকে মুক্ত করে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে আরও ত্বরান্বিত করছে।ডব্লিউএমও-র মহাসচিব সেলেস্তে সাওলো সকলকে সতর্ক করে বলেছেন,'এল নিনো আমাদের গ্রহে নতুন তাপ যোগ করছে না; এটি সমুদ্রের ধারণ করা তাপকে মুক্ত করছে, যে কারণে শক্তিশালী এল নিনোর বছরগুলোকে প্রায়ই সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে রেকর্ড করা হয়'।এই সুপার এল নিনোর প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য বিশেষভাবে উদ্বেগের। এল নিনোর সঙ্গে সাধারণত দুর্বল মৌসুমি বায়ু ও কম বৃষ্টির সম্পর্ক থাকে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই মরসুমে ১৩ শতাংশ ঘাটতি নিয়ে শেষ হয়েছে, যা ২০০১ সালের পর চতুর্থ শুষ্কতম মরসুম। বৃষ্টির ক্ষেত্রে দেশের ৩৮ শতাংশ জেলা 'ঘাটতিপূর্ণ' এবং ৫ শতাংশ জেলা 'বৃহৎ ঘাটতিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই বৃষ্টিহীনতা ইতিমধ্যেই ৩৯.৮ শতাংশ কৃষিজমিতে খরা পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ আয়ের উপর সরাসরি চাপ ফেলছে।ভারতের কৃষিক্ষেত্র ইতিমধ্যেই এর প্রভাব অনুভব করছে। ফসলের উৎপাদন প্রায় ৪ শতাংশ কমতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যার ফলে কৃষি প্রবৃদ্ধি প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। ডব্লিউএমও সতর্ক করেছে, এই এল নিনো শুধু বর্ষার বৃষ্টিই কমাবে না, বরং শীতকালকেও স্বাভাবিকের চেয়ে উষ্ণ ও শুষ্ক করে তুলবে, যার ফলে শীতল আবহাওয়ার দিন কমবে। বায়ু দূষণ ও কৃষিজ চাপ বাড়বে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিকেও একই ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে হবে; বিশেষ করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। আফগানিস্তান-হিমালয় অঞ্চলে খরা ও তুষারপাতের ধরন পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।সুপার এল নিনোর প্রভাব বিশ্বজুড়ে একেবারে বিপরীতমুখী। একদিকে যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে অতিবৃষ্টি এবং বন্যা দেখা দেবে, তেমনই দক্ষিণ এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে তীব্র খরা ও তাপপ্রবাহ বয়ে যাবে। জাতিসংঘের পক্ষে টম ফ্লেচার সতর্ক করেছেন, শুধুমাত্র আফ্রিকাতেই প্রায় ৫ কোটি মানুষ খাদ্য সংকটে পড়তে পারে। আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংকের অনুমান, এই এল নিনো আফ্রিকান দেশগুলির জন্য ১০ থেকে ২০ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করতে পারে।

স্মৃতির পাতা থেকে

এমিল ফিশার

হারমান এমিল লুই ফিশার এমিল ফিশার ছিলেন একজন জার্মানরসায়নবিদ এবংরসায়নে নোবেল পুরস্কারি বজয়ী।তিনিফিশার এস্টারিফিকেশনফিশার প্রজেকশনওতৈরি করেন, যা অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু আঁকার একটি প্রতীকী উপায়। তিনি এনজাইম ক্রিয়ার লক-কী পদ্ধতিরও ধারণা দেন। তিনি কখনও তার প্রথম নাম ব্যবহার করেননি এবং সারাজীবন কেবল এমিল ফিশার নামেই পরিচিত ছিলেন। ফিশার কোলনের কাছে ইউসকির্চেনে জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতা ছিলেন ব্যবসায়ী লরেনজ ফিশার এবং মাতা ছিলেন জুলি পোয়েনসগেন। স্নাতক হওয়ার পর তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন , কিন্তু তার বাবা তাকে পারিবারিক ব্যবসায় কাজ করতে বাধ্য করেন যতক্ষণ না তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে তার ছেলে এই কাজের জন্য অনুপযুক্ত। এরপর ফিশার ১৮৭১ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু ১৮৭২ সালে স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। তিনি ১৮৭৪ সালে অ্যাডলফ ফন বেয়ারের অধীনে থ্যালেইন বিষয়ক গবেষণার জন্য ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন । ফিশার স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ারের সাথে একজন স্বাধীন গবেষণা ছাত্র হিসেবে ছিলেন। ১৮৭৪ সালের শরৎকালে, তিনি জৈব গবেষণাগারের সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানে ১৮৭৫ সালে, তিনি হাইড্রাজিন আবিষ্কার ও নামকরণ করেন , যার মধ্যে ছিল অপ্রতিসম ডাইমিথাইলহাইড্রাজিন , যা অনেক পরে মহাকাশ প্রতিযোগিতার সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে , এবং ফিনাইলহাইড্রাজিন । এই শেষোক্ত যৌগটি কার্বক্সিলিক যৌগের (অ্যালডিহাইড এবং কিটোন) সাথে বিক্রিয়া করে স্ফটিকাকার কঠিন পদার্থ তৈরি করে। শর্করার ফিনাইল হাইড্রাজোন তাকে শর্করা এবং পিউরিনের সংশ্লেষণের উপর তার কাজকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছিল, যার জন্য তিনি ১৯০২ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। পাইরুভিক অ্যাসিডের ফিনাইল হাইড্রাজোন ব্যবহার করে, তিনি ইন্ডোলের সংশ্লেষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।১৮৭৫ সালে, ভন বেয়ারকে লুডভিগ -ম্যাক্সিমিলিয়ানস-ইউনিভার্সিটি মুনচেনে জাস্টাস ভন লিবিগ -এর স্থলাভিষিক্ত হতে বলা হয়েছিল , এবং ফিশার জৈব রসায়নে একজন সহকারী হওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। ১৮৭৮ সালে, ফিশার লুডভিগ-ম্যাক্সিমিলিয়ানস-ইউনিভার্সিটি মুনচেনে ক্ষ্মপ্রাইভেটডোজেন্টক্ষ্ম হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করেন, যেখানে তিনি ১৮৭৯ সালে বিশ্লেষণাত্মক রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮২ সালে তিনি এরলাঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৮৮৫ সালে ভুর্ৎসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন । ১৮৯২ সালে তিনি বার্লিনের ফ্রিডরিখ ভিলহেলম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভন হফম্যানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রসায়নের অধ্যাপক হন । তিনি ফিনাইলহাইড্রাজিনের ডেরিভেটিভগুলি নিয়ে গবেষণা করেন, ডায়াজো যৌগগুলির সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তিনি লক্ষ্য করেন যে তারা সহজেই অন্যান্য পদার্থের সাথে সংযুক্ত হয়ে বহু অজানা যৌগ তৈরি করে। এই ধরনের ঘনীভবনজাত পদার্থগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল হাইড্রাজোন , যা অ্যালডিহাইড এবং কিটোনের সাথে বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয় । ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর পর্যবেক্ষণ, যেখানে দেখা যায় যে এই ধরনের হাইড্রাজোনগুলিকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা জিঙ্ক ক্লোরাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে ইন্ডোলের ডেরিভেটিভ তৈরি হয় , যা ইন্ডিগোর মূল পদার্থ , তা ইন্ডিগো এবং এর সাথে সম্পর্কিত অনেক পদার্থ সম্পর্কে ভন বেয়ারের মতামতের একটি সমর্থন ছিল। এরপর তিনি ফুক্সিন (তখন রোসানিলিন নামে পরিচিত) ম্যাজেন্টা রঞ্জকের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তিনি ১৮৭৮ এবং ১৮৭৯ সালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন যা প্রমাণ করে যে এই রঞ্জকগুলি ট্রাইফিনাইলমিথেনের ডেরিভেটিভ ।

রেখার অন্তরালে জীবনের আর্তি

যোগেন চৌধুরীর শিল্পসাধনা ও উত্তরাধিকার

সুব্রত পাল, শিলচর, অসম

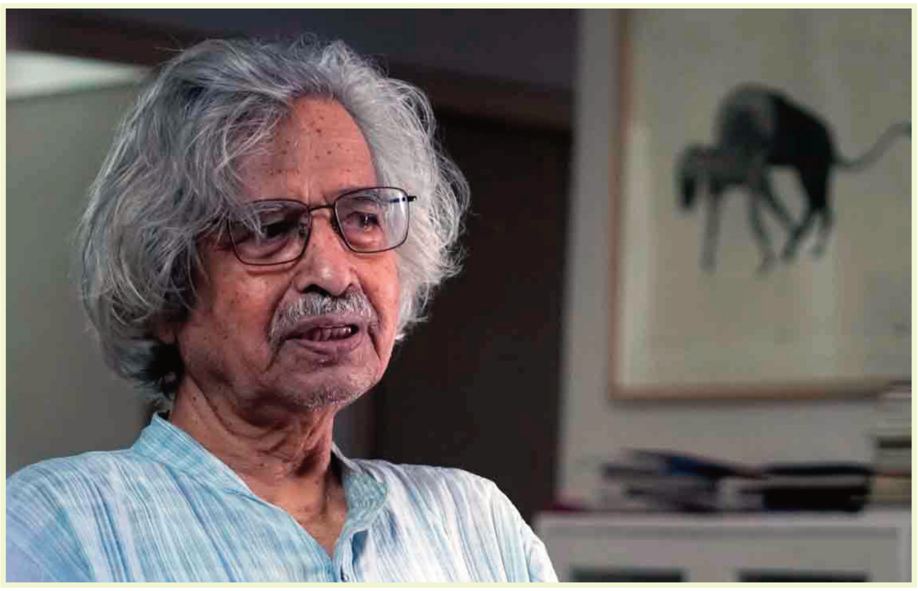

> **বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে যোগেন চৌধুরী এমন এক শিল্পী, যাঁর রেখায় মূর্ত হয়েছে মানুষের অন্তর্জগৎ, সময়ের ক্ষত এবং জীবনের বহুমাত্রিক সত্য। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবসান ঘটল। একটি শিল্পযুগের অবসান; ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার বিশিষ্ট শিল্পী যোগেন চৌধুরীর প্রয়াণে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।**

বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে যোগেন চৌধুরী এমন এক শিল্পী, যাঁর রেখায় মূর্ত হয়েছে মানুষের অন্তর্জগৎ, সময়ের ক্ষত এবং জীবনের বহুমাত্রিক সত্য। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবসান ঘটল। একটি শিল্পযুগের অবসান; ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার বিশিষ্ট শিল্পী যোগেন চৌধুরীর প্রয়াণে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। ২৫ অক্টোবর, কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৮৭ বছর বয়সে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে এক বিরল রক্তরোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু কেবল একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীর জীবনাবসান নয়, এটি ভারতীয় শিল্পকলার এমন এক স্বতন্ত্র সৃজনী অধ্যায়ের সমাপ্তি, যার প্রভাব আগামী দিনেও শিল্পী, শিল্পরসিক ও গবেষকদের অনুপ্রাণিত করবে। যোগেন চৌধুরী ছিলেন এমন এক শিল্পী, যিনি প্রচলিত সৌন্দর্যবোধের নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। মানুষের মুখ, শরীর, চোখের দৃষ্টি, অবয়বের বিকৃতি এবং রেখার অদ্ভুত টানাপোড়েনের মধ্যে তিনি খুঁজে ফিরেছেন জীবনের গভীরতর সত্য। তাঁর ছবিতে মানুষ কখনো নিঃসঙ্গ, কখনো অসহায়, কখনো আত্মবিশ্বাসী, আবার কখনো নিজেরই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। এই মানুষ কোনও বিশেষ সময়ের প্রতিনিধি হয়েও সর্বকালের মানবিক সংকটের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য ছিল;অল্প কয়েকটি রেখা, সংযত রং এবং শরীরী অবয়বের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গভীর মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতাকে দৃশ্যমান করে তোলা। তাঁর ছবির দিকে তাকালে মনে হয়, মানুষের শরীর যেন কেবল শরীর নয়,তার প্রতিটি ভাঁজে জমে রয়েছে অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণা, আকাঙ্ক্ষা ও অস্তিত্বের অমীমাংসিত প্রশ্ন। শৈশব, দেশভাগ ও শিল্পী হয়ে ওঠার প্রস্তুতি; ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার ডাহারপাড়া গ্রামে যোগেন চৌধুরীর জন্ম। অঞ্চলটি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। তাঁর শৈশব কেটেছিল বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে, যেখানে লোকজ সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুষঙ্গ এবং দৈনন্দিন জীবনের সহজ সৌন্দর্য মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত। তাঁর শিল্পীসত্তার বিকাশে পারিবারিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর বাবা প্রমথনাথ চৌধুরী ছবি আঁকতেন, পৌরাণিক কাহিনির দৃশ্য নির্মাণ করতেন এবং দেবদেবীর মূর্তি গড়তেন। তাঁর মা ছিলেন আলপনা আঁকায় দক্ষ। ফলে ছোটবেলা থেকেই রেখা, রূপ, প্রতীক এবং লোকজ নকশার সঙ্গে যোগেন চৌধুরীর পরিচয় ঘটে।

এই পারিবারিক উত্তরাধিকার তাঁর শিল্পীজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি আধুনিক শিল্পভাষা নির্মাণ করলেও ভারতীয় ঐতিহ্য ও বাংলার লোকজ সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা কেবল গ্রামীণ শৈশবের কোমল স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশভাগ তাঁর জীবনে নিয়ে আসে বাস্তুচ্যুতির যন্ত্রণা। পরিবারের কলকাতায় চলে আসা, পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং নতুন শহরে জীবন গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা তাঁর মানসিক জগতে গভীর ছাপ ফেলেছিল। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী শিল্পের মনস্তাত্ত্বিক জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর ছবির বিকৃত মুখ, অস্বস্তিকর অবয়ব এবং নিঃসঙ্গ মানুষের উপস্থিতিকে শুধু শৈল্পিক কৌশল হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তার মধ্যে আধুনিক মানুষের নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও অস্তিত্বের সংকটের প্রতিধ্বনিও শোনা যায়।

১৯৫৫ সালে তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফটে ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন। এই শিক্ষাপর্ব তাঁর শিল্পীজীবনের ভিত নির্মাণ করে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি অঙ্কন, গঠন, রং ও শিল্পরচনার নিয়মিত অনুশীলন করেন; পাশাপাশি নিজের স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গি গড়ে তোলার প্রস্তুতিও নিতে থাকেন।

প্যারিস-অভিজ্ঞতা ও স্বতন্ত্র শিল্পভাষার নির্মাণ; শিক্ষাজীবন শেষ করে যোগেন চৌধুরী প্রথমে হাওড়া জেলা স্কুলে শিল্পশিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। পরে ১৯৬২ সালে কলকাতায় হ্যান্ডলুম বোর্ডের নকশাবিদ হিসেবে যোগ দেন। জীবিকার প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি তিনি অব্যাহত রাখেন নিজের শিল্পচর্চা। ১৯৬৫ সালে ফরাসি সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি প্যারিসে শিল্পশিক্ষার সুযোগ পান। ইউরোপীয় আধুনিক শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর শিল্পভাবনাকে নতুন মাত্রা দেয়। তবে বিদেশি শিল্পরীতির অনুকরণ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। বরং পাশ্চাত্য আধুনিকতার অভিজ্ঞতাকে নিজের সাংস্কৃতিক শিকড় ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়ে তিনি নির্মাণ করেন এক স্বতন্ত্র শিল্পভাষা। যোগেন চৌধুরীর শিল্পের সবচেয়ে পরিচিত বৈশিষ্ট্য তাঁর রেখার ব্যবহার। রেখা তাঁর কাছে কেবল অবয়ব আঁকার উপায় নয়, রেখা যেন চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশের মাধ্যম। কোথাও রেখা ঘন, কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও কুণ্ডলিত, আবার কোথাও আকস্মিকভাবে বেঁকে গিয়ে শরীরের পরিচিত গঠনকে অস্বাভাবিক করে তোলে। এর ফলে তাঁর ছবির মানুষগুলো বাস্তব জগতের পরিচিত মানুষ হয়েও এক ধরনের রহস্যময়তা অর্জন করে।

কালি, জলরং, প্যাস্টেল ও তৈলরঙের মতো বিভিন্ন মাধ্যমে তিনি কাজ করেছেন। মাধ্যমের পরিবর্তন ঘটলেও তাঁর ছবিতে রেখার প্রাধান্য এবং অবয়বের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য বজায় থেকেছে।

তাঁর ছবির মুখ ও শরীর কখনো অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত, কখনো সংকুচিত, কখনো বিকৃত। এই বিকৃতি বাস্তবতার প্রত্যাখ্যান নয়, বরং বাস্তবতার অন্তর্লীন সত্যকে প্রকাশ করার একটি কৌশল। মানুষের বাইরের অবয়বের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন তার ভেতরের অস্থিরতা।

তাঁর শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, আধুনিকতা মানে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা নয়,বরং ঐতিহ্যকে নতুন অভিজ্ঞতার আলোয় পুনর্ব্যাখ্যা করা। যোগেন চৌধুরীর ছবির কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। কিন্তু সেই মানুষ কোনো আদর্শায়িত সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি নয়। তিনি মানুষের দুর্বলতা, অসহায়তা, আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মানসিক দ্বন্দ্বকে শিল্পের বিষয় করেছেন। তাঁর ছবির চরিত্রগুলোকে দেখলে মনে হয়, তারা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, অথচ সেই অস্তিত্বের অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে অক্ষম। তাদের চোখে কখনো প্রশ্ন, কখনো ক্লান্তি, কখনো আত্মরক্ষার প্রবণতা। শরীরের অস্বাভাবিক গঠন যেন তাদের অন্তর্গত অস্থিরতার দৃশ্যমান প্রকাশ। এই কারণেই যোগেন চৌধুরীর শিল্পকে কেবল অবয়বনির্ভর চিত্রকলা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর ছবিতে সামাজিক বাস্তবতা এবং মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মানুষ যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের ক্ষমতাসম্পর্ক, বৈষম্য, অনিশ্চয়তা ও মূল্যবোধের সংকট তার ব্যক্তিগত জীবনকেও প্রভাবিত করে। তাঁর শিল্পের মানবচরিত্রগুলোর মধ্যে এই বৃহত্তর বাস্তবতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর ছবিতে সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের প্রচলিত বিভাজনও প্রশ্নের মুখে পড়ে। যে মুখ প্রথম দর্শনে অস্বস্তি সৃষ্টি করে, গভীরভাবে তাকালে সেই মুখই মানবিক অনুভূতির জটিল বাহক হয়ে ওঠে। এই দ্বৈত অভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পকে সহজ বিনোদনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে চিন্তা ও আত্মসমীক্ষার পরিসরে নিয়ে যায়। তাঁর শিল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংলাপ। পৌরাণিক চিত্রকল্প, লোকজ অনুষঙ্গ এবং পরিচিত ভারতীয় রূপভাষা তাঁর কাজে নতুন অর্থে ফিরে এসেছে। কিন্তু তিনি অতীতের রূপকে অপরিবর্তিতভাবে পুনরুৎপাদন করেননি। আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে সেই রূপকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন। এই সৃজনপ্রক্রিয়ার মধ্যেই তাঁর শিল্পের মৌলিকতা নিহিত। তিনি এমন একটি ভাষা নির্মাণ করেছিলেন, যা ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, অথচ কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

শান্তিনিকেতন, শিক্ষাদান ও সামাজিক দায়বদ্ধতা; যোগেন চৌধুরীর অবদান কেবল নিজের শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শিল্পশিক্ষক হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশ্বভারতীর কলাভবনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্ক ছিল। সেখানে শিক্ষকতা এবং পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক এমেরিটাস হিসেবে তিনি শিল্পচর্চা ও শিক্ষার পরিসরে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে শিল্পশিক্ষা ছিল কেবল কৌশল আয়ত্ত করার প্রক্রিয়া নয়। একজন শিল্পীকে নিজের চারপাশের পৃথিবীকে দেখতে শিখতে হয়, পরিচিত দৃশ্যের মধ্যেও নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে হয় এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে স্বতন্ত্র ভাষায় প্রকাশ করতে হয়;তাঁর শিল্পচর্চা থেকে এই শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং তাঁদের কাজের প্রতি আগ্রহ শান্তিনিকেতনে তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে স্মরণ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী হয়েও শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি থাকার এই প্রবণতা তাঁর শিল্পীসত্তার মানবিক দিকটিকে উন্মোচিত করে।

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। সেই পরিবেশের অবক্ষয় এবং অপরিকল্পিত নির্মাণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, শিল্পীর দায়বদ্ধতা ক্যানভাসের সীমানায় শেষ হয় না। শিল্প, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক তাঁর কাছে বিচ্ছিন্ন বিষয় ছিল না। যে সমাজ শিল্পীকে জীবন ও অভিজ্ঞতার উপাদান জোগায়, সেই সমাজের প্রতি শিল্পীরও দায় রয়েছে;তাঁর সামাজিক ভূমিকা থেকে এই উপলব্ধি স্পষ্ট হয়। ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তাঁর পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় জনজীবনের আরেকটি অধ্যায়। যদিও তাঁর সর্বাধিক স্থায়ী পরিচয় চিত্রশিল্পী হিসেবেই, সংসদীয় ভূমিকা তাঁর জনপরিসরের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করেছিল। স্বীকৃতি ও শিল্পের উত্তরাধিকার; দীর্ঘ শিল্পীজীবনে যোগেন চৌধুরী দেশ-বিদেশে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। ২০০১ সালে তিনি কালিদাস সম্মানে ভূষিত হন। ২০২০ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মান প্রদান করে। রাষ্ট্রপতি ভবনের শিল্পসংগ্রহের দায়িত্ব পালনের সঙ্গেও তাঁর কর্মজীবনের যোগ ছিল।২০১৯ সালে তিনি 'চারুবাসনা' নামে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে তাঁর দীর্ঘ শিল্পজীবনের কাজ সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নিজের শিল্পকর্মকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণের এই প্রচেষ্টা তাঁর শিল্প-উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় বহন করে। তাঁর ছবির গুরুত্ব শুধু শিল্পবাজারে অর্জিত মূল্য বা প্রদর্শনীর সাফল্য দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। একজন শিল্পীর প্রকৃত সার্থকতা নিহিত থাকে তাঁর নির্মিত ভাষার স্থায়িত্বে;যে ভাষা পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পী ও দর্শককে নতুন করে দেখতে এবং ভাবতে শেখায়। যোগেন চৌধুরী সেই অর্থে একজন পথপ্রদর্শক। তিনি দেখিয়েছেন, রেখা কীভাবে মানুষের মনের ভাষা হয়ে উঠতে পারে, শরীর কীভাবে সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে,আর পরিচিত দৃশ্য কীভাবে অপরিচিত সত্যের দরজা খুলে দিতে পারে।

তাঁর প্রয়াণে আমরা একজন বিশিষ্ট শিল্পীকে হারালাম। কিন্তু শিল্পের বিস্ময়কর ক্ষমতা হলো, স্রষ্টার শারীরিক অনুপস্থিতিতেও তাঁর সৃষ্টি নতুন নতুন অর্থে বেঁচে থাকে। যোগেন চৌধুরীর ছবিও ভবিষ্যতের দর্শকের কাছে নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করবে, নতুন অনুভূতির জন্ম দেবে এবং শিল্পের ভাষা সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করবে।যোগেন চৌধুরীর জীবন আমাদের শেখায়, শিল্পী হওয়া মানে কেবল সুন্দর ছবি আঁকা নয়, বরং পৃথিবীকে অন্যভাবে দেখা এবং সেই দেখার অভিজ্ঞতাকে এমন ভাষায় প্রকাশ করা, যা অন্য মানুষের অনুভূতিকেও স্পর্শ করতে পারে।দেশভাগের স্মৃতি, শৈশবের লোকজ উত্তরাধিকার, প্যারিসের শিল্পশিক্ষা, কলকাতার নাগরিক জীবন, শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি এবং মানুষের অন্তর্লীন মনস্তত্ত্ব;বিচিত্র অভিজ্ঞতার এই সমন্বয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর শিল্পীসত্তা। তিনি কোনো একটি রীতি বা মতবাদের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। নিজের অভিজ্ঞতা ও নিরন্তর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন এমন এক চিত্রভাষা, যার স্বাতন্ত্র্য সহজেই চেনা যায়।তাঁর ছবির রেখাগুলো কখনো আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে, কখনো বিষণ্ন করে, কখনো মানুষের অসহায়তার মুখোমুখি দাঁড় করায়। কিন্তু সেই অস্বস্তির মধ্যেই রয়েছে শিল্পের সত্য। কারণ, মহান শিল্প সব সময় আমাদের আনন্দ দেয় না,কখনো কখনো আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনার আবরণ সরিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়।আজ যোগেন চৌধুরী আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর আঁকা মুখগুলো, শরীরের অদ্ভুত ভাঁজ, রেখার অন্তর্গত কম্পন এবং মানুষের নিঃশব্দ আর্তি রয়ে গেছে। রয়ে গেছে শিল্পের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা এবং সমাজ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর সচেতনতা। একজন শিল্পীর মৃত্যুতে তাঁর হাতের তুলির চলন থেমে যায়, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির জীবন থেমে যায় না। যোগেন চৌধুরীর ক্ষেত্রেও তাই সত্য। ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হবে এমন এক শিল্পী হিসেবে, যিনি রেখার সাহায্যে মানুষের অন্তর্জগতকে দৃশ্যমান করেছিলেন। তাঁর রেখা থেমেছে, কিন্তু সেই রেখার ভিতরে যে জীবন, যে প্রশ্ন, যে মানবিক আর্তি তিনি রেখে গেছেন;তা থামার নয়। সেখানেই যোগেন চৌধুরীর শিল্পের অমরত্ব।

খবর

ওমরের মন্ত্রিসভা স প্রসারণ

এলেন চার বিধায়ক, খোয়া গেল একজনের কুরসি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শ্রীনগর

জম্মু ও কাশ্মীরে ক্ষমতা গ্রহণের দু'বছর পর এই প্রথম মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। মঙ্গলবার শ্রীনগরের লোক ভবনে আয়োজিত এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) চারজন বিধায়ককে মন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা। নতুন শপথ নেওয়া চার মন্ত্রী হলেন আলী মহম্মদ সাগর (খানিয়ার), শামীমা ফিরদৌস (হব্বা কদল), মীর সয়ফুল্লাহ (ত্রেহগাম) এবং আলতাফ আহমেদ কাল্লু (পহেলগাম)। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন আইন, ২০১৯ অনুযায়ী ৯০ আসনের বিধানসভায় মন্ত্রিসভার সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর সমেত মোট আসনের ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৯ জনের বেশি হতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত সরকারে মুখ্যমন্ত্রীসহ ছয়জন মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনটি পদ ফাঁকা ছিল। ফলে চার নতুন মুখকে জায়গা দিতে বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকে একজন কর্মরত মন্ত্রীকে ছেঁটে ফেলতে হয়েছে। এই সম্প্রসারণ ও ছাঁটাইয়ের জেরে সরকারের বিভিন্ন দফতরের দায়িত্বেও বড়সড় রদবদল ঘটতে চলেছে।

সুপ্রিম নজরে বিতর্কিত আইন

১ পৃঃ পর

বেঞ্চ মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী ১৭ নভেম্বর।২১টি শীর্ষ সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা ডিএনপিএ-র অভিযোগ, এই আইনে সাংবাদিকতার পেশাকে কোনো নির্দিষ্ট ছাড় দেওয়া হয়নি। ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং তথ্যের সূত্রের গোপনীয়তা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী মাধবী দিওয়ান সওয়াল করেন, যদি কোনো ব্যক্তির সম্মতি দেবে কি দেবে না তার দয়ার ওপর আমাকে নির্ভর করতে হয়, তবে খবর পরিবেশন কীভাবে সম্ভব?ক্ষ্ম তিনি আরও উল্লেখ করেন, ক্ষ্মএই আইনি সংশোধনী খবরের মূল ধারণাকেই বদলে দিচ্ছে।

বিশেষত তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনের ৮(১)(জে) ধারার সংশোধন এবং সরকারি পদাধিকারীদের তথ্য গোপন রাখার ছাড়পত্র দেওয়ার ফলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ধাক্কা খাচ্ছে বলে আবেদনে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

দক্ষিণের শিরোনাম

হাওড়া পুরভোটে টিকিটের দৌড়

যোগ্য কর্মীদের উপরেই ভরসা বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

হাওড়া পুরসভার ৬৮টি ওয়ার্ডে প্রার্থী হতে বিজেপির অন্দরে জোর তৎপরতা। জেলা ও রাজ্য দফতরে জমা পড়ছে একের পর এক বায়োডাটা। তবে আবেদনকারীর সংখ্যা নয়, জয়ের সম্ভাবনা ও সাংগঠনিক দক্ষতাকেই প্রার্থী বাছাইয়ের মাপকাঠি করতে চাইছে দল। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরদের বদলে দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মী ও এলাকায় পরিচিত মুখদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী জেলা নেতৃত্ব। সোমবারের সাংগঠনিক বৈঠকে পুরভোটের ইনচার্জ রাহুল সিনহার উপস্থিতিতে প্রার্থী বাছাই নিয়ে আলোচনা হয়। ১৩টি মণ্ডলের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা তৈরির পরিকল্পনা হয়েছে।

উত্তর হাওড়ার অবাঙালি অধ্যুষিত ওয়ার্ডগুলিতে প্রার্থী হওয়ার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। আগামী ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে জেলা বিজেপি।

ধর্ষণে জড়িত বড় মাথাকে বাঁচাতেই কি এনকাউন্টার ?

প্রশ্ন তুললেন এআইসিসি পর্যবেক্ষক

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

হাওড়া সদর কংগ্রেসের ডাকা মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকে গাইঘাটায় পুলিশের এনকাউন্টার থেকে শুরু করে বিজেপি-আরএসএসকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। এআইসিসি পর্যবেক্ষক মাকসুদ খানের বক্তব্য, ক্ষ্মযদি অভিযুক্ত পুলিশের হাতিয়ার নিয়ে পালায়, তাহলে সেটা পুলিশেরই ব্যর্থতা। পুলিশ কিছু ধামাচাপা দিতে চাইছে। ওই ধর্ষণের ঘটনায় আরও লোক জড়িত ছিল, যাদের নাম পুলিশ চাপা দিতে চায়।ক্ষ্ম তাঁর আরও দাবি, ক্ষ্মপুরো ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত। ধর্ষণে কারা কারা জড়িত, আদালত তাকে সাজা দিত।ক্ষ্ম এর পাশাপাশি বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে তাঁর আরও দাবি, ক্ষ্মএই দেশে নির্বাচন না হোক, সেটাই বিজেপি চায়। বিজেপি চায় বিরোধীরা ভোট বয়কট করুক, আর ওরা এমন নিয়ম আনুক যাতে দেশে আর কখনও নির্বাচন না হয়। ওরা চায় পুরো সিস্টেম একজনের হাতে থাকুক।ক্ষ্ম কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ক্ষ্মআমরা নির্বাচন লড়ব। বিজেপিকে আমরা কোনও সুযোগ দেব না যাতে ওরা গণতন্ত্রকে শেষ করে দেয়। বিজেপি চায় গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাক, আর ওরা নিজেরাই সরকার বানিয়ে নেবে। বিজেপি এই দেশের জন্য ক্যান্সার। আমরা বিজেপির কোনও উদ্দেশ্যই সফল হতে দেব না।

অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত ফার্নিচারের দোকান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারী

গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমানের মেমারী শহরের একটি ফার্নিচারের দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।

আকস্মিক এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দোকানটির বহু মূল্যবান আসবাবপত্র ও সামগ্রী। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,সোমবার গভীর রাতে মেমারীর 'মায়ের কোলপাড়া' এলাকায় অবস্থিত ওই ফার্নিচারের দোকানটিতে হঠাৎই দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয় এবং দোকানের ভেতরে থাকা কাঠ ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়

লোকজন প্রথমে আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করেন এবং নিজেদের উদ্যোগে জল ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন।

পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনী ও স্থানীয় থানায়।মকলের তৎপরতা ও বর্তমান পরিস্থিতি

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়।

আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মাশুল

সরশুনায় অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি পরাল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

সভ্য সমাজের বুকে আদিম ও মধ্যযুগীয় কায়দায় বিচারসভা বসানোর প্রবণতা যে এ রাজ্যে কতটা বিপজ্জনক আকার ধারণ করছে, দক্ষিণ কলকাতার সরশুনার ঘটনা তা আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এক তরুণ ও তাঁর পরিবারকে বিবস্ত্র করে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানোর চরম নারকীয় ও আইনহীন আচরণের জেরে নড়েচড়ে বসেছে লালবাজার। মঙ্গলবারের ভোরেই মূল অভিযুক্তদের কোমরে দড়ি বেঁধে এবং অপরাধের এলাকায় নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ প্রশাসন। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে প্রেম বা সম্পর্কের জেরে গণ-আদালত বসানোর এই সামাজিক ব্যাধি রুখতে প্রশাসনের এই কড়া অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার, সরশুনা থানার অন্তর্গত ক্ষুদিরাম পল্লি এলাকায়। পুলিশি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এক যুবক তাঁর নাবালিকা বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে ওই এলাকায় যান। কিন্তু তাঁদের দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলার অজুহাত দিয়ে নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে যুবকের বাবাকে সেখানে ডেকে পাঠানো হয়। এরপরই শুরু হয় আসল বর্বরতা। যুবক, তাঁর বাবা এবং তাঁর এক বন্ধুকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে শুধু অকথ্য গালিগালাজ বা কাঁচের বোতল দিয়ে রক্তাক্ত মারধরই করা হয়নি, তাঁদের সর্বাঙ্গ থেকে পোশাক কেড়ে নিয়ে নগ্ন অবস্থায় সর্বসমক্ষে রাস্তায় হাঁটানো হয়। এই মধ্যযুগীয় হিংস্রতা প্রমাণ করে যে সামাজিক অনুশাসন ও নীতিকথার নামে একদল মানুষ কীভাবে আধুনিক সমাজব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার এই চরম অবনতি রুখতে কলকাতা পুলিশ অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপ করেছে। মঙ্গলবার ধৃত প্রদীপ সরকার এবং রাহুল বর্মনকে হাফপ্যান্ট পরিহিত এবং কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এলাকায় ঘোরানো হয়। সরশুনা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে পুরো অপরাধের পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছে, যাতে আদালতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অকাট্য তথ্যপ্রমাণ পেশ করা যায়। তদন্তের গতিপ্রকৃতি ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা নাম গোপন রাখার শর্তে স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই ঘটনায় প্রয়োজনে ধৃতদের ফের ঘটনাস্থলে এনে পুনর্নির্মাণ করা হতে পারে এবং তাঁদের মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রশাসনের এই ‘কোমরে দড়ি’ পরানোর বার্তাটি অত্যন্ত জরুরি ছিল। যখন কিছু মানুষ ব্যক্তিগত নৈতিকতার দোহাই দিয়ে প্রকাশ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয় এবং কাউকে হেনস্থা করার অধিকার নিজেদের আছে বলে মনে করে, তখন রাষ্ট্রের এই কড়া জবাবই সমাজের বুকে আইনের শাসনকে টিকিয়ে রাখে। সরশুনার এই ঘটনা কেবল একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়, এটি আধুনিক মননের অবক্ষয় এবং সুস্থ নাগরিক সমাজের সুরক্ষার ওপর একটি বড় আঘাত। পুলিশি তৎপরতা প্রশংসনীয় হলেও, আগামী দিনে এই ধরণের গণআদালত সংস্কৃতি পুরোপুরি উপড়ে ফেলাই হবে আসল চ্যালেঞ্জ।

গাইঘাটার পর দিলীপের কড়া বার্তা

আইন ভাঙলে পরিণতি বুঝতে হবে

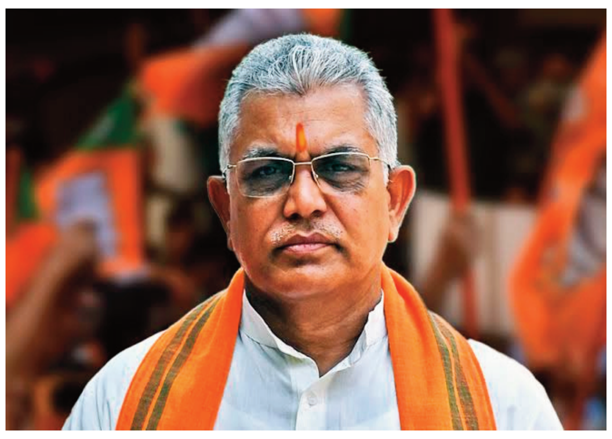

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

গাইঘাটায় ধর্ষণ-খুনের মামলায় অভিযুক্ত যুবকের পুলিশি গুলিতে মৃত্যুর পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নীতি নিয়ে ফের কড়া বার্তা দিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

তাঁর বক্তব্য, সাধারণ মানুষের পুলিশের উপর যে আস্থা নষ্ট হয়েছে, তা ফেরাতে প্রশাসনকে প্রয়োজনে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে সেই সঙ্গে সমাজে অপরাধের প্রবণতা কমানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন তিনি। মঙ্গলবার গাইঘাটার ঘটনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেন, আইন সবার জন্য সমান। কেউ আইনের বাইরে গিয়ে অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, অবিচারের সামনে সবাইকে আনতে হবে। আইনের উপরে কেউ নেই।

কিন্তু কেউ যদি আইনকে অমান্য করে, তার সঙ্গে এ রকমই হবে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক দুর্বলতায় মানুষের মধ্যে পুলিশের প্রতি বিশ্বাস কমেছে। সেই পরিস্থিতি বদলাতে পুলিশের সামনে কঠিন দায়িত্ব রয়েছে। দিলীপের কথায়, অানুষ তাদের উপর ভরসা রাখতে ভুলে গিয়েছে। ভরসা ফিরিয়ে আনতে হলে পুলিশকে কিছু অপ্রিয় কাজ করতে হবে।দ গাইঘাটার ঘটনার আগে বারুইপুরেও একই ধরনের পুলিশি গুলিতে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনাতেও পুলিশের পদক্ষেপের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন দিলীপ। তাঁর বক্তব্য ছিল, অপরাধ দমনে পুলিশকে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দিতে হবে এবং সরকার পিছিয়ে যাবে না। গাইঘাটার ঘটনায় সেই অবস্থানই আরও এক বার সামনে এল। তবে শুধু কঠোর পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে অপরাধ কমানো সম্ভব নয় বলেও কার্যত স্বীকার করেছেন মন্ত্রী।

তাঁর মতে, অপরাধ ঠেকাতে সামাজিক পরিবেশ বদলানো এবং ন্যায়বিচারের বিশ্বাস তৈরি করা জরুরি।

দিলীপ বলেন, অদুটো জিনিসই করতে হবে; লোকে যাতে এ সব না করে, সে জন্য সমাজে সুবিচার ও সংস্কার আনতে হবে। পরিবেশ ঠিক করতে হবে। আর কী সাজা হবে, সেটা যেন উদাহরণ হিসেবে থাকে। গাইঘাটার ঘটনাকে ঘিরে অবশ্য প্রশ্নও উঠেছে।

মাঝরাতে অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণে যাওয়া এবং সেই সময় তাঁর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছল কী ভাবে, তা নিয়ে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন। মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ, নতুন সরকারের ‘কঠোর হাতে অপরাধ দমন’-এর বার্তার পাশাপাশি গাইঘাটার ঘটনা পুলিশি ক্ষমতা প্রয়োগের সীমা এবং তার প্রক্রিয়া নিয়েও নতুন বিতর্ক তৈরি করেছে। দিলীপের বক্তব্যে সরকারের অবস্থান আপাতত স্পষ্ট;অপরাধ দমনে কড়া পদক্ষেপের প্রশ্নে পিছিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত নেই।

শীর্ষ আদালতের কলেজিয়ামে বড় রদবদল

দক্ষিণ ভারতের গুরুদায়িত্বে কলকাতার তপোব্রত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

দেশের উচ্চতর বিচারব্যবস্থার শীর্ষস্তরে এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রশাসনিক রদবদলের হাওয়া। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের সাম্প্রতিকতম বৈঠকে দেশের চারটি রাজ্যের উচ্চ আদালতে নতুন দিশারি নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এই রদবদলের সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই কলকাতা হাইকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত। জাতীয় স্তরের এই আইনি পুনর্বিন্যাস কেবল বিচারবিভাগের রুটিন বদলি নয়, বরং বিভিন্ন রাজ্যের বিচারিক প্রশাসনে নতুন ভারসাম্য আনার এক সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ বলেই মনে করছে দিল্লির অলিন্দ। আইনজ্ঞদের মহলে এই পদোন্নতি অবশ্য আকস্মিক নয়। গত ১৯ জুন কলকাতা হাইকোর্টের ৪৪তম প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের অবসরের পর, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের নির্দেশে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এজলাস সামলেছেন তপোব্রত চক্রবর্তী।

গত ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁর সেই দায়িত্বভার পালনের ভঙ্গিই বুঝিয়ে দিয়েছিল, দেশের যেকোনো বড় রাজ্যের উচ্চ আদালতের শীর্ষ পদের জন্য তিনি অন্যতম যোগ্য দাবিদার। এই রদবদলের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও রয়েছে আরও তিনটি রাজ্য। কলেজিয়ামের সুপারিশ অনুযায়ী, পটনা হাইকোর্টের বিচারপতি সুধীর সিংকে উত্তরাখণ্ডের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, বর্তমানে গুজরাতে কর্মরত বিচারপতি মানস রঞ্জন পাঠককে সেখানেই স্থায়ী প্রধান বিচারপতি করার কথা বলা হয়েছে।

পাশাপাশি, তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি পি সাম কোশি আসছেন দিল্লির প্রধান বিচারপতি হয়ে।

কলকাতার বিচারালয়ের অলিন্দে এই রদবদলের সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর এন রবির উপস্থিতিতে বর্তমান প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে যখন শপথ নেন, তখন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস এবং পদস্থ আমলারা। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি ঘুগের দেওয়া একটি বার্তা আজ বিচারপতি চক্রবর্তীর বিদায়লগ্নে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

বিচারপতি ঘুগে সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বিচারালয়ের আধুনিকীকরণ ও বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, ক্ষ্ণনৈতিকতার সঙ্গে কোনও আপোস নয়। সাধারণ মানুষকে বিচার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিকে বিচার ব্যবস্থায় সরলভাবে কাজে লাগাতে হবে।

ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে মামলা পিছোতে পারে কলকাতা-হাওড়ার পুরভোট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোটের নির্ধারিত সময়সূচি নিয়ে তৈরি হল নতুন অনিশ্চয়তা। ২৮ নভেম্বর ভোট করার যে প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, তা আপাতত কার্যকর হচ্ছে না বলেই রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়েরের উদ্যোগই এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। পুরভোটের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ভোটের অন্তত ৩০ দিন আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয়। ২৮ নভেম্বর ভোট হলে মঙ্গলবারের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। ফলে ওই তারিখে ভোট হওয়া কার্যত কঠিন হয়ে পড়েছে। এর পিছনে আরও একটি প্রশাসনিক বিষয় রয়েছে। পুরভোটের দিনক্ষণ নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারির আগে রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে। কিন্তু সোমবার পর্যন্ত সরকারি দফতরগুলিতে পুজোর ছুটি থাকায় সেই প্রক্রিয়াও এগোয়নি। এর মধ্যেই কলকাতার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে আইনি প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে এ বিষয়ে আবেদন করার অনুমতি দিয়েছে অবকাশকালীন বেঞ্চ। বিচারপতি আর্য দত্তের বেঞ্চে বিষয়টি উঠেছে বলে সূত্রের খবর।

পুরসভার সীমানা ও ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে মামলা চলতে থাকলে ভোটের প্রস্তুতিতে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনাই স্বাভাবিক।

প্রাথমিক পরিকল্পনায় কলকাতা ও হাওড়ার পাশাপাশি বালি, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, ধূপগুড়ি, কালিম্পং ও দার্জিলিং-সহ একাধিক পুরসভার ভোট নভেম্বরের শেষ দিকে করার কথা ছিল। এখন সেই তালিকাতেও কাটছাঁটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমকে ঘিরেই ভোটের প্রস্তুতি এগোনোর কথা ভাবা হচ্ছে। কয়েকটি পুরসভার ভোট এই পর্ব থেকে বাদ পড়তে পারে। অর্থাৎ, বিষয়টি শুধু কয়েক দিনের প্রশাসনিক দেরি নয়। কলকাতার ওয়ার্ড বিন্যাস নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ শেষ পর্যন্ত পুরভোটের গোটা সময়সূচিকেই নতুন করে সাজানোর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। এখন নজর আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নতুন ঘোষণার দিকে।

চোরবাগান ট্র্যাজেডির তদন্তে এবার সিসিটিভি বিভ্রাটের ছায়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

উৎসবের আলো যখন ১৯টি তরতাজা প্রাণ কেড়ে নিয়ে শোকের অন্ধকারে তলিয়ে যায়, তখন সুবিচারের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায় প্রযুক্তির চোখ। কিন্তু চোরবাগান সর্বজনীন পুজোমণ্ডপের সেই মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তে এবার বড়সড় ধাক্কা খেল লালবাজার। মণ্ডপ ও তার সংলগ্ন এলাকার জন্য বসানো ৩২টি সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্যে ঠিক অর্ধেক, অর্থাৎ ১৬টি ক্যামেরার ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার হঠাৎই অকেজো হয়ে পড়েছে। লালবাজারের গোয়েন্দারা যাকে স্রেফ ‘যান্ত্রিক ত্রুটি’ বলে চিহ্নিত করছেন, নাগরিক মহলে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দানা বাঁধতে শুরু করেছে নানা প্রশ্ন। ১৯ জনের মৃত্যু এবং ২৫ জনের গুরুতর জখম হওয়ার এই বিপুল দায় কি তবে স্রেফ একটি যন্ত্রের বিকলতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে? তদন্তকারীদের একটি বড় অংশের মতে, বিপর্যয়ের সঠিক কারণ জানতে এবং পুজো উদ্যোক্তাদের গাফিলতি প্রমাণ করতে এই সিসিটিভি ফুটেজ ছিল তুরুপের তাস। বিশেষ করে ঘটনার দিন প্রবল বর্ষণের মধ্যে মাইকে ‘মণ্ডপ ভেঙে পড়ছে’ বলে যে আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল, তার সঙ্গে পদপিষ্ট হওয়ার সঠিক মুহূর্তটি মিলিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি ছিল। যদিও লালবাজারের শীর্ষ কর্তারা এই ডিজিটাল জটিলতা নিয়ে আশাবাদী। গোয়েন্দা বিভাগের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই কারিগরি বিভ্রাট প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানিয়েছেন, ক্ষ্ণসিসিটিভি সিভিআর ম্যালফাংশন অর্থাৎ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ওই ১৬টির ফুটেজ উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে কলকাতা পুলিশের কাছে এমন ত্রুটিপূর্ণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে তথ্য উদ্ধার করার বন্দোবস্ত রয়েছে। এই ১৬টি ক্যামেরার ফুটেজ দ্রুতই ডিভিআর থেকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব হবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় কোষাধ্যক্ষ সঞ্জীব রাহা ও ঘোষণাকারী কুশল মজুমদার সহ মোট নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পেতে প্রায় ৬০ জন প্রত্যক্ষদর্শী, সিভিক ভলান্টিয়ার ও কর্তব্যরত ১২ জন পুলিশকর্মীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। লালবাজারে তলব করা হয়েছে পুজো মণ্ডপের শিল্পীকেও। কিন্তু আসল প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। যখন কোনো বড় মণ্ডপ লাখো মানুষের ঢল সামলানোর অনুমতি পায়, তখন তাদের নিরাপত্তা পরিকাঠামোর অডিট কীভাবে হয়? একটি মাত্র ডিভিআর বিকল হলেই যদি তদন্তের অর্ধেক চোখ অন্ধ হয়ে যায়, তবে উৎসবের কলকাতায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার গ্যারান্টি ঠিক কোথায়? আধুনিক প্রযুক্তির এই সাময়িক ‘অন্ধত্ব’ আগামী দিনে আদালতের আইনি লড়াইয়ে অভিযুক্তদের বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেবে কি না, এখন সেটাই সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কারণ।

পুজোর বিজ্ঞাপন সরাতে সময়সীমা

না মানলে খরচের সঙ্গে তিন গুণ জরিমানা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

দুর্গাপুজো শেষ। এ বার শহরকে ফের স্বাভাবিক চেহারায় ফেরাতে মাঠে নামছে কলকাতা পুরসভা। পুজো উপলক্ষে রাস্তার ধারে লাগানো ব্যানার, ফ্লেক্স, হোর্ডিংয়ের পাশাপাশি সেগুলি ধরে রাখার বাঁশ-কাঠের কাঠামোও আগামী বুধবারের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। পুরসভার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বিজ্ঞাপন থেকে গেলে সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটি বা বিজ্ঞাপন সংস্থার বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুরসভা সূত্রের খবর, সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা উদ্যোক্তারা নিজেদের বিজ্ঞাপন না খুললে পুরসভা নিজেই তা সরিয়ে দেবে। সেই কাজের পুরো খরচ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় করা হবে। তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনের নির্ধারিত হারের তিন গুণ পর্যন্ত জরিমানাও হতে পারে। পুরসভার এই অবস্থানের পিছনে এ বার অন্য একটি সুবিধাও রয়েছে। পুজোর আগে বিজ্ঞাপন বসানোর জন্য পুজো কমিটিগুলির এনওসি নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ফলে শহরের কোথায়, কোন সংস্থা বা কমিটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার নথি পুরসভার হাতে রয়েছে। অর্থাৎ বেআইনি ভাবে বা নির্ধারিত সময়ের পরে বিজ্ঞাপন রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রে দায় এড়ানোর সুযোগ কম। পুরসভা সূত্রের বক্তব্য, “নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপন সরানো না হলে পুরসভা ব্যবস্থা নেবে। সরানোর খরচ সংশ্লিষ্টদেরই দিতে হবে।” ইতিমধ্যেই মানিকতলা, খান্না, শ্যামবাজার, মৌলালি, ইএম বাইপাসের কয়েকটি অংশ, পাটুলি ও গড়িয়ার একাধিক জায়গায় ব্যানার এবং কাঠামো খোলার কাজ হয়েছে। তবে গোলপার্ক, ঢাকুরিয়া, টালিগঞ্জ, যাদবপুর ও বেহালার কয়েকটি ব্যস্ত এলাকায় এখনও বহু হোর্ডিং রয়েছে।

পুলিশ আক্রান্ত হলে কী পথ খোলা?

গাইঘাটা-কাণ্ডে শমীকের নিশানায় তৃণমূলের অতীত শাসন

গাইঘাটায় একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্তের পুলিশি গুলিতে মৃত্যুকে ঘিরে যখন রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে, তখন পুলিশের আত্মরক্ষার অধিকার নিয়ে সরব হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে তিনি গাইঘাটার ঘটনাকে ‘এনকাউন্টার’ বলে চিহ্নিত করতে না চাইলেও পুলিশের উপর হামলার পরিস্থিতিতে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারকে সমর্থন করেন। শমীকের প্রশ্ন, অপুলিশ যদি বারবার আক্রান্ত হয়, তাদের সামনে কী পথ খোলা?দ তাঁর বক্তব্য, অভিযুক্তেরা পুলিশকে আক্রমণ করলে বা অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে আইনরক্ষীদের আত্মরক্ষার প্রশ্নটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। গাইঘাটার পাশাপাশি বারুইপুরের ঘটনাও টেনে তিনি বর্তমান সরকারের অপরাধ দমনের কঠোর অবস্থানের পক্ষে সওয়াল করেন। তবে পুলিশের প্রসঙ্গ থেকেই এ দিনের সাংবাদিক বৈঠক ঘুরে যায় তৃণমূলের দীর্ঘ শাসনের দিকে। প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে শমীকের অভিযোগ, অমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন প্রশাসনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ।দ তাঁর দাবি, সেই সময়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক প্রভাব এতটাই বেড়েছিল যে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

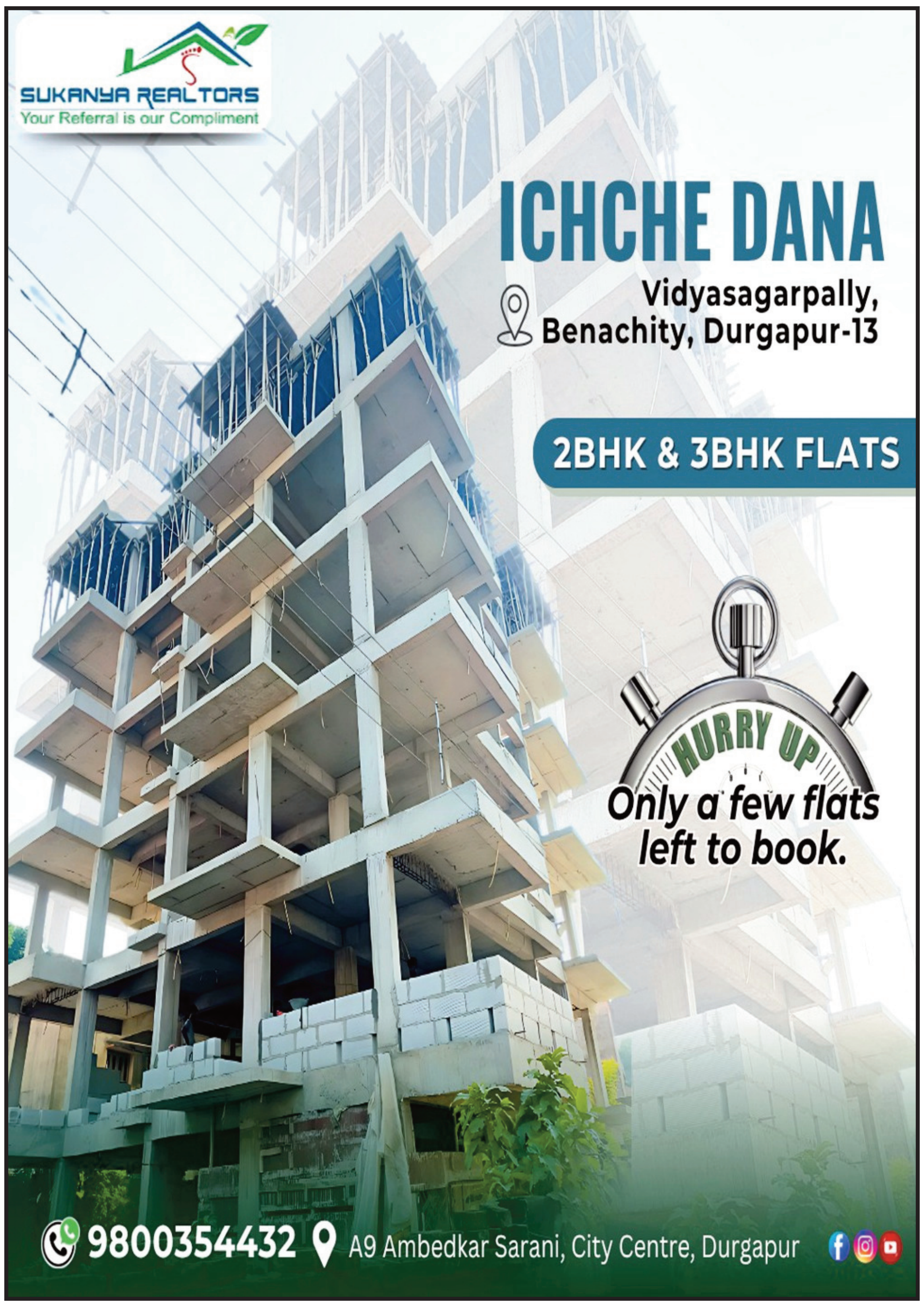

SUKANYA REALTORS
Your Referral is our Compliment
ICHCHE DANA
Vidyasagarpally,
Benachity, Durgapur-13
2BHK & 3BHK FLATS
HURRY UP
Only a few flats left to book.
9800354432
A9 Ambedkar Sarani, City Centre, Durgapur

১৬ লক্ষ নাম নিয়ে আপত্তি

অনুমোদন কার-সুপ্রিম কোর্টে অবস্থান জানাল কমিশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ১৬ লক্ষের বেশি আপত্তি জমা পড়ার ঘটনায় এবার নিজেদের অবস্থান সুপ্রিম কোর্টে স্পষ্ট করল নির্বাচন কমিশন। এই বিপুল সংখ্যক আপিলের জন্য দিল্লি থেকে আলাদা করে কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলেই কমিশনের বক্তব্য। রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকদের হাতে থাকা আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করেই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়া হলফনামায় জানানো হয়েছে। সোমবার আদালতে দেওয়া ওই হলফনামায় কমিশন জানিয়েছে, গত ২২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে তাদের কাছে বিষয়টি জানানো হয়। সেখানে বলা হয়েছিল, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করে যে আপিলগুলি করা হয়েছে, সেগুলি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে দেওয়া ক্ষমতার ভিত্তিতেই করেছেন। প্রতিটি আপিলের জন্য কমিশনের পৃথক অনুমোদন নেওয়ার কোনও প্রক্রিয়া হয়নি। এই অবস্থানের পক্ষে কমিশন এ বছর ১ এবং ৬ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশের কথাও জানিয়েছে। ‘মোস্তারি বানু বনাম নির্বাচন কমিশন’ মামলায় শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করেছিল, কোনও ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেমন আপিল করতে পারেন, তেমনই কোনও নাম তালিকায় ঢোকার বিরুদ্ধেও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের আপিল করার সুযোগ রয়েছে। তবে এমন ক্ষেত্রে নথি যাচাই এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়ার নির্দেশও ছিল। তবু প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়। কমিশনের একাধিক সিদ্ধান্ত একক ভাবে নেওয়া হয়েছিল;এই অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছে, সেখানেই জানতে চাওয়া হয়েছে, ১৬.১০ লক্ষ আপিলের ক্ষেত্রে ঠিক কোন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সেই সিদ্ধান্তের নথি কোথায়।

অর্থাৎ, ক্ষমতা ছিল কি না, তার পাশাপাশি সেই ক্ষমতা প্রয়োগের প্রশাসনিক প্রক্রিয়াও এখন বিচারাধীন প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এ এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৮.৩ লক্ষ আপিল সামনে এসেছে। তালিকা থেকে বাদ যাওয়া প্রায় ২২.২১ লক্ষ মানুষ ফের নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন করেছেন। বিপরীতে, প্রায় ১৬.১০ লক্ষ আপিলের লক্ষ্য নতুন নাম অন্তর্ভুক্তি ঠেকানো। এই বিপুল মামলা ট্রাইব্যুনালগুলির উপর চাপ বাড়াচ্ছে। ফলে শুধু নাম বাদ বা যোগ হওয়ার প্রশ্ন নয়, এসআইআর-এর গোটা আপিল ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও আইনি ভিত্তি নিয়েও নতুন করে নজর পড়ছে।

জমিজট কাটছে ত্রিহানায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

আবহাওয়া অনুকূল থাকায় গাছে গাছে ধরেছে কমলা। ভালো লাভের আশায় দিন গুনছিলেন কালিম্পং জেলার গরুবাথান, জলপাইগুড়ির মেটেলির কমলাচাষিরা। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে বাঁদরের দল। কমলা পাকার আগেই দল বেঁধে বাগানে ঢুকে পড়ছে তারা। গাছের ডালে উঠে পাকা কমলা খাওয়ার পাশাপাশি ডাল ঝাঁকিয়ে কাঁচা ফল মাটিতে ফেলে নষ্ট করছে। এমন বাঁদরামিতে প্রায় এক হাজার বিঘা জমির কমলার চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ দিশেহারা চাষিদের। বন দপ্তর 'করার কিছুই নেই' বলে পাশ কাটিয়েছে। উদ্যানপালন দপ্তর বিমার চিন্তাভাবনা করছে। জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের সামসিং এলাকা ছাড়াও কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের সামসিং লোয়ার ঘুমটি, ভালুখোপ, আপার ঘুমটি, খোলাগাঁও, ভুজেলগাঁও, গুম্বা ডারা সহ অন্তত ২৫টি গ্রামের কমলা বাগানে বাঁদরের উপদ্রব গত কয়েকদিনে ব্যাপক আকার নিয়েছে। কয়েকশো বাঁদর বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে একের পর এক বাগানে হানা দিচ্ছে। কোথাও গাছে উঠে ফল খেয়ে নিচ্ছে, কোথাও আবার ডালপালা ঝাঁকিয়ে প্রচুর কাঁচা কমলা মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। মাটিতে পড়ে থাকা ফল বিক্রির উপযোগী থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রে গাছের ডালপালাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে কারণে আগামীদিনের ফলন নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে চাষিদের মধ্যে। সামসিংয়ের লোয়ার বস্তির কমলাচাষি রমেশ ছেত্রী বলেন, 'গত বছর বাঁদরের উপদ্রবে কমলার ক্ষতি হলেও কিছু ফল বিক্রি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এবার অধিকাংশ কমলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' আরেক চাষি প্রবীণ লামার কথায়, 'এভাবে ক্ষতির মুখে পড়লে অনেকেই হয়তো কমলা চাষে আগ্রহ হারাবেন।' বন দপ্তরকে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ চাষি গণেশ রাইয়ের। কালিম্পং বন বিভাগের এক আধিকারিক জানালেন, বাঁদরকে আটকানোর নির্দিষ্ট কোনও উপায় তাঁদের জানা নেই। জলপাইগুড়ির উদ্যানপালন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে কালিম্পংয়ের কমলা চাষ হয়। সেই দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, 'বাঁদরের উপদ্রবে ক্ষতির কথা শুনেছি। আগামী বছর থেকে চাষিদের ফসলের বিমার সুবিধা দেওয়া যায় কি না, তা দেখা হচ্ছে।'

মন্দির কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব বিজেপিতে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

মন্দির কমিটি গঠন নিয়ে এবার শাসকদল বিজেপির নেতা-কর্মীদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ। কমিটিতে জায়গা না পেয়ে দলের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন যুব নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনাকে ঘিরে সোমবার সকালে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তৃণমূল সরকারের পতনের পর গত দুই মাস আগে স্থানীয় ওই শিব মন্দিরের নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু বিজেপির স্থানীয় যুব নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, তাঁদের অন্ধকারে রেখে নিজেদের মতো করে দলের একাংশ কমিটি গঠন করেছে। সামনে মন্দির কমিটির তরফে রাসমেলা আয়োজিত হবে। সেই মেলা থেকে সুবিধা পেতে তরুণদের কেউ কেউ নতুন কমিটিতে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। বিজেপির যুব নেতা সঞ্জয় বিশ্বাস বলছেন, 'দুই মাস হল নতুন কমিটি হয়েছে। বলা হয়েছিল, মন্দির প্রাঙ্গণকে নেশামুক্ত করা হবে। কিন্তু আজ সকালে এসে দেখলাম, এখানে লোকজন নেশার আসর বসিয়েছে। সেজন্য নতুন, পুরোনো সকলকে নিয়ে কমিটি করব। কিন্তু বর্তমান কমিটি এখান থেকে চলে যেতে চাইছে না।' নতুন কমিটির সদস্য তথা বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সহ সভাপতি অমিতাভ সরকার বলছেন, 'রাসমেলা থেকে কয়েকজন সুবিধা পাওয়ার জন্য মন্দির কমিটিতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন। তৃণমূল আমলে কয়েকজন মেলার রাশ নিজেদের হাতে রেখে সুবিধা লুটেপুটে নিয়েছেন। তাই এলাকার মানুষকে সবটা জানিয়ে আমরা মন্দির কমিটি তৈরি করেছি।' নতুন মন্দির কমিটি তৈরির আগে এলাকায় সেই বিষয়টি নিয়ে মাইকিং করা হয়েছে বলেও ওই বিজেপি নেতা জানিয়েছেন। যদিও মেলা থেকে সুবিধা পাওয়ার বিষয় নেই বলে পালটা দাবি করেছেন সঞ্জয়। তিনি বলেন, 'এলাকার যাঁরা তরুণ রয়েছেন, তাঁরা সকলে নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকেন। মেলা থেকে কারও সুবিধা নেওয়ার বিষয় নেই।' তবে নতুন কমিটিতে রয়েছেন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আন্না সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'এখানে বিবাদের কোনও জায়গা নেই। এই কমিটিতে এলাকার তরুণদের থাকতে বলা হয়েছে। তাঁরা সকলে নতুন কমিটিতে আসার বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেছেন।' যদিও কমিটি নিয়ে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উপপ্রধানের দাবিকে নস্যাৎ করে সঞ্জয় বিশ্বাস বলছেন, 'পুরো কমিটি নতুন করে তৈরি করার কথা বলেছি। যা হয়নি।'

বাড়ছে বাজির স্টলের সংখ্যা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

নতুন সরকারের আমলে শিলিগুড়িতে আতশবাজির স্টলের সংখ্যা এক ধাক্কায় প্রায় ৩২টি বেড়ে গেল।

এতদিন কাওয়াখালির মাঠে যেখানে ৫০টি করে স্টল হত, এবার সেখানে ৮২টি স্টল হবে। তবে নবাগত বাজি ব্যবসায়ীদের জন্য তুলনায় ছোট স্টল বরাদ্দ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এবছর অনেকে মেলায় আতশবাজি বিক্রির জন্য স্টল দেওয়ার আবেদন জানায়।

সেই মতো এ বছর প্রশাসনের তরফে স্টল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এ বছর কিছুটা দেরিতে মেলা শুরু হচ্ছে। কেননা, দুর্গাপুজোর জন্য রাজ্য সরকার কাওয়াখালির মাঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চ নির্মাণের কাঠামো সহ অন্যান্য সামগ্রী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সময় লাগে। সেই কারণে মেলার জন্য অস্থায়ী স্টল তৈরির কাজ শুরু করতে ঠিকাদার সংস্থা দেরিতে শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি আতশবাজি মেলা কমিটির সেক্রেটারি সুদীপ ভৌমিক বলেন, '৩০ অক্টোবর থেকে মেলা শুরু হবে।

তবে পুরোপুরিভাবে মেলা চালু হবে ২ নভেম্বর থেকে। যাঁরা নতুন ব্যবসায় এসেছেন, তাঁদের জন্য ছোট স্টল দেওয়া হবে। ২৮ অক্টোবর স্টল বিতরণের জন্য লটারির আয়োজন করা হবে।'

দুর্গোৎসবের পর কালীপুজোতেও ক্ষমতার রাশ বিজেপির হাতে!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

দুর্গোৎসবের পর এবার কালীপুজোতেও শিলিগুড়িতে ক্ষমতার পালাবদল ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ছবি স্পষ্ট। শিলিগুড়ি শহর এবং গ্রামীণ এলাকার একাধিক বিগ বাজেট ও নামী কালীপুজোগুলির পরিচালন সমিতির নিয়ন্ত্রণ চলে গেল বিজেপি নেতা ও তাঁদের অনুগামীদের হাতে। কোথাও পুরোনো কর্তারা স্বেচ্ছায় সরে গিয়েছেন, আবার কোথাও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের জেরে দায়িত্ব হাতবদল হয়েছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির অন্যতম বিগ বাজেটের কালীপুজো করে তরুণ সংঘ (টিএস)। গত বছর সাধারণ সদস্য থাকলেও এ বছর বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা এই পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন বাপি সাহাও। আয়োজকদের দাবি, পুরোনোরা স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ায় নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। একইভাবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি হিসেবে ফের নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি নান্টু পাল। যদিও তাঁর দাবি, তিনি আগেও ক্লাবের দায়িত্বে ছিলেন। তবে এই পরিবর্তনের জেরে দীর্ঘদিন দায়িত্বে থাকা বাবলু তালুকদার দায়িত্ব ছেড়েছেন। এছাড়া রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ, বিবেকানন্দ ক্লাব ও জিটিএস ক্লাবের পুজো কমিটিতেও রদবদল ঘটেছে। রামকৃষ্ণের সম্পাদক রাজু ঘোষ অবশ্য এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'যখন যে সরকার ক্ষমতায়, আমরা তখন তাদের।দ শহরসংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি নেতা সুমিত পাল ইতিমধ্যে তিনটি ক্লাবের পুজোর দায়িত্ব পেয়েছেন। এতদিন যে সমস্ত ক্লাবের নিয়ন্ত্রণ ডাবগ্রামের তৃণমূল নেত্রী সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায় বা সুভাষ ঘড়াইদের হাতে থাকত, এখন সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছেন বিজেপি নেতারা। পাশাপাশি, গ্রামীণ এলাকার ছবিটাও একই রকম। ফাঁসিদেওয়া থানার দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোর রাশও চলে গেছে বিজেপির হাতে। এ বছর এই পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিজেপির জালাস এলাকার মণ্ডল সভাপতি বিশ্বনাথ রায় এবং ওবিসি মোর্চার নেতা অনিল ঘোষ। অথচ গত বছর এই পুজোর পুরো দায়িত্বে ছিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা আখতার আলি, যাঁকে ভোটের ফলাফলের পর থেকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না বলেই খবর। অনিল ঘোষের দাবি, সবাই মিলে বড় করে পুজো হচ্ছে, এর মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই। পুজোয় ক্ষমতা দখল বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী স্পষ্ট জানিয়েছেন, পুজোগুলিতে ক্ষমতা দখলের কোনো ব্যাপার নেই। স্থানীয় স্তরে পুজোগুলির দায়িত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই বণ্টিত হয়ে থাকে এবং এতে রাজনীতির রঙ চড়ানো অনুচিত।

শহরবাসীকে সচেতন করতে পুলিশের ভরসাও 'রিল'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

কথায় আছে, 'কানে শোনার চেয়ে চোখে দেখা বিশ্বাসযোগ্য।' সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই প্রবাদকে হাতিয়ার করে শহরবাসীকে অপরাধ দমন ও আইন সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যোগী শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। রিয়েল লাইফের পুলিশকর্মীরাই এবার সচেতনতার বার্তা দিতে রিল লাইফে, অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায় অভিনয়ে নেমেছেন। একের পর এক ঘটা বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনাকে চিহ্নিত করে পুলিশকর্মীদের দিয়েই ছোট ছোট সচেতনতামূলক ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টিকে বাস্তবিক রূপ দিতে যে কর্মীরা ঘটনাগুলির তদন্ত করছেন, তাঁদের দিয়েই অভিনয় করানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুলিশ কমিশনারেটের নিজস্ব পেজ থেকে একাধিক ভিডিও ছাড়া হয়েছে, যা দেখে শহরবাসী প্রশংসাও করছেন। পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তার বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষের মনের একেবারে ভেতরে ঢুকে আমরা যাতে সচেতনতামূলক বার্তা দিতে পারি, তারজন্যই এই যাবতীয় উদ্যোগ।' বছরখানেক ধরে পুলিশ পরিচয়ে একটি বহিরাগত গ্যাং শহরের পথচলতি মানুষকে টার্গেট করে তাঁদের সোনা হাতিয়ে নিচ্ছে। চলতি মাসের শুরুতে ভক্তিনগর এলাকাতেও এক বৃদ্ধা এই প্রতারণার শিকার হন। এই ঘটনা থেকে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে প্রধাননগর থানার পুলিশকর্মী বিপ্লব রায় সহ অন্যরা একটি ভিডিও তৈরি করেছেন।

সেখানে বিপ্লব নিজে প্রতারকদের খপ্পরে পড়ার অভিনয় করে চক্রের আসল কাজের ধরন ফুটিয়ে তুলেছেন। ভিডিও শেষে বার্তা দেওয়া হয়েছে, 'পুলিশকর্মীরা কখনও পথ আটকান না, পথ দেখান।' পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ম ভাঙা নিয়েও একাধিক ভিডিও করা হয়েছে। হেলমেটবিহীন বাইক চালানো এবং মদ্যপ অবস্থায় ব্রেথ অ্যানালাইজারে ফুঁ দিলে কীভাবে মেশিনের রং পরিবর্তন হয়, তা আসল ভিডিওর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। সাইবার ক্রাইম নিয়েও ইতিমধ্যে একাধিক রিল বানিয়েছেন পুলিশকর্মীরা।

প্রতিমার অপেক্ষা ২০৫৮ সাল পর্যন্ত!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কিশনগঞ্জ

ভক্তের মনোবাসনা পূরণ হলে মন্দিরে আসে নতুন মৃন্ময়ী প্রতিমা। কিন্তু সেই প্রতিমার পুজোর পালা পেতে অপেক্ষা করতে হবে ২০৫৮ সাল পর্যন্ত। কিশনগঞ্জের লাইনপাড়ার বুড়ি কালী মন্দিরের এই রীতিই আলাদা পরিচয় দিয়েছে পুজোকে। এ বছর ১২৫ বছরে পড়ল মন্দিরের পুজো।কার্তিক মাসের অমাবস্যায় বার্ষিক পুজো উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রথমবার জেলা প্রশাসনের তদারকিতে হবে পুজোর আয়োজন। বিহার সরকারের পর্যটন দপ্তর প্যান্ডেল, সাজসজ্জা, ফুল, আলোকমালা ও অন্য খরচের জন্য লক্ষাধিক টাকা অনুদান ঘোষণা করেছে। সোমবার মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সিরাজ খুশরু মন্দির চত্বরের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং যাতায়াতের পথ খতিয়ে দেখেন। কমিটির সদস্যদেরও বিশেষ নির্দেশ দেন তাঁরা।

১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে দেবী দক্ষিণা কালী বুড়ি কালীমা রূপে পূজিতা হন। ভক্তদের বিশ্বাস, দেবী কল্পতরু, মনোবাসনা পূরণ করেন। সেই টানেই পুজোর রাতে জেলা ও ভিনরাজ্যের ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী প্রতি বছর একটি প্রতিমার পুজো হয়। প্রতি মাসের অমাবস্যার বিশেষ তিথিতে মন্দিরে পুজো হয়। বার্ষিক পুজোর আগের দিন ডক নদীতে পুরোনো প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে অমাবস্যার সন্ধ্যায় নতুন প্রতিমা বেদিতে স্থাপন করা হয়। মন্দিরে এখনও বলিদান প্রথা চালু রয়েছে। এবছরের পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সচিব ভিকি দাস।

১০৮টি মোষ উদ্ধার, ধৃত ৫

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফাঁসিদেওয়া

জাতীয় সড়ককে করিডর করে বিহার থেকে অসমে মোষ পাচারের বড়সড়ো ছক বানচাল করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত তিনটি পৃথক অভিযানে মোট ১০৮টি মোষ উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে একটি ট্রেলার থেকে ১৩টি মোষের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনটি গাড়ির চালক সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন মহানন্দা ব্যারেজ সংলগ্ন লালদাসজোত এলাকায় প্রথম অভিযান চালানো হয়। সেখানে অসম নম্বরের একটি গাড়ি আটক করে ১৭টি মোষ উদ্ধার করা হয়। পরিবহণের বৈধ নথি না থাকায় আবদুল বশির ও মণিরুল আলি নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আধ ঘণ্টা পর, রাত ৮টা নাগাদ ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মহম্মদ বক্স মোড়ে অসম নম্বরের আরও একটি গাড়ি থেকে ১৬টি মোষ উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় মঞ্জুর আলি ও মণিরুল ইসলাম নামে দুজনকে। দুটি গাড়িতেই চিপসের কার্টনের আড়ালে মোষগুলি লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মহম্মদ বক্স মোড়েই নাগাল্যান্ড নম্বরের একটি দশ চাকার ট্রেলারে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকে আরও ৭৫টি মোষ উদ্ধার হয়। ঠাসাঠাসি করে অমানবিক পরিস্থিতিতে পরিবহণের জেরে ১৩টি মোষের মৃত্যু হয়েছিল। আরও দুটি মোষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ট্রেলারের চালক হরিয়ানার মেওয়াতের বাসিন্দা প্রেম সিংকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, জীবিত মোষগুলিকে খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। মৃত মোষগুলির ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাচারে ব্যবহৃত গাড়িগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তিনটি পৃথক মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

মহাবীরস্থানে বন্ধ হতে চলেছে দুটি রেলগেট!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কিশনগঞ্জ

উড়ালপুল থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা মহাবীরস্থান ও হকার্স কর্নার এলাকার দুটি রেলগেট এবার পাকাপাকিভাবে বন্ধ করার পথে হাঁটল রেল। রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মীদের বেতন বাবদ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বোঝা কমাতে রেল বোর্ডের স্পষ্ট নির্দেশের পর নড়েচড়ে বসেছে কাটিহার ডিভিশন। রেলের এই সিদ্ধান্তের খবর সামনে আসতেই গভীর শঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছে মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী মহল ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে।

প্রায় দুই দশক আগে শহরের যান চলাচলে গতি আনতে টিকিয়াপাড়া মোড় থেকে মহাবীরস্থানের উপর দিয়ে হাসমি চক পর্যন্ত উড়ালপুল নির্মিত হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী উড়ালপুল তৈরির পর সংলগ্ন রেলগেট বন্ধ হওয়ার কথা থাকলেও তা এতদিন সচল রাখা হয়েছিল। রেলকর্তাদের দাবি, একটি রেলগেট পরিচালনার জন্য ২৪ ঘণ্টায় তিনজন কর্মী অর্থাৎ পাশাপাশি দুটি গেটের তিন শিফটে মোট ছ'জন কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন। মাসমাইনে বাবদ প্রতিমাসে দুই লক্ষের বেশি টাকা এবং আনুষঙ্গিক খরচ মিলিয়ে রেলের ওপর প্রতি বছর বড় অঙ্কের আর্থিক বোঝা চাপছে।

এই বাড়তি খরচ এড়াতে রেল বোর্ড কাটিহার ডিভিশনকে গেট দুটি দ্রুত বন্ধের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে শিবমন্দির ও ফুলেশ্বরীর গেট বন্ধ করা হয়েছে এবং উড়ালপুল সম্পন্ন হলে ঠাকুরনগরের গেটও বন্ধ হওয়ার কথা। কাটিহার ডিভিশনের আধিকারিকরা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শীঘ্রই এ বিষয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করবেন বলে জানা গিয়েছে। রেলগেট দুটি বন্ধ হয়ে গেলে আর্থিকভাবে চরম ক্ষতির মুখে পড়বেন এলাকার কয়েক হাজার ব্যবসায়ী ও তাঁদের পরিবার।

ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসের যানজট মেটাতে তৎপর প্রশাসন!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

ফুলেশ্বরী আন্ডারপাসকে ঘিরে তৈরি হওয়া তীব্র যানজট ও সংকীর্ণ রাস্তার সমস্যা মেটাতে এবার তৎপর হলো প্রশাসন। স্থায়ীভাবে রেলগেট বন্ধের বিরোধিতায় ব্যবসায়ীদের বনধ এবং সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের জেরে বিকল্প যাতায়াতের পথ খুঁজতে আসরে নেমেছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য প্রশাসন। রাস্তা চওড়া করা বা গাড়ি চলাচলের পৃথক পথ তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হলেও রেলের তরফে ফুট ওভারব্রিজের পরিকল্পনা থাকায় দুই পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানে পর্যটনমন্ত্রী, রেল ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের আলোচনার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

আন্ডারপাসের ভিতরের অংশ দুই দিকে যাওয়া-আসার জন্য পর্যাপ্ত প্রশস্ত না হওয়ায় সেখানে প্রতিনিয়ত ট্রাফিক জ্যাম ও তীব্র জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমান ব্যবস্থায় শুধু পথচারী নয়, গাড়ি চলাচলের বিষয়টিও চরম ব্যাহত হচ্ছে। সম্প্রতি স্থায়ীভাবে রেলগেট বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে বনধ এবং আন্দোলন সংঘটিত হয়। সাধারণ মানুষের এই ক্ষোভ ও যাতায়াতের সমস্যাকে সামনে রেখেই এবার স্থায়ী সমাধানের রূপরেখা তৈরি করতে চাইছে প্রশাসন। পরিস্থিতির মোকাবিলায় এসজেডিএ ইতিমধ্যেই রেলের কাছে আন্ডারপাস দিয়ে গাড়ি চলাচলের উপযোগী নতুন রাস্তার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। কাজটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় পুরো দায়িত্ব রেলের ওপরই ছাড়তে চাইছে এসজেডিএ। তবে কাটিহার ডিভিশনের রেল সূত্রে খবর, ওই ক্রসিংয়ে পথচারীদের জন্য একটি ফুট ওভারব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

কিন্তু শুধু ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ করলেই যে যাতায়াত বা যানজটের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'ফুট ওভারব্রিজ করে কতজন মানুষই আর পায়ে হেঁটে এপার থেকে ওপার যাতায়াত করবেন? সমস্যার খুব একটা সমাধান এতে হবে না।' বিকল্প ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে দ্রুত এসজেডিএ ও রেলের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা জানিয়েছেন তিনি। এদিকে আন্ডারপাসের এই বেহাল দশায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। ভারতনগরের বাসিন্দা প্রতীম বিশ্বাস জানিয়েছেন,

একটিমাত্র স্কুলবাস আন্ডারপাসে ঢুকলেই গোটা এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা পুরোপুরি থমকে যায়। এখনই কার্যকর বিকল্প ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে সংকট আরও মারাত্মক আকার ধারণ করবে। দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সমস্যার জট কাটে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে শিলিগুড়িবাসী।

লাইকের লোভে ঐতিহ্যের অমর্যাদা, কাঠগড়ায় পর্যটকদের বেপরোয়া আচরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গ্যাংটক

পাহাড়ের কোলে ইতিহাস ফিশফিশ করে কথা বলে। কিন্তু সেই শান্ত ফিশফিশানি শোনার সময় বা মানসিকতা কোথায় আজকের আধুনিক পর্যটকদের একাংশের? তাঁদের চাই স্রেফ একটা পারফেক্ট সেলফি বা ইনস্টাগ্রামের জন্য নজরকাড়া রিল। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক কুড়োনোর সেই সর্বনাশা নেশাতেই এবার সিকিমের ঐতিহাসিক রাবডেন্টসে প্যালেসের প্রাচীন দেওয়ালের ওপর রীতিমতো জুতো পায়ে দাপিয়ে বেড়ালেন একদল পর্যটক। সম্প্রতি এই ঘটনার কিছু ছবি ও ভিডিও সামনে আসতেই তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পরিবেশবিদ থেকে শুরু করে ইতিহাসপ্রেমীরা। পশ্চিম সিকিমের পেলিংয়ের কাছে অবস্থিত এই রাবডেন্টসে কোনও সাধারণ পিকনিক স্পট নয়। ১৬৭০ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে এটি ছিল স্বাধীন সিকিম সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। গোর্খাবাহিনীর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আজ শুধুই তার জরাজীর্ণ ভগ্নস্তূপ অবশিষ্ট রয়েছে। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে থাকা এই পবিত্র স্থানটি সিকিমের শত শত বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির নীরব সাক্ষী। কিন্তু ভাইরাল হওয়া দৃশ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে, ঐতিহ্যের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে পর্যটকরা সেই শতাব্দীপ্রাচীন দেওয়ালের ওপর দিব্যি বসে আড্ডা দিচ্ছেন, হেঁটে বেড়াচ্ছেন। এই চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ঐতিহাসিক স্থানগুলোর সুরক্ষা ও নজরদারি নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হল, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দেশজুড়েই ইদানীং 'টক্সিক ট্যুরিজম'-এর এক ভয়ংকর ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। পকেটে কিছু টাকা আর একটা দামি গাড়ি থাকলেই যেন প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের সব নিয়ম ভাঙার লাইসেন্স মিলে যায়! লাদাখের বিখ্যাত প্যাংগং হ্রদের কথাই ভাবুন। নীল জলের ওই পবিত্র ও অতিসংবেদনশীল হ্রদের একেবারে ধার ঘেঁষে গাড়ি চালানো, এমনকি জলের মধ্যে দামি এসইউভি নামিয়ে স্টান্ট দেখানোর ভিডিও দেখে এর আগে শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। লাদাখের মতো একটা ভঙ্গুর ইকো-সিস্টেমে এই ধরনের আচরণ কতটা মারাত্মক হতে পারে, তা ভাবারও অবকাশ নেই ওই 'রিল-সর্বস্ব' পর্যটকদের। এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে পাহাড়ের বুকে কানফাটানো শব্দ দূষণ। শহরের কোলাহল থেকে বাঁচতে পাহাড়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে উচ্চগ্রামে চটুল গান বাজানো, মদ্যপান করে যত্রতত্র প্লাস্টিক আর কাচের বোতল ছুড়ে ফেলা- এসব তো এখন পর্যটনকেন্দ্রগুলোর রোজকার ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু আইন করে বা নোটিশ বোর্ড ঝুলিয়ে এই অসভ্যতা ঠেকানো সম্ভব নয়। জরিমানার অঙ্ক আরও কয়েকগুণ বাড়াতে হবে, দরকারে ব্ল্যাকলিস্ট করতে হবে নিয়মভাঙা পর্যটকদের। হেরিটেজ সাইট বা নৈসর্গিক স্থানগুলো আমাদের অমূল্য সম্পদ, সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড নয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রশাসনের কড়া চাবুকের পাশাপাশি পর্যটকদের নিজেদের মানসিকতায় বদল আনাটা আজ সবচেয়ে বেশি জরুরি। তা না হলে সেলফির চক্করে একদিন ইতিহাস আর প্রকৃতি, দুই-ই চিরতরে হারিয়ে যাবে।

দার্জিলিংয়ের রাস্তায় ফের আতঙ্ক

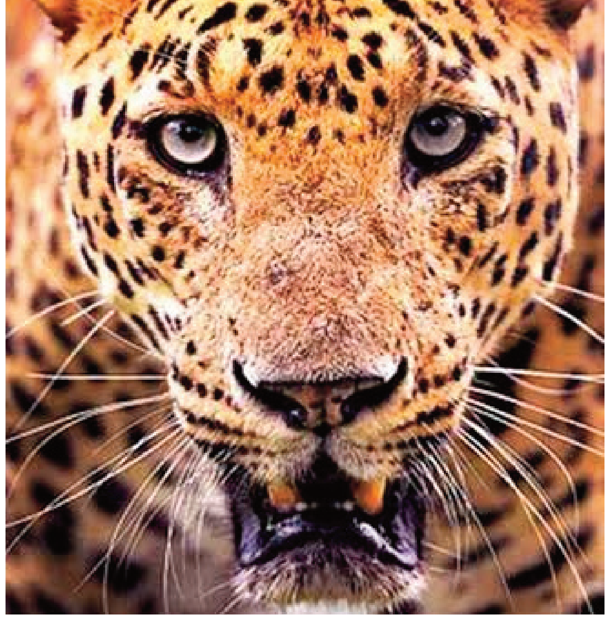

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দার্জিলিং

দার্জিলিংয়ের ব্যস্ত রাস্তায় ফের দেখা মিলল চিতাবাঘের। রবিবার সন্ধ্যায় তিনমাইল এলাকায় পেশক রোড দিয়ে বাইকে করে আসার সময় রাস্তার ধারে থাকা একটি চিতাবাঘকে ক্যামেরাবন্দি করেন এক ব্যক্তি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও আপলোড করতেই মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। গতমাসেই এই জায়গায় চিতাবাঘের দেখা পাওয়া গিয়েছিল। পুজোর ছুটিতে দার্জিলিংয়ে এখন থিকথিক করছে পর্যটকদের ভিড়ে। এইসময় চিতাবাঘের দেখা মেলায় স্থানীয়দের পাশাপাশি আতঙ্ক ছড়িয়েছে পর্যটকদের মধ্যেও। পর্যটনের মরশুমে কালিম্পং, দার্জিলিং, সিকিমে যাওয়ার জন্য তিনমাইল এলাকার পেশক রোড রুটটি ব্যবহার করা হয়। প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। স্থানীয়দের বক্তব্য, গতমাসেও এই জায়গায় চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল। ব্যস্ত এই রাস্তায় মাঝেমধ্যেই এই বুনোর দেখা মেলায় যানচালকদের সতর্কভাবে গাড়ি চালানোর আবেদন করা হয়েছে বন দপ্তরের তরফে। পর্যটকদের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীরও যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে নজর রাখছেন দার্জিলিং বন বিভাগের কর্মীরা। এলাকায় চিতাবাঘ দেখা গেলে দ্রুত বন বিভাগে ফোন করে জানানোর কথা মাইকিং করে জানানো হচ্ছে।

বক্সার লক্ষ্মী এখন রাইমোনার দস্যি

জিনাতের স্মৃতি ফেরাচ্ছে বিটিআর টিএফ-১

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আলিপুরদুয়ার

গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিহারের বাল্মীকি থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নতুন আস্তানায় এসেছিল বিটিআর টিএফ-১। গত প্রায় তিন সপ্তাহে নতুন পরিবেশের সঙ্গে অনেকটাই মানিয়ে নেওয়া শুরু করেছিল বছর তিনেকের ওই বাঘিনী। তিন সপ্তাহ বক্সার জঙ্গলের ভেতরেই থেকেছে সে। জঙ্গলের পথে ঘুরলেও বক্সার প্রায় ৭০টি বনবস্তির মধ্যে কোথাও হানা দেয়নি। তবে অসমের হাওয়া লাগতেই চাল বদলে গিয়েছে বিটিআর টিএফ-১-এর। বক্সায় 'লক্ষ্মী' হয়ে থাকলেও অসমের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানে ওই বাঘিনী এখন 'দস্যি মেয়ে'। রাইমোনা জঙ্গলের সীমানা লাগোয়া রাজেন্দ্রপুর নামে একটি গ্রামে আস্তানা গেড়েছে ওই বাঘিনী। এমনকি গ্রামের দুটো শুয়োরও শিকার করেছে। গ্রামবাসীরা এ নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কে। রাইমোনা জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে মাইকে প্রচার শুরু করেছে। বাঘিনীর পাহারায় পাঠানো হয়েছে প্রচুর বনকর্মীকে। এদিকে রাজ্য বন দপ্তরের বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঘিনীর ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার বিষয়টি। এদিন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'বাঘিনীর অবস্থানের ওপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে। আমাদের বিশেষজ্ঞ দল ইতিমধ্যেই অসমে গিয়েছে। খুব শীঘ্রই বাঘিনী যাতে আমাদের জঙ্গলে ফিরে আসে, সেই উদ্যোগ নেওয়া হবে।' তবে বন দপ্তর সূত্রে খবর, এখনই বাঘিনীকে ঘুমপাড়ানি গুলি করার কথা ভাবা হচ্ছে না। বাঘিনী রাইমোনা থেকে আবার বক্সায় ফিরে আসে কি না, তার অপেক্ষা করা হবে কয়েকদিন। বাঘিনী নিজের মতো পরিবেশ চিনছে, জঙ্গলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিচ্ছে কি না, সেটা দেখা হচ্ছে। তবে আপাতত লোকালয় থেকে ওই বাঘিনীকে জঙ্গলে ফেরানো বড় কাজ। চারদিন আগে অসম-বাংলার সীমানায় থাকা সংকোশ নদী পার হয়ে বক্সার বাঘিনী রাইমোনায় প্রবেশ করে। প্রথমে রাইমোনা পশ্চিম রেঞ্জের সীমানায় ঘুরে রবিবার সে রাইমোনা সেন্ট্রাল রেঞ্জের জঙ্গলে প্রবেশ করে। জঙ্গলে ঘুরে প্রথমে সরাইবিল নামে একটি গ্রামে যায়। এরপর ঢুকে পড়ে রাজেন্দ্রপুরে। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প ও রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের বনকর্তারা ছাড়াও ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটের আধিকারিকরাও বাঘিনীর ওপর নজরদারি চালাচ্ছেন। একটি মনিটরিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে। রাইমোনা পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার জ্ঞানলাল বসুমাতারির কথায়, 'বাঘিনী রাজেন্দ্রপুর গ্রামে দুটো শুয়োর শিকার করেছে বলে খবর এসেছে। ড্রোনের মাধ্যমে বাঘিনীর ছবিও দেখা গিয়েছে। বনকর্মীরা সব সময় নজরে রাখছেন।' সোমবার রাজেন্দ্রপুরে একটি বাঁশবাগানে অনেকক্ষণ ওই বাঘিনী ছিল। ওই গ্রামের বাসিন্দা দায়মালু নার্জারির কথায়, 'রাইমোনা জঙ্গলে বাঘ রয়েছে, তবে কখনও গ্রামে আসেনি। এই প্রথম আমাদের গ্রামে বাঘ আসায় সবাই আতঙ্কে। মানুষ বাড়ি থেকে কম বের হচ্ছে। দ্রুত বাঘ জঙ্গলে ফিরে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।' বক্সার রয়েল বেঙ্গল টাইগার কি নিজেই ঘরে ফিরবে? নাকি তাকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে ফিরিয়ে আনতে হবে, সেই চর্চা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে জিনাতের স্মৃতি। বাঘিনী জিনাতের জন্ম মহারাষ্ট্রের তাডোবা-আন্ধারি ব্যাঘ্র-প্রকল্পে। ব্যাঘ্রকুলের জিনগত বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার জন্য ২০২৪ সালের নভেম্বরে সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয়েছিল ওড়িশার সিমলিপাল ব্যাঘ্র-প্রকল্পে। কিন্তু এক মাস পরেই ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে জঙ্গলমহলে চলে এসেছিল সে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া- তিন জেলায় ঘুরেছিল ওই বাঘিনী।

তাকে কাবু করা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সুরক্ষিত রাখা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বন দপ্তর ও প্রশাসনের। এই রাজ্যেই ৯ দিনের অপারেশন চলে বন দপ্তরের। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের তিন শতাধিক বনকর্মী ও বনকর্তাকে মাঠে নামাতে হয়েছিল ওই বাঘিনীকে কাবু করতে। ২৯ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার গোঁসাইডিহিতে জিনাতকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করেন সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের একদল বনকর্মী। জিনাতের মতো অপারেশন বিটিআর টিএফ-১'এর জন্য করতে হবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

'চিকেনস নেকে'র আকাশ প্রহরায় ইজরায়েলি অ্যারোস্ট্যাট রাডার বসাল সেনা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি

চিন সীমান্ত সংলগ্ন 'চিকেনস নেক' অর্থাৎ 'শিলিগুড়ি করিডোর'-এর আকাশসীমা সুরক্ষায় বড় পদক্ষেপ নয়াদিল্লির। এস-৪০০ ডিফেন্স সিস্টেমের পর এবার মোতায়েন করা হল বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিরক্ষামূলক প্রযুক্তি। যা রীতিমতো ভয় ধরাবে চিন-পাকিস্তানের। একেবারে পাহাড় ভেদ করে চলবে শত্রুপক্ষের উপর নজরদারি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশলগত কারণেই 'চিকেনস নেক' অর্থাৎ 'শিলিগুড়ি করিডোর'-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমশ আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আকাশসীমা সুরক্ষায় মোতায়েন করা হল বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রতিরক্ষামূলক প্রযুক্তি 'ইজরায়েলি অ্যারোস্ট্যাট রাডার'। দুর্গম পাহাড় ঘেরা এলাকায় সাধারণ রাডার ভালোভাবে নজরদারি চালাতে পারে না। সেখানে ইজরায়েলের আধুনিক অ্যারোস্ট্যাট রাডার আকাশের অনেক উঁচুতে বেলুনে ভেসে পাহাড়ের বাধা এড়িয়ে শত্রু পক্ষের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে সক্ষম। এটি খুবই কম উঁচু দিয়ে ধেয়ে আসা শত্রুপক্ষের ক্রুজ মিসাইল, স্টিলথ ড্রোন অথবা যুদ্ধবিমান অনেক দূরে থেকে নিখুঁতভাবে নজরে রাখতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, ইজরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ-এর তৈরি ৩-ডি রাডারটি প্রায় ৫০০ কিলোমিটার আকাশসীমায় নজরদারি চালাতে সক্ষম। ইতিমধ্যে 'চিকেনস নেক' ঘিরে যে নয়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে সেখানে নতুন ডিজাইনের বেড়ায় ঢেকেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা। আধুনিক বেড়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শক্তিশালী নজরদারি ক্যামেরা এবং উন্নত এরিয়া ডমিনেশন ব্যবস্থা। সীমান্তের পাতা পড়লেও এখন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) নজরে আসবে। সেই সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল করা হয়েছে এস-৪০০ ডিফেন্স সিস্টেম। রাশিয়া থেকে কেনা সারফেস টু এয়ার মিসাইলও প্রস্তুত রাখা হয়েছে সীমান্ত এলাকায়। এছাড়াও ২২ কিলোমিটার প্রশস্ত 'চিকেনস নেক' রক্ষায় বাংলাদেশ সীমান্তের পাশে অসমের ধুবড়ি সংলগ্ন বামুনি, বিহারের কিশনগঞ্জ এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এলাকায় তিনটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে শত্রুপক্ষের কড়া জবাব দিতে সীমান্তে রণসজ্জায় সজ্জিত ভারতীয় সেনা। চিকেনস নেক ঘিরে রয়েছে নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও চিন। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এলাকাটি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভারতকে দুর্বল করতে শিলিগুড়ি করিডরকেই পাখির চোখ করেছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। তিনটি দেশের সীমান্ত এক জায়গায় মিলিত হওয়ায় এই পথে যেমন অস্ত্রশস্ত্র, মাদক ও জাল নোট ভারতে পাচার করার ছক থাকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশি জঙ্গিদের। পাশাপাশি সীমান্তের ছিদ্রপথে সন্ত্রাসবাদীদের এদেশে প্রবেশের রাস্তা তৈরি করারও পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, চিন-পাকিস্তানের টার্গেটে রয়েছে চিকেনস নেক।

সেদিকে নজর রেখে ভারতীয় বিমান বাহিনী জরুরি অপারেশনাল সুবিধা বাড়াতে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের পাঁচটি পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপ অথবা বিমানঘাঁটি চালু করেছে নয়াদিল্লি। এছাড়াও মাটির তলায় প্রায় ৪০ কিলোমিটার স্ট্র্যাটেজিক রেল করিডর গড়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ওই আন্ডার গ্রাউন্ড রেললাইন উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে বাকি দেশের যোগাযোগ অটুট রাখবে।

চিন, বাংলাদেশ কোনওভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে টার্গেট করলে, মাটির তলায় রেলপথেও যুদ্ধের রসদ পাঠাতে পারবে ভারত। অর্থাৎ মাটির উপরে রেলপথ ক্ষতিগ্রস্ত হলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এবার চিন সীমান্ত সংলগ্ন করিডোরের নিরাপত্তা আরও বাড়াতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যারোস্ট্যাট রাডার প্রযুক্তি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

বাঁদরের হানায় কমলা গায়েব

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

জলপাইগুড়ি

আবহাওয়া অনুকূল থাকায় গাছে গাছে ধরেছে কমলা। ভালো লাভের আশায় দিন গুনছিলেন কালিম্পং জেলার গরুবাথান, জলপাইগুড়ির মেটেলির কমলাচাষিরা। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে বাঁদরের দল। কমলা পাকার আগেই দল বেঁধে বাগানে ঢুকে পড়ছে তারা। গাছের ডালে উঠে পাকা কমলা খাওয়ার পাশাপাশি ডাল ঝাঁকিয়ে কাঁচা ফল মাটিতে ফেলে নষ্ট করছে। এমন বাঁদরামিতে প্রায় এক হাজার বিঘা জমির কমলার চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ দিশেহারা চাষিদের। বন দপ্তর 'করার কিছুই নেই' বলে পাশ কাটিয়েছে। উদ্যানপালন দপ্তর বিমার চিন্তাভাবনা করছে। জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের সামসিং এলাকা ছাড়াও কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের সামসিং লোয়ার ঘুমটি, ভালুখোপ, আপার ঘুমটি, খোলাগাঁও, ভুজেলগাঁও, গুম্বা ডারা সহ অন্তত ২৫টি গ্রামের কমলা বাগানে বাঁদরের উপদ্রব গত কয়েকদিনে ব্যাপক আকার নিয়েছে। কয়েকশো বাঁদর বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে একের পর এক বাগানে হানা দিচ্ছে। কোথাও গাছে উঠে ফল খেয়ে নিচ্ছে, কোথাও আবার ডালপালা ঝাঁকিয়ে প্রচুর কাঁচা কমলা মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। মাটিতে পড়ে থাকা ফল বিক্রির উপযোগী থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রে গাছের ডালপালাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে কারণে আগামীদিনের ফলন নিয়েও আশঙ্কা তৈরি হয়েছে চাষিদের মধ্যে। সামসিংয়ের লোয়ার বস্তির কমলাচাষি রমেশ ছেত্রী বলেন, 'গত বছর বাঁদরের উপদ্রবে কমলার ক্ষতি হলেও কিছু ফল বিক্রি করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এবার অধিকাংশ কমলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' আরেক চাষি প্রবীণ লামার কথায়, 'এভাবে ক্ষতির মুখে পড়লে অনেকেই হয়তো কমলা চাষে আগ্রহ হারাবেন।' বন দপ্তরকে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ চাষি গণেশ রাইয়ের। কালিম্পং বন বিভাগের এক আধিকারিক জানালেন, বাঁদরকে আটকানোর নির্দিষ্ট কোনও উপায় তাঁদের জানা নেই। জলপাইগুড়ির উদ্যানপালন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে কালিম্পংয়ের কমলা চাষ হয়। সেই দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম বলেন, 'বাঁদরের উপদ্রবে ক্ষতির কথা শুনেছি। আগামী বছর থেকে চাষিদের ফসলের বিমার সুবিধা দেওয়া যায় কি না, তা দেখা হচ্ছে।'

হাতি তাড়াতে চাষিদের অস্ত্র 'ঝিলিক বাতি'

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

জলপাইগুড়ি

হাতির উপদ্রব থেকে ফসল বাঁচাতে চাষিদের ভরসা হয়ে উঠছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার রোল। কখনও আবার গুটখা থেকে চানাচুরের বড় প্যাকেটের ভেতরের ফয়েল এভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে হাতি ফসল খেতে এলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা এই ফয়েল পেপারে টর্চের আলো ফেললেই চমকে উঠছে হাতি। তিস্তা নদীর চরে ধান ও সবজিচাষিদের এই অভিনব পদ্ধতিকে বাহবা দিয়েছে বন দপ্তরও। হাতির উপদ্রব ঠেকাতে কৃষকদের এই পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে হাতি জখম হয় না, তবে পালিয়ে যায়। বেঁচে যায় জমির ফসল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লক ও রাজগঞ্জ ব্লকের তিস্তার চরে বৈদ্যুতিক তারের শকের বিকল্প হিসেবে চাষিদের 'ঝিলিক বাতি' ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপোটিয়া নতুনবস্তি, পাতকাটা পঞ্চায়েতের মেচপাড়া, রংধামালি, বোদাগঞ্জ, মহারাজঘাট এলাকা ছাড়াও রাজগঞ্জের মান্তাদরির গজলডোবা, নোধাবাড়ি এবং মিলনপল্লি এলাকায় তিস্তার চরে ফসল বাঁচাতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার রোল ব্যবহার শুরু করেছেন চাষিরা। জমির সীমানায় দড়ি টাঙিয়ে তাতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার কেটে ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। কেউ আবার গুটখা বা অন্য সামগ্রীর বড় পাউচের ভেতর দিকে থাকা অ্যালুমিনিয়াম পেপারের অংশটি কেটে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখছেন। রাতে হাতি ফসল খেতে জমির কাছাকাছি এলেই কৃষকরা টর্চের আলো ফেলছেন সেই ফয়েল পেপারে। অন্ধকারে আলোয় ঝলসে উঠছে ফয়েল পেপার। তাতেই চমকে যাচ্ছে হাতিরা। বিপদের আশঙ্কা করে জমিতে পা রাখছে না তারা। স্থানীয়রা এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'ঝিলিক বাতি'। মান্তাদরির তিস্তা চরের নোধাবাড়ির ধান ও সবজিচাষি বিমল অধিকারী বলছেন, 'ব্যাটারির তারের শক খেয়ে হাতির অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। তাই এখন ঝিলিক বাতির ব্যবহার করায় সাফল্য মিলছে। হাতিও নতুন কিছু দেখে পালিয়ে যাচ্ছে।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'বছরে উত্তরবঙ্গে বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে পাঁচটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। চলতি মাসেই ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ও রাজগঞ্জ ব্লকে ফসল বাঁচাতে জমির চারপাশে দেওয়া বৈদ্যুতিক তারের ছোঁয়া লেগে দুটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এই ধরনের প্রচুর বৈদ্যুতিক তার খুলে ফেলা হয়েছে। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও জিজু জয়েশ জানিয়েছেন, চাষিরা যাতে এইভাবে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া না দেন, সে বিষয়ে তাঁদের সচেতন করা হচ্ছে। মেচপাড়ার চাষি কমল রায় বলেন, 'তিস্তা চরে যবে থেকে চাষাবাদ করছি, তবে থেকেই হাতি আসছে। কিন্তু ঝিলিক বাতির প্রয়োগ খুব ভালো। এতে হাতি আহত হয় না, শুধু আলোর ঝলকানিতে পালিয়ে যায়।' রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের তিস্তা চর এলাকা বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের অন্তর্গত। বৈকুণ্ঠপুর বনবিভাগের ডিএফও মিথুন কুমারের বক্তব্য, 'চাষের জমিতে বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। সে বিষয়ে আমরা বুঝিয়েছি।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ! গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি মহিলা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে ট্রেন থেকে দুই বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেপ্তার করল রেল পুলিশ । গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি জিআরপি-র এসওজি এবং এনজেপি জিআরপি যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ভারতে প্রবেশের কোনো বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। কী উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁদের গন্তব্য কেরালা কেন ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই মহিলার নাম রাবিয়া আক্তার ও শিউলি আক্তার। তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে যাত্রা করা একটি ট্রেনের জেনারেল কামরায় চড়ে তাঁরা সফর করছিলেন। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি জিআরপি-র SOG এবং এনজেপি জিআরপি যৌথভাবে ওই ট্রেনে অভিযান চালায় এবং তাঁদের আটক করে। এরপর থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভারতে প্রবেশের সপক্ষে কোনো বৈধ কাগজপত্র বা পাসপোর্ট-ভিসা দেখতে চাওয়া হলে, তাঁরা তা দেখাতে ব্যর্থ হন। এর পরেই রেল পুলিশের তরফে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর মেঘালয় হয়ে তাঁরা কেরালার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন।

'সন্ন্যাস' ভেঙে সক্রিয় প্রাক্তন মেয়র, পুরভোটে বজেপিবিরোধী ঐক্য চান গৌতম

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শিলিগুড়ি

রাজনীতি থেকে 'সন্ন্যাস' নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। মাঝে বেশ কয়েকদিন শিলিগুড়িতে ছিলেন না। তবে, পুরভোটের আগে আবার রাজনীতির ময়দানে সক্রিয় হচ্ছেন গৌতম দেব। মমতার 'অনুগত সৈনিক' শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র বিজেপিকে রুখতে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের ঐক্য চাইছেন। সোমবার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান গৌতম বলেছেন, 'গত বিধানসভা ভোট অবাধ হয়নি। ভোটে ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ রয়েছে।' শিলিগুড়িতে আগামী পুরভোটও অবাধ, শান্তিপূর্ণ হওয়ার আশা দেখছেন না গৌতম। সেইজন্য তাঁর বক্তব্য, 'সবাই মিলে বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।' গৌতমের বক্তব্যে কিছুটা হলেও সায় রয়েছে প্রবীণ সিপিএম নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপিকে তো হারাতেই হবে। দেশজুড়ে বিজেপির ফ্যাসিস্ট নীতির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের আন্দোলন চলছে। তবে, আগামী পুরভোটের নীতি নিয়ে এখনও আলোচনা হয়নি।' তবে, শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেছেন, 'সিপিএম চরম হিন্দুবিদ্বেষী এবং তৃণমূল কংগ্রেস চরম সংখ্যালঘু তোষণকারী দল। ওরা তো আগে থেকেই একজোট ছিল। নতুন করে আবার জোটের কী আছে? খুব বেশি হলে তিনটে শূন্য পাবে।' তাঁর সংযোজন, 'সন্ত্রাস, বিরোধীদের ওপরে অত্যাচারের গল্প গৌতম দেবের মতো প্রবীণ রাজনীতিকের মুখে মানায় না। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের পরে রাজ্যে তৃণমূলের সন্ত্রাস মানুষ ভোলেননি। এসব না বলে গৌতমবাবুর বিশ্রাম নেওয়া উচিত। সদ্য রাজ্যে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় সংগঠন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে।

ফলে এই শক্তি নিয়ে এককভাবে শিলিগুড়ির পুরভোটে লড়াই যে সম্ভব নয়, তা বুঝছেন গৌতমের মতো পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ। তাই বিজেপির বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ তোলার পাশাপাশি বিরোধীদের এককাট্টা হওয়ার জন্য সওয়াল করেছেন তিনি। সোমবার তিনি বলেছেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করাচ্ছে। যুব নেতা সৌরভ ভাস্কর, ছাত্র নেতা বিশ্বজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে দুজনকেই জেলে পুরেছে।' এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করা দলের নেতা দেবাশিস দে-কে মাঝরাতে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে এবং ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলার পরেও পুলিশ অভিযোগ না নেওয়ায় প্রশ্ন তোলেন গৌতম। তাঁর দাবি, 'পুলিশ পুরোপুরি বিজেপির কথায় চলছে। তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে হামলা নিয়ে পুলিশের কর্তাদের কাছে নালিশ জানিয়েও কাজ হচ্ছে না।' শিলিগুড়ির রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিজেপির আমলে নষ্ট হচ্ছে বলে গৌতম দাবি করেছেন। এসব নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের কথা বলেছেন তিনি। তবে, কবে তৃণমূল রাস্তায় নামবে, সেই বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। গৌতম এদিন বলেছেন, 'যেভাবে প্রশাসন বিজেপির হয়ে কাজ করছে, তাতে শিলিগুড়িতে পুরভোট অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হওয়া কঠিন।' তবে, যদি মানুষ নিজের ভোট দিতে পারে, বিজেপি যদি ইভিএমে কারচুপি না করে, তবে তাঁদেরই জয় হবে বলে প্রাক্তন মেয়র মনে করেন। তিনি এদিন বলেছেন, 'বিজেপিকে হারাতে গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই আমরা একজোট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। সবাই মিলেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে হবে।' তাঁর দাবি, 'বিধানসভা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। শিলিগুড়িতেও পোস্টাল ব্যালটের বাক্স ভাঙা ছিল। অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই আমরা পুরভোটে নামব। ইভিএমে যাতে কারচুপি না করতে পারে, সেদিকে আমরা সবরকম নজর রাখব। পথ-মত ভিন্ন হলেও সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির একত্রিত হওয়া উচিত।' গৌতমের কথায় সায় দিলেও পুরভোট নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাইছে না কংগ্রেস। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেছেন, 'আমরা আগেই বলেছি যে, দেশ এবং রাজ্য অস্থির অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। এর মোকাবিলায় সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। তবে, শিলিগুড়িতে পুরভোটে দলের অবস্থান দলের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করবে।'

বিশুদ্ধ বাতাস সবুজ পরিবেশে
আপনার স্বপ্নের বাড়ির ঠিকানা ...

Tapoban Housing
Development Pvt.Ltd.

TAPOBAN HOUSING
PARK VIEW TOWER
Bamunara–Muchipara

Save from Pollution

- G+17
- জিম
- সুইমিং পুল
- প্রাইভেট গার্ডেন
- তিন দিক খোলা ফ্ল্যাট
- প্রতিটি ফ্ল্যাটে তিনটি বাথ্‌রুম
- ইন হাউস ডিজি পাওয়ার ব্যাকআপ

Offer On Early Bookings
3BHK / 4BHK

☎ 9800364633
www.tapobanhousing.com

পুরনো কেল্লায় মিলছে ২৫ দেশ

পাক মন্ত্রীকে দিল্লির আমন্ত্রণ

২০২৩ সালের পর এই প্রথম কোনও পাকিস্তানি মন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানাল ভারত। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে আগামী ২০ থেকে ২২ নভেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত হতে চলেছে প্রথম 'সভ্যতামূলক সংলাপ মঞ্চ' (সিভিলাইজেশনাল ডায়ালগ ফোরাম)। রাজধানীর ষোড়শ শতকের ঐতিহাসিক পুরনো কেল্লা প্রাঙ্গণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সূচনা করবেন। বিদেশ মন্ত্রক ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। গত বছর তিয়ানজিনে এসসিও রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম এই উদ্যোগের প্রস্তাব দেন, যা পরবর্তীতে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে এসসিও পরিষদ। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই উপলক্ষে পাকিস্তানের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আওরঙ্গজেব খান খিচিকে নয়াদিল্লির তরফে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। পাকিস্তান ছাড়াও চিন, রাশিয়া, ইরান, বেলারুশ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলি-সহ এসসিও-র ১০টি পূর্ণাঙ্গ সদস্য দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রীদের পাশাপাশি ১৫টি সংলাপ অংশীদার ও পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রকেও এই ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বাণিজ্যে ওজন-মাপের বিশ্বমানের আসর এবার ভারতে, নয়া নজির নয়াদিল্লিতে

আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্যের সঠিক ওজন, পরিমাপের নির্ভুল মানদণ্ড নির্ধারণ এবং অবাধ বাণিজ্যে সহযোগিতা বাড়াতে এই প্রথম আন্তর্জাতিক আইনি পরিমাপবিদ্যা কমিটির ৬১তম আন্তর্জাতিক অধিবেশনের আয়োজক হল ভারত। সোমবার থেকে রাজধানীর বুকে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক আইনি পরিমাপবিদ্যা সংস্থার (ওআইএমএল) এই তিন দিনব্যাপী মেগা সম্মেলন। বিভিন্ন দেশের শীর্ষ প্রতিনিধি, সরকারি পদস্থ আমলা এবং আন্তর্জাতিক কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই মঞ্চে ন্যায্য বাণিজ্য, ক্রেতা সুরক্ষা এবং নতুন প্রযুক্তির যুগে পরিমাপ পদ্ধতির আধুনিকীকরণই হয়ে উঠেছে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সম্মেলনের সূচনায় সিআইএমএএল সভাপতি ডক্টর বব জোসেফ ম্যাথিউ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আইনি পরিমাপবিদ্যার কৌশলগত গুরুত্বের দিকটি তুলে ধরেন। সুইডেনের প্রতিনিধি তথা সহ-সভাপতি রেনি হ্যানসন ডিজিটাল রূপান্তর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উদীয়মান প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব সদস্য দেশকে একযোগে মানসম্মত পরিমাপ পরিকাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আইনি পরিমাপবিদ্যা দফতরের অধিকর্তা অ্যান্টনি ডনেলন বিশ্বজুড়ে পরীক্ষার ফলাফল পারস্পরিক স্বীকৃতির প্রক্রিয়া সহজ করার ওপর জোর দেন। ভারতের তরফে উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব নিধি খারে জানান, নিখুঁত পরিমাপই শিল্পে উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল ভিত্তি। এই লক্ষ্যে ব্যবসায়িক পরিবেশ সহজ করার পাশাপাশি ২০২৩ ও ২০২৬ সালের 'জন বিশ্বাস' সংস্কারের মাধ্যমে অনাবশ্যক ফৌজদারি ধারা তুলে দিয়ে সংশোধনমূলক নোটিস ও ধাপে ধাপে জরিমানার মানবিক ব্যবস্থা চালু করেছে দেশ।

ল্যাপটপ লকআউট, ব্যক্তিগত ইমেলে বরখাস্তের নোটিস!

ভারতে সাড়ে পাঁচশো কর্মী ছাঁটাই ইনোডাটায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে সকালের চেনা ব্যস্ততা নিমেষেই বদলে গেল চরম অনিশ্চয়তায়। অফিসে হাজিরা দিয়ে সবে কাজে বসেছিলেন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজের বিরতি কাটতে না কাটতেই একে একে ল্যাপটপ থেকে উধাও হল সংযোগ, নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়পত্র। আর তার পরেই ব্যক্তিগত ইমেলে এল বরখাস্তের বার্তা। আমেরিকার নিউ জার্সি ভিত্তিক বহুজাতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা ইনোডাটার ভারতীয় শাখায় আচমকা কাজ হারালেন প্রায় ৫৫০ জন কর্মী। ভারতে বিপুল ছাঁটাইয়ের পাশাপাশি একই দিনে ফিলিপিন্স এবং আমেরিকার দফতরেও কর্মী সংকোচনের খবর মিলেছে। ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাটি মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং মডেল মূল্যায়নের মতো কাজ করে থাকে।

গুগল, মাইক্রোসফ্ট, অ্যাপল, অ্যামাজন, সোনি, ডিলয়ট কিংবা বোয়িংয়ের মতো বিশ্বখ্যাত সংস্থাগুলি ইনোডাটার গ্রাহক তালিকায় রয়েছে। গত বছরের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে সংস্থাটিতে ১০ হাজার ১০৭ জন কর্মী কর্মরত ছিলেন।

কিন্তু সোমবার কোনো পূর্ব নোটিস ছাড়াই কর্মীদের ব্যক্তিগত ঠিকানায় ছাঁটাইয়ের চিঠি পাঠানো শুরু হয়। চিঠিতে জানানো হয়, নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ কমে আসার কারণে বাণিজ্যিক ও পরিচালনগত প্রয়োজনেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত, কর্মীদের ব্যক্তিগত কাজের মূল্যায়নের কারণে নয়। অফিসের ল্যাপটপ এবং অন্যান্য সামগ্রী জমা দিলে তবেই বকেয়া পাওনার ব্যাঙ্ক ড্রাফট হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেও শর্ত দেওয়া হয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কর্মীদের মধ্যে। নিজেদের অভ্যন্তরীণ এইচআর পোর্টালও নিমেষে বন্ধ করে দেওয়ায় শেষ বেতন স্লিপ কিংবা জরুরি নথিপত্রও ডাউনলোড করার সুযোগ পাননি কর্মীরা। পরিস্থিতি বুঝতে কর্মীদের তরফে একটি বার্তা আদানপ্রদানের গ্রুপ খোলা হলে চোখের পলকে সেখানে পাঁচ শতাধিক ভুক্তভোগী জড়ো হন। ফিলিপিন্সের কর্মীরা জানিয়েছেন, সেখানে একটি ভিডিয়ো কলের মাধ্যমেই গণছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া সেরে ফেলা হয়।

প্রযুক্তি মহলে গুঞ্জন, একটি শীর্ষ গ্রাহক সংস্থার কাজ কমে যাওয়াই এই আকস্মিক ছাঁটাইয়ের মূল কারণ। আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যখন মাইক্রোসফ্টের মতো সংস্থাও কর্মীদের স্বেচ্ছাবসরের প্রস্তাব দিচ্ছে, তখন ইনোডাটার এমন আকস্মিক পদক্ষেপ ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের পেশাগত নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে তীব্র উদ্বেগ তৈরি করল।

ভোটার তালিকা সংশোধনের নথি সংরক্ষণের আর্জি

সবটাই খতিয়ে দেখা হবে, জানাল শীর্ষ আদালত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ভোটার তালিকা সংশোধনের যাবতীয় নথিপত্র ও সিদ্ধান্ত হয় কমিশন নিজে সংরক্ষণ করুক, নয়তো তা জমা দেওয়া হোক দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালতের কাছে এমনই আর্জি জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ অন্যান্য আবেদনকারীরা। মঙ্গলবার শুনানির সময় বিরোধীদের এই আবেদনকে অত্যন্ত নিরীহ ও অরাজনৈতিক বলে আদালতে তুলে ধরা হলে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, এই সংক্রান্ত যাবতীয় দিক আদালত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখবে। অন্য দিকে নির্বাচন কমিশন আদালতে হলফনামা জমা দিয়ে দাবি করেছে, ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ আইন মেনেই কার্যকর করা হয়েছে এবং এতে কোনো অসঙ্গতি নেই। একই সঙ্গে বিরোধী জোটের পদত্যাগের দাবিকে খারিজ করে কমিশনের তরফে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিকে অপসারণের যে সাংবিধানিক পদ্ধতি রয়েছে, একমাত্র সেই পথ ছাড়া কোনোভাবেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরানো যায় না। ভোটার তালিকা নিয়ে বিরোধীদের তোলা কারচুপির অভিযোগ এবং নথি তলবের এই আর্জির মুখে শীর্ষ আদালত শেষ পর্যন্ত কী নির্দেশ দেয়, সে দিকেই তাকিয়ে রাজধানীর রাজনৈতিক মহল।

গিনেস বুকে 'বিকশিত ভারত বিল্ডাথন

দেশের সেরা ক্ষুদে উদ্ভাবকদের সংবর্ধনা বুধবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

সারা দেশ থেকে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ উদ্ভাবনী প্রকল্পের জমা পড়া; আর তার হাত ধরেই বিশ্বমঞ্চে নজির গড়ল ভারতের স্কুলপড়ুয়ারা। দেশের বৃহত্তম উদ্ভাবন প্রতিযোগিতার স্বীকৃতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে নাম তুলল 'বিকশিত ভারত বিল্ডাথন ২০২৫'।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা দেশ থেকে মোট ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৬৭টি প্রকল্প জমা পড়ার পর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে। বুধবার রাজধানীর এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জাতীয় স্তরের সেরা দশটি বিজয়ী দলের শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জানাবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, উদ্ভাবনী চিন্তা এবং উদ্যোগপতি হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতেই এই বিশেষ প্রতিযোগিতার ডাক দিয়েছিল কেন্দ্র। স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা দফতরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই উদ্যোগ যৌথভাবে রূপায়ণ করেছে নীতি আয়োগের অটল ইনোভেশন মিশন এবং সর্বভারতীয় প্রযুক্তি শিক্ষা পরিষদ। 'আত্মনির্ভর ভারত', 'স্বদেশি', 'ভোকাল ফর লোকাল' এবং 'সমৃদ্ধ ভারত'; এই চার মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে প্রাথমিক চিন্তা এবং মডেল তৈরির দু'টি পৃথক বিভাগে অংশ নিয়েছিল খুদেরা। বুধবারের অনুষ্ঠানে তরুণ গবেষকদের তৈরি অত্যাধুনিক সমাধান ও মডেলগুলি প্রদর্শনের পাশাপাশি গিনেসের শংসাপত্রও আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হবে মন্ত্রকের হাতে। একই মঞ্চ থেকে 'উল্লাস; নব ভারত সাক্ষরতা কার্যক্রম'-এর আওতায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নতুন নির্দেশিকাও প্রকাশ করবে কেন্দ্র। এর পাশাপাশি 'বিশেষ অভিযান ৬.০'-এর অংশ হিসেবে পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক বৈদ্যুতিন বর্জ্য সংগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধির যে উদ্যোগ শিক্ষা দফতরগুলি নিয়েছে, তা-ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির শীর্ষ আধিকারিক এবং বিশেষজ্ঞ মহলের উপস্থিত থাকার কথা।

লখনউ-হরদোই সীমান্তে মেগা বস্ত্র পার্ক

পানীয় জল ও নিকাশিতেও সায় যোগী মন্ত্রিসভার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লখনউ

শিল্পে বিপুল লগ্নি টানতে এবং নাগরিক পরিষেবা ঢেলে সাজাতে একগুচ্ছ বড় পদক্ষেপে সিলমোহর দিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। লখনউ ও হরদোই জেলার সীমানায় ১ হাজার একর জমির ওপর ১ হাজার ৯৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী মেগা ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল রিজিয়ন অ্যান্ড অ্যাপারেল (পিএম মিত্র) বস্ত্র পার্ক গড়ার অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মেগা প্রকল্পের রূপায়ণকারী সংস্থা হিসেবে রামকি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডকে বেছে নেওয়া হয়। একই সঙ্গে লখনউ এবং বারাণসী শহরের পানীয় জল ও নিকাশি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারে অম্রুত ২.০ প্রকল্পের অধীনে প্রায় ২ হাজার ৮৯৯ কোটি টাকার সাতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, এই মেগা বস্ত্র পার্ক তৈরি হলে দেশি-বিদেশি বিপুল বেসরকারি বিনিয়োগের পথ খুলবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হবে। রাজ্যের তাঁতি, বস্ত্র উৎপাদক ও রফতানিকারকরা এর সুফল পাবেন।

বস্ত্র ও হস্তশিল্প মন্ত্রী রাকেশ সচান জানিয়েছেন, মোট ব্যয়ের তিরিশ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৫০০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্যের ৫১৪৯ অংশীদারিত্বে গঠিত বিশেষ যৌথ সংস্থা 'পিএম মিত্র পার্ক উত্তরপ্রদেশ লিমিটেড'-এর হাতে বছরে মাত্র এক টাকা একর প্রতি প্রতীকী ভাড়ায় ৯৯ বছরের জন্য ১ হাজার একর জমি লিজ দিয়েছে রাজ্য। পিপিপি মডেলে নকশা, নির্মাণ, অর্থায়ন, পরিচালনা ও হস্তান্তরের (ডিবিএফওটি) ভিত্তিতে পাঁচ বছরে এই পার্ক তৈরি হবে এবং এর মেয়াদ থাকবে পঞ্চাশ বছর। কারখানার শেড, সাধারণ বয়লার, বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার পাশাপাশি শূন্য দূষণযুক্ত বর্জ্য জল শোধন ও পুনর্ব্যবহার পরিকাঠামো থাকবে এখানে। এ ছাড়া মহিলা কর্মীদের জন্য হস্টেল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং গুদামঘর গড়ে তোলা হবে। রাজ্য সরকার সরাসরি ছয় লেনের সংযোগকারী সড়ক এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ করবে। অন্য দিকে লখনউ ও বারাণসীতে নিকাশি ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ছাড়পত্র মেলায় খুশি দুই প্রাচীন শহরের বাসিন্দারা। অর্থমন্ত্রী সুরেশ কুমার খন্না জানিয়েছেন, সাতটি প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয়ের মধ্যে কেন্দ্র দেবে ৬৯৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা, রাজ্য সরকারের অংশ ১ হাজার ৮৬৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং পুর সংস্থাগুলি দেবে ২২২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। বারাণসীর বরুণা পারের পুরনো অঞ্চল এবং নবগঠিত লহরতারা ও চিতাউইপুর এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে সাড়ে আট লক্ষ মানুষ এবং পানীয় জল প্রকল্পে সোয়া আট লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। লখনউয়ের ক্ষেত্রে ঐশবাগ, আলম নগর ও কেশরীখেড়া ওয়ার্ডের প্রায় দেড় লক্ষেরও বেশি বাসিন্দা এই নয়া পানীয় জল প্রকল্পের আওতায় সরাসরি বিশুদ্ধ জল পাবেন।

এক ঝটকায় উধাও এক কোটি ভোটার! কর্নাটকে নয়া তালিকা ঘিরে শোরগোল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেঙ্গালুরু

এক কোটি আট লক্ষ ভোটারের নাম একলপ্তে বাদ গেল কর্নাটকের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের সংশোধিত ভোটার তালিকা। আর সেই তালিকা সামনে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিপুল পরিমাণ নাম বাদ যাওয়ায় কর্নাটকে মোট নথিভুক্ত ভোটারের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটি থেকে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে চার কোটিতে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, জুন মাসের শেষ থেকে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা শুরু করেন বুথ স্তরের কর্মীরা। মৃত, স্থায়ীভাবে ঠিকানা বদলকারী, ভুয়ো কিংবা একাধিক জায়গায় নথিভুক্ত ভোটারদের চিহ্নিত করতেই এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। মোট আবেদনপত্রের মধ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষেরও বেশি ফর্ম শেষ পর্যন্ত যাচাই প্রক্রিয়ায় খারিজ হয়েছে। এ ছাড়া নোটিস পাঠিয়ে শুনানির পর পৃথকভাবে আরও প্রায় ৬২ হাজার জনকে অযোগ্য ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। এর জেরে চূড়ান্ত তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ভোটার, যার মধ্যে পুরুষ ভোটারের চেয়ে মহিলা ভোটারের সংখ্যাই বেশি।

কেন্দ্রের নয়া আইনে ডিজিটাল মিডিয়ায় হস্তক্ষেপ?

সোশ্যাল মিডিয়ার পর এবার ডিজিটাল মিডিয়াতেও রাশ টানতে উদ্যোগী কেন্দ্র! মোদি সরকারের প্রস্তাবিত ডিজিটাল সুরক্ষা আইনে আশঙ্কা সংবাদমাধ্যমের একাংশের। ওই প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ ২১টি সংবাদমাধ্যম। এর মধ্যে রয়েছে গৌতম আদানি, মুকেশ আম্বানিদের সংস্থাও। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার আগামী বছরের গোড়ায় ব্যক্তিগত ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষা আইন চালু করতে চলেছে। ইতিমধ্যেই সংসদে এ নিয়ে বিল পেশ হয়েছে। ২০২১ সালে যে সোশ্যাল মিডিয়া আইন আনা হয়েছে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমগুলি তার আওতায় আসে না। কারণ, মিডিয়ার ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর করলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। সেকারণে গত বছর নতুন করে ব্যক্তিগত ডিজিটাল তথ্য সুরক্ষা আইনে সংশোধনী আনে সরকার। কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, এবার এমন এক আইন আনা হবে যাতে ভুয়ো খবরও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে আবার সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাও খর্ব হবে না। যদিও বহু সংবাদমাধ্যমের তরফে দাবি করা হয়েছে, এই ধরনের আইটি আইন এলে তা ঘুরপথে সংবাদমাধ্যমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যা সংবিধানের ১৪ নম্বর এবং ১৯(১)(এ) ধারার বিরোধী। তাছাড়া কেউ অভিযোগ করলে সরকারের কাছে কোনও খবর মুছে দেওয়া, ব্লক করে দেওয়া বা ক্ষমা চাওয়ানোর রাস্তা আছেই। এবার সংবাদ প্রকাশকদের সংগঠন ডিজিটাল নিউজ পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন ওই প্রস্তাবিত আইনের কয়েকটি ধারা বাতিলের দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। ওই সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, আগামী বছরের গোড়ার দিকে আইন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। কিন্তু আপত্তিকর ধারাগুলি এখনও সরানো হয়নি। আবেদনকারী সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, শুধু ইউরোপ আমেরিকা নয়, এশিয়াতেও বহু দেশে ডিজিটাল সুরক্ষা আইনে আলাদা করে উল্লেখ আছে যে সংশ্লিষ্ট অনেক ধারা সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

এক সপ্তাহে দেশের মেজাজ পাঠ!

নিউ ইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধ ঘিরে তোপ ভারতীয় মহলে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

রাজধানীতে মাত্র এক সপ্তাহের সফর, দু'টি বিক্ষোভ সমাবেশের চত্বরে ঘুরে আসা এবং তা থেকেই একশো চল্লিশ কোটির দেশের রাজনৈতিক মেজাজের ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টেনে ফেলা! 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত এক মার্কিন সাংবাদিকের কলাম ঘিরে এখন তীব্র বিতর্ক ভারতীয় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশে সতর্কবার্তা ছুড়ে লিখেছিলেন মার্কিন সাংবাদিক লিডিয়া পোলগ্রিন; ভারতে তৈরি হওয়া তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ নাকি খোদ ট্রাম্পের চিন্তার কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু এই একপেশে 'পর্যবেক্ষণ' সামনে আসতেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট বক্তব্য, হাতে গোনা কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে গোটা ভারতের সামগ্রিক জনমতকে সংজ্ঞায়িত করার এই প্রবণতা আসলে বিদেশি সংবাদমাধ্যমের দীর্ঘদিনের একদেশদর্শী মানসিকতারই ফসল।

সোমবার প্রকাশিত ওই নিবন্ধে পোলগ্রিনের দাবি ছিল, শিক্ষিত ও তরুণ ভারতীয়রা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত। এর সপক্ষে ১০ ও ১৬ অক্টোবরের দু'টি বিক্ষোভের বিবরণ তুলে ধরেন তিনি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সেই আন্দোলন ডেকেছিল ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এবং বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আইসা। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের অভিযোগ, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এড়িয়ে নিজের সুবিধাজনক বয়ান তৈরি করেছেন ওই সাংবাদিক। ১০ অক্টোবরের আন্দোলনে যখন মধ্য দিল্লিতে কড়া পুলিশি পাহারা, ব্যারিকেড, ট্যাক্সি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছিল, তখন সেখানে এক ছাত্রীর ট্যাক্সি চেপে সহজে পৌঁছে যাওয়ার গল্প কতটা নির্ভরযোগ্য, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে ১৬ অক্টোবরের দ্বিতীয় বিক্ষোভে কোনো প্রশাসনিক কড়াকড়ি না থাকা সত্ত্বেও মধ্য দিল্লির কনট প্লেসে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল মেরেকেটে হাজার খানেক। মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে সেই সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র কয়েক ডজনে।

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ সুশান্ত সারিন সামাজিক মাধ্যমে তোপ দেগে লিখেছেন, এটি সেই বহুচর্চিত বিদেশি সাংবাদিকসুলভ রোগ; 'আমি এলাম এবং যা দেখতে চেয়েছিলাম কেবল সেটুকুই দেখলাম, বাকি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করলাম।' শিল্পোদ্যোগী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সাফ কথা, দেশের বেকারত্ব বা ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অসন্তোষ বাস্তব হলেও, দিল্লির রাজপথের দুটি বিক্ষিপ্ত সমাবেশ গোটা ভারতের বিশাল ও বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক মানচিত্রের প্রতিফলন হতে পারে না।

> **রাজধানীতে মাত্র এক সপ্তাহের সফর, দু'টি বিক্ষোভ সমাবেশের চত্বরে ঘুরে আসা এবং তা থেকেই একশো চল্লিশ কোটির দেশের রাজনৈতিক মেজাজের ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত টেনে ফেলা! 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এ প্রকাশিত এক মার্কিন সাংবাদিকের কলাম ঘিরে এখন তীব্র বিতর্ক ভারতীয় রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে।**

PANSAS
Builders & Developers Pvt. Ltd.
PANSAS REGENCY
NH-2, Bhiringi More, Durgapur, WB
A peaceful Oasis
in the Heart
of the City
Block A
G+5
Block B
B+G+8
CALL : 18008895155 / 9002310662

২০০ ফুট গভীরে ঝুলে ১২ খনি শ্রমিক!

১২ ঘন্টা পর উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
পাণ্ডবেশ্বর

রুদ্ধশ্বাস প্রায় সাড়ে বারো ঘন্টার উদ্ধারকার্যের পর পাণ্ডবেশ্বর কুমারডিহি এই কোলিয়ারির খনির নিচে দুলিতে ঝুলে থাকা ১২ জন শ্রমিক উদ্ধার সুস্থ ভাবেই ।

ইঞ্জিন ঘরের ড্রামে তার ফেঁসে বিপত্তি, খনির ভিতরে আটকে শ্রমিকেরা উ কয়েক মাস আগে মেরামত হওয়া ড্রামের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ।খনির প্রায় ২০০ ফুট গভীরে ঝুলে ডুলি। আর সেই ডুলিতেই প্রাণ হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন ১২ জন ইসিএল কর্মী! সোমবার সন্ধ্যায় পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহি-এ কোলিয়ারিতে ডুলির ওঠানামার তার ফেঁসে যাওয়ায় ঘটে এই বিপত্তি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খনির ভিতরে আটকে থাকেন শ্রমিকেরা। তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগ ছড়ায় শ্রমিক মহলে। দুর্ঘটনার কারণ এবং উদ্ধারকাজের গতি নিয়ে উঠতে শুরু করে একাধিক প্রশ্ন। কোলিয়ারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় ডুলিতে করে আটজন শ্রমিক খনির নীচে নামছিলেন। অন্যদিকে, কাজ শেষ করে খনির নীচ থেকে উপরে উঠে আসছিলেন আরও চার জন। অভিযোগ, ডুলি ওঠানো-নামানোর কাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন ঘরের ড্রামে লোহার তার ফেঁসে যেতেই মাঝপথে বিপত্তি ঘটে। প্রায় ২০০ ফুট গভীরে আটকে পড়েন ১২ জন শ্রমিক। মুহূর্তের মধ্যে কোলিয়ারি চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ঘটনার পর খনির ভিতরে আটকে থাকা শ্রমিকদের উপর থেকে আওয়াজ দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। সারা রাত ধরে অক্লান্ত চেষ্টার পর প্রায় সাড়ে ১২ ঘন্টা পর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৫ টা নাগাদ উদ্ধার করা হয় খনির নিচে মৃত্যুর মুখে ঝুলে থাকা ১২ জন শ্রমিক। মেরামতের কয়েক মাসের মধ্যেই ফের গোলযোগ, প্রশ্নে রক্ষণাবেক্ষণ

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোলিয়ারির যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, কয়েক মাস আগেই ইঞ্জিন ঘরের সংশ্লিষ্ট ড্রামটি মেরামত করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কীভাবে ফের যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মেরামতের কাজ যথাযথভাবে হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে। পাশাপাশি, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের নজরদারি ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শ্রমিকদের একাংশ।

এ বিষয়ে কোলিয়ারির এজেন্ট মধুসূদন সিং জানান, শীঘ্রই মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে এই যান্ত্রিক বিপত্তি ঘটল, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি, তিনি বলেন যেভাবে ইসিএলের আধিকারিক, প্রশাসন ও কলিয়ারীতে কর্মরত শ্রমিকরা উদ্ধার কার্যে সহযোগিতা করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। যার ফলে আজ সুস্থ্য ভাবে সমস্ত শ্রমিকদের খনি গর্ভ থেকে উদ্ধার কার্য সম্ভব হয়েছে।।

পাশাপাশি এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান পাণ্ডবেশ্বর এর সিপিআই এমের প্রাক্তন বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি। তিনি বলেন প্রাথমিক কাজ যে মানুষগুলি বিপদে সম্মুখীন তাদেরকে সুস্থভাবে উদ্ধার করা তবে এই ঘটনায় ইসিএল কর্তৃপক্ষর গাছাড়া মনোভাব রয়েছে, যেটা নিশ্চয় ইসিএলের উচ্চ আধিকারিকরা তদন্ত করবেন, যাতে এধরণের দুর্ঘটনার সম্মুখীন খনি কর্মীদের আর না হতে হয়। সব মিলিয়ে, কুমারডিহি-এ কোলিয়ারির এই ঘটনা ইসিএলের খনি শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা নিয়ে ফের উদ্বেগ বাড়াল। কয়েক মাস আগে মেরামত হওয়া যন্ত্রে ফের গোলযোগ কেন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছিল কি না এবং উদ্ধারকাজে বিলম্বের কারণই বা কী;এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখন খুঁজছেন শ্রমিকেরা।

দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণে তদন্ত ও উদ্ধারকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট বক্তব্যের অপেক্ষায় রয়েছে শ্রমিক মহল। স্বস্তির খবর নিরাপদে প্রায় সাড়ে বারো ঘন্টা পর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ খনির নিচে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া ১২ জন শ্রমিককেই সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার বিশেষ সভা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে সরাংপুরে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। সভায় উপস্থিত ছিলেন, জেলা সংখ্যা লঘু সেলের জেলা নেত্রী নাসরিন খাতুন, ১ নং মন্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, সংখ্যা লঘু সেলের মন্ডল সভাপতি টগর শেখ, খোকন ঢালী সহ অন্যান্যরা। প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, সিপিএম, তৃণমূলের লোকেরা মানুষের কাছে মিথ্যা প্রচার করে বিভ্রান্ত করছে যে বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল। কিন্তু অনুষ্ঠিত হওয়া সভায় সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয় বিজেপি সবাইকে নিয়েই চলে। তাই তিনি বলেন এই সমস্ত গুরুত্বহীন নেতাদের কোথায় কেউ যেন কান না দেন। কারণ তাঁদের প্রধান মন্ত্রী বলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। নেত্রী নাসরিন খাতুন বলেন, নির্বাচনের আগে বিজেপি কে নিয়ে সিপিএম, তৃণমূল অনেক মিথ্যা প্রচার করেছিল এবং এখনও করছে তিনি উপস্থিত মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন প্রায় ৬ মাস বিজেপি সরকার এসেছে কজন মুসলিম মানুষকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? মসজিদের আজান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কি?তাই মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হতে বারণ করেন তিনি। এখন দল ক্ষমতায় তাই অনেকেই চাইছেন বিজেপিতে নেতা হবেন। কিন্তু তাঁদের জেনে রাখা উচিত এই দলের ইতিহাস। বুথ কর্মী আগে না হলে বিজেপিতে নেতা হওয়া যায় না।

মন্ডল সভাপতির বাড়ির পুজোয় নরনারায়ন সেবা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

সাধারণত দেখা যায় গ্রাম বাংলায় মানুষের বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর বা রাস ঠাকুর ফেলা হয়। কিন্তু জামালপুরের পাঁচড়া গ্রামে বিজেপির ১ নং মন্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পালের বাড়িতে এলাকার কর্মী সমর্থকেরা ঢাক বাজিয়ে শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে লক্ষ্মী ঠাকুর দেন।স্বভাবতই প্রধান চন্দ্র পাল এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা খুব খুশী হয়ে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করেন। আর সেই উপলক্ষ্যে প্রধান চন্দ্র পালের পরিবারের পক্ষ থেকে দলের কর্মী সমর্থক, নেতৃত্ব ও গ্রামের মানুষদের মায়ের ভোগ খাওয়াবার ব্যবস্থা করেন। বাড়ির বাইরে রাস্তায় চেয়ার টেবিল পেতে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ বাগ, খোকন ঢালী, ইন্দ্রজিৎ বসু সহ নেতৃত্ব রা দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখাশোনা করেন।

প্রায় ৩ হাজার লোক ভোগ খান বলে জানা যায় । প্রধান চন্দ্র পাল বলেন, কর্মীরা তাঁর বাড়িতে ঠাকুর দিয়েছেন এটা অত্যন্ত আনন্দের খবর। সেই আনন্দ সকলের সাথে ভাগ করে নিতেই তাঁরা এই ভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। আগামী দিনে খুব বড় করে তাঁরা মা লক্ষ্মীর আরাধনা করবেন।

সাইবার অপরাধ, বাল্যবিবাহ ও নারী সুরক্ষায় সচেতনতা শিবির পুলিশের

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

পুলিশ কমেমোরেশন ডে (২১ অক্টোবর) এবং রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (৩১ অক্টোবর) উপলক্ষে মঙ্গলবার হাওড়ার পাঁচলা থানার উদ্যোগে পাঁচলার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচিব

. আয়োজন করা হয়। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, নেশামুক্ত ভারত গঠন এবং নারী সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে এদিন পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সতর্ক থাকা, বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জানা এবং নারী সুরক্ষায় সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার উপরেও এদিনের অনুষ্ঠানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

হারানো ফোন ফেরত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পটাশপুর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার উদ্যোগে আয়োজিত হল হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে হস্তান্তর অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন পটাশপুর বিধায়ক তপন কুমার মাইতি। পটাশপুর ও ভগবানপুর;উভয় থানার উদ্যোগে মোট ৫৬টি উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌভিক পাত্র , সার্কেল ইন্সপেক্টর পার্থ বিশ্বাস, পটাশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ কাক্তার সিং,ভগবানপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহম্মদ মহিউদ্দিন সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের মোবাইল ফোন হারিয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়। দুটি থানায় বহু অভিযোগ জমা পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দুটি থানা ৫৬ টি মোবাইল উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি তার প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হল মঙ্গলবার। মোবাইলগুলি ফেরত পেয়ে মোবাইলের মালিকরা খুশি বলে জানা গেছে।

জেসিবি ও পুলকারে সংঘর্ষ, আহত চালক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাঁথি

একটি জেসিবি গাড়ির সঙ্গে স্কুল গাড়ি ম্যাজিক ভ্যানের সংঘর্ষে আহত হল চারজন। অল্পের জন্য রক্ষা পেল গাড়িতে থাকা ৩ পড়ুয়া ও চালক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঁথি থানার নন্দকুমার-দীঘা ১১৬বি জাতীয় সড়কে মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ। ধর্মদাসবার সারদা জায়গার কাছে একটি ম্যাজিক স্কুল গাড়ি পিছাবনী দিক থেকে কাঁথি দিকে আসছিলো। রাস্তার উপরে হঠাৎ করে একটা জেসিবি গাড়ি চলে আসে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জেসিবি গাড়িতে ধাক্কা মারে স্কুল গাড়িতে। ম্যাজিক গাড়িটা সামনে ভেঙে যায় এবং পালটি খায়। গাড়িতে বসেছিল ৩জন পড়ুয়া। এই ঘটনার জেরে গাড়ির চালক এবং তিন পড়ুয়া আহত হয়। খবর পেয়ে কাঁথির ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ ঘটনারস্থলে গিয়ে চালক এবং পড়ুয়াদের উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। এই কাজে স্থানীয়রাও সহযোগিতা করে। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকে আটক করেছে পুলিশ। রাস্তার উপর ম্যাজিক ভ্যানটি পড়ে থাকার কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ গাড়িটিকে সরিয়ে রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করে। স্কুল গাড়িটি স্থানীয় নর্থ পয়েন্ট ডে স্কুলের ছিল বলে জানা গেছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তিন পড়ুয়াকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের অভিভাবকের হাতে তাদের তুলে দেওয়া হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় গাড়ির চালক কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুজোর মরশুমে পথদুর্ঘটনায় বাড়ছে মৃত্যু সচেতনতা বাড়াতে পথে পুলিশ

ASANSOL DURGAPUR POLICE
ROAD SAFETY WEEK
TRAFFIC AWARENESS PROGRAMME 2026
YOUR SAFETY, OUR PRIORITY. FOLLOW TRAFFIC RULES, SAVE LIVES.
WEAR SEATBELT STAY SAFE
DON'T USE MOBILE WHILE DRIVING STAY ALIVE
DON'T OVERSPEED SPEED THRILLS BUT KILLS
SAFETY STARTS WITH YOU

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

পুজোর মরশুমে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে একের পর এক পথদুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ। বেপরোয়া গতি, অসতর্কতা এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা রুখতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পথনিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ফের পথে নামল

আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় থেকে সিটি সেন্টার পর্যন্ত একটি সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি পানাগড় বাজার এলাকাতেও পদযাত্রার মাধ্যমে পথচলতি মানুষকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়।দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক (৩) রাজকুমার মালাকার। উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময় মণ্ডল এবং সাব ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনন্ত রায়।

অন্ডাল ডিভিসি গেটে চালকদের বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
অন্ডাল

বেতন জমা পড়ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, অথচ সেই টাকা থেকে বড় অঙ্কের অংশ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল গাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করলেই কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন চালকেরা। চালককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য, অভিযোগ অস্বীকার গাড়ির মালিকের।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার অন্ডাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিভিসি গেটে বিক্ষোভে শামিল হলেন একদল গাড়িচালক। তাঁদের অভিযোগ, বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়ার প্রতিবাদ করায় পিন্টু মণ্ডল নামে এক চালককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন গাড়ির মালিকপক্ষের প্রতিনিধি আশীষ পাণ্ডে। চালকদের দাবি, অন্ডাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজে চুক্তির ভিত্তিতে গাড়ির মালিক সংগঠনের কাছ থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৩২টি চার চাকার গাড়ি নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট চালকদের বেতন সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। কাজের গ্রেড অনুযায়ী কারও মাসিক বেতন ২২ হাজার, কারও ২৫ হাজার, আবার কারও ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু অভিযোগ, অ্যাকাউন্টে বেতনের টাকা জমা পড়ার পর গাড়ির মালিকেরা প্রত্যেক চালকের কাছ থেকে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে নেন। ফলে নির্ধারিত বেতন হাতে পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।চালকদের আরও অভিযোগ, বেতন থেকে এই টাকা দিতে অস্বীকার করায় পিন্টু মণ্ডলকে সম্প্রতি কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পরিবর্তে অন্য এক চালককে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে বলেও দাবি। এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন ডিভিসি গেটে বিক্ষোভ দেখান চালকেরা। বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ককেও জানানো হয়েছে বলে তাঁদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।অন্যদিকে, গাড়ির মালিকপক্ষের প্রতিনিধি আশীষ পাণ্ডে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, প্রত্যেক চালককে সরকারি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন দেওয়া হয়।

তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলেও দাবি করেন তিনি। একদিকে বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়া এবং প্রতিবাদ করায় কাজ হারানোর অভিযোগ, অন্যদিকে মালিকপক্ষের সম্পূর্ণ অস্বীকার;এই দুই বিপরীত দাবিকে ঘিরে অন্ডাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গাড়িচালকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তবে বেতন থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ এবং চালককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রকৃত কারণ কী, তা নিরপেক্ষ তদন্তেই স্পষ্ট হতে পারে।

সমুদ্রে স্নান নেমে তলিয়ে গেল তিন জন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দিঘা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর মন্দারমণিতে ফের বিপত্তি।প্রশাসনের লাগাতার প্রচারের মাঝেও সব সাবধানতা উপেক্ষা করে উত্তাল সমুদ্রে স্নান নেমে তলিয়ে গেল তিন জন। কোনওক্রমে দু'জনকে জীবিত উদ্ধার করা গেলেও একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় অর্ণবের ল্যান্ডফলের প্রহর গুনছে অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা উপকূল-সহ বাংলার উপকূলের জেলাগুলি। অর্ণবের প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে বাংলায় না পড়লেও, ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টির প্রকোপ যে থাকবে, তা নিয়ে আগে থেকেই সতর্কবার্তা দিয়েছিল হাওয়া অফিস।এরই মধ্যে দুর্ঘটনা ভহটে গেল পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে।

ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহারের লাইভ ডেমো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

উৎসবের মরশুমে বাজার ও জনবহুল এলাকায় মানুষের ভিড় বাড়ে। এই সময়ে অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা মোকাবিলা এবং সাধারণ মানুষকে আগুন নেভানোর প্রাথমিক পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল সিআইএসএফ। বার্নপুর বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এই সচেতনতা কর্মসূচিতে মেগাফোনের মাধ্যমে দোকানদার ও অটোচালকদের আগুন লাগলে কীভাবে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কীভাবে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করতে হয়, তা বুঝিয়ে দেন সিআইএসএফের এক জওয়ান। জওয়ান জানান, কোনও দোকানে আগুন লাগবেই, এমন নয়। কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটলে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারলে দোকানের সামগ্রী এবং জীবিকা রক্ষা করা সম্ভব। তাই প্রত্যেক দোকানদারের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে অনেক অটোতে লিথিয়াম ব্যাটারি ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাটারিতে আগুন লাগলে পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শুধু জল ব্যবহার করলেই সব ধরনের আগুন নেভানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা দাহ্য পদার্থ থেকে আগুন লাগলে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। সচেতনতা কর্মসূচিতে জওয়ান উপস্থিত মানুষদের কাছে জানতে চান, তাঁরা কোথায় কোথায় ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখেছেন। উত্তরে অনেকে সিনেমা হল, শপিং মল এবং রেলগাড়ির কথা জানান। এরপর তিনি বোঝান, আগুন লাগলে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও নির্দেশিকা মেনে উপস্থিত ব্যক্তিদের দ্রুত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাই দোকানে ফায়ার এক্সটিংগুইশার রাখা এবং সেটি ব্যবহারের পদ্ধতি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

SUKANYA CLASSES
Class 1-12
CBSE/ICSE
Let the tricolor immerse you into
STRENGTH
PEACE
GROWTH
Shaping Young Minds with Knowledge, Discipline & Growth
8637583173
Keshob Kunj Apartment
Fuljhore, Durgapur - 06
Jalkhabar Goli
Benachity, Durgapur - 13
Punjabi More
Raniganj - 58
sukanyaclasses.com

এই বাঁশে কে উঠেছে!

ভাইরাল সংলাপে ফের চর্চায় বেচারাম মান্না

মঞ্চে ছিলেন অভিনেতা দেব, ভিড় সামলাতে প্রাক্তন বিধায়কের মন্তব্য ঘিরে ফের সরগরম সোশ্যাল মিডিয়া

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

য়ার্ক সৌজন্যে - বসুদেব পদ্ম মো - 9800772177// সাউন্ড ও লাইট

এই বাঁশে কে উঠেছে? দুটো থাপ্পড় মারো তো!';একসময় মঞ্চ থেকে বলা এই সংলাপই এখন ফের ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দুর্গাপুজোর মণ্ডপে বাঁশ খেলার মরসুমে পুরনো সেই ভিডিয়ো ঘিরে শুরু হয়েছে রিল তৈরির হিড়িক। আর তার জেরেই নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছেন সিঙ্গুরের প্রাক্তন বিধায়ক বেচারাম মান্না। ঘটনাটি গত বছরের ২০ ডিসেম্বরের। হুগলির হরিপাল গুরুদয়াল স্কুলের মাঠে একটি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন অভিনেতা তথা সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তাঁকে দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু মানুষ। অভিনেতাকে কাছ থেকে দেখার জন্য কয়েকজন দর্শক বাঁশের কাঠামোয় উঠে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে মঞ্চ থেকে মাইক হাতে নিয়ে কড়া ভাষায় তাঁদের সতর্ক করেন তৎকালীন সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না।

ভিড়ের মধ্যে বাঁশে উঠে পড়া দর্শকদের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘‘এই বাঁশে কে উঠেছে? দুটো থাপ্পড় মারো তো। নাম! তোর ক্যামেরায় ছবি তোলা আছে। সিসি ক্যামেরা আছে, তোর বাড়িতে দেখছি আমি। পুলিশ পাঠাচ্ছি।’’ সেই মুহূর্তের ভিডিয়োই পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বেচারামের এই মন্তব্যের সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছিলেন দেব। পরিস্থিতি হালকা করতে এগিয়ে এসে বেচারাম মান্নার পিঠ চাপড়ে তাঁর হাত থেকে মাইক নেন অভিনেতা। এরপর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। দর্শকদের উদ্দেশে দেব বলেন, ‘‘আচ্ছা আচ্ছা, সব ঠিক হয়ে যাবে। কমিটির ভলান্টিয়ার্সরা একটু ওখানে চলে যাও, একটু ঠিক করে দাও ও দিকটা।’’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেচারাম মান্নার স্ত্রী করবী মান্নাও। ঘটনার সময় ভিডিয়োটি তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও, সম্প্রতি দুর্গাপুজোর মণ্ডপ খোলার মরসুমে সেটি ফের নজরে এসেছে। ‘এই বাঁশে কে উঠেছে’ সংলাপকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে একের পর এক রিল। ফলে পুরনো একটি মুহূর্ত নতুন করে নেটদুনিয়ায় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিঙ্গুর কেন্দ্র থেকে পরাজিত হওয়ার পর বেচারাম মান্নাকে নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা কিছুটা কমেছে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে পুরনো সেই ভিডিয়ো তাঁকে ফের আলোচনায় ফিরিয়ে এনেছে। এই ভাইরাল জনপ্রিয়তা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সাড়া মেলেনি।

ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এর আশঙ্কায় সাগরে সতর্কতা!

সমুদ্রে নামায় নিষেধাজ্ঞা

সকালের শিরোনাম
সুদেষ্ণা মন্ডল
সাগর

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’-এ পরিণত হওয়ায় উপকূলজুড়ে বাড়ছে দুর্যোগের আশঙ্কা। যদিও এই ঘূর্ণিঝড়ের সরাসরি স্থলভাগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা এ রাজ্যে নেই বলে জানানো হচ্ছে, তবুও এর প্রভাবে উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সম্ভাব্য দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে প্রশাসন। বিশেষ করে সুন্দরবনের সাগর ব্লকের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে বিভিন্ন এলাকায় চলছে জোরদার মাইকিং।

ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মৎস্য দপ্তরের নির্দেশ মেনে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের উপকূলে ফিরে আসার বার্তা দেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ পাওয়ার পর অনেক মৎস্যজীবীই নিরাপদে উপকূলে ফিরে এসেছেন। সমুদ্রে যাতে নতুন করে কোনও মৎস্যজীবী মাছ ধরতে না যান, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা মেনে চলার বার্তা দেওয়া হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। অন্যদিকে, সাগর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের নামিয়ে বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় চলছে সতর্কতামূলক প্রচার। মাইকিংয়ের মাধ্যমে বাসিন্দাদের পাশাপাশি পর্যটক, পুণ্যার্থী এবং অস্থায়ী দোকানদারদের সচেতন করা হচ্ছে। দুর্যোগের পরিস্থিতি তৈরি হলে যাতে কেউ বিপদের মধ্যে না পড়েন, সেই লক্ষ্যেই প্রশাসনের এই তৎপরতা। বিশেষ করে সমুদ্রের কাছাকাছি বসবাসকারী মানুষজনকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি আশ্রম চত্বরেও বাড়ানো হয়েছে সতর্কতা। সেখানে থাকা পুণ্যার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় থাকা অস্থায়ী দোকানদারদেরও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের নামতেও নিষেধ করা হচ্ছে। উত্তাল সমুদ্র কিংবা হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই কারণেই এই আগাম সতর্কতা। ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা মাথায় রেখে সাগর ব্লকের দুর্বল নদীবাঁধগুলিতেও বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। কশতলা গ্রাম-সহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর নদীবাঁধ এলাকায় পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার কারণে নদীবাঁধের কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কি না, সেদিকেও রাখা হচ্ছে বিশেষ নজর। বাঁধের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সম্ভাব্য বিপদের মোকাবিলায় সতর্ক থাকছেন সংশ্লিষ্ট কর্মীরা।

এদিকে, ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা নিয়ে উদ্বেগে মৎস্যজীবী পরিবারগুলিও। মৎস্যজীবী দিব্যেন্দু মাইতি বলেন, ঔ্ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা রয়েছে। সেই কারণে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ পাওয়ার পর আমরা উপকূলে ফিরে এসেছি।দ সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া বন্ধ থাকায় মৎস্যজীবীদের জীবিকাতেও সাময়িক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় সাগরজুড়ে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। সতর্কতামূলক মাইকিং, নদীবাঁধে নজরদারি এবং সমুদ্র সৈকতে বিধিনিষেধের মাধ্যমে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা চলছে। এখন আবহাওয়ার পরবর্তী পরিস্থিতির দিকেই নজর উপকূলবাসীর। প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে সরকারি নির্দেশ মেনে চলার এবং কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে প্রয়োজনে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় মাথায় হাত সুন্দরবনের ধান চাষিদের, দুশ্চিন্তা

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
কাকদ্বীপ

বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন সুন্দরবনের ধান চাষিরা। বিশেষ করে কাকদ্বীপের মতো উপকূলবর্তী অঞ্চলে এখন বিঘার পর বিঘা জমির ধান গাছে শিস গাজিয়েছে এবং বহু জমিতে ধান প্রায় পেকেও গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারী বৃষ্টি বা ঝড়ো হাওয়া বইলে ধান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে, যা কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। পাকা ধান কীভাবে দ্রুত বাড়ি তুলবেন, তা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে কাকদ্বীপের ধান চাষি রতন মাইতি বলেন, ক্ষ্মসাধারণত আগামী তিন সপ্তাহের পর থেকে আমাদের ধান কাটার কাজ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ভারী বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া শুরু হলে জমির ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা অত্যন্ত আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।ক্ষ্ম শুধু রতন মাইতি একা নন, এলাকার অন্য ধান চাষি ঝন্টু মাইতি ও তপন মাইতিরাও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় চাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রশাসন ও কৃষি দফতর। কাকদ্বীপের ব্লক কৃষি আধিকারিক ডঃ মিলন রায় জানান, বর্তমান আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে এবং ধান চাষিদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, জমিতে যাতে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল জমে না থাকে, সেজন্য চাষিদের দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। যে সমস্ত জমির ধান পেকে গিয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে কেটে নিরাপদ স্থানে তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি,

যে সমস্ত বড় ধানের গাছে সবে ফুল ধরেছে, সেই গাছগুলিকে একটি লাইনে সাজিয়ে দড়ি বা বাঁশ দিয়ে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে ঝড়ের বেগে গাছগুলি মাটিতে শুয়ে পড়ে নষ্ট না হয়ে যায়।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগসহ টাকা ফিরে পেলেন ব্যক্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর থানার অন্তর্গত বিবেকপুর গ্রামের বাসিন্দা কার্তিক চৌরা আবাস যোজনার প্রায় ২৫,০০০ টাকা সঙ্গে নিয়ে আনন্দপুর বাজারে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগে নগদ টাকা ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছিল। আনন্দপুর বাজারে পৌঁছে তিনি লক্ষ্য করেন যে, তাঁর মোটরসাইকেলে ব্যাগটি আর নেই। সম্ভবত যাত্রাপথে অসাবধানতাবশত ব্যাগটি কোথাও পড়ে গিয়েছিল। ব্যাগের মধ্যে থাকা বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র হারিয়ে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করেও ব্যাগটির কোনও সন্ধান না পেয়ে অবশেষে তিনি আনন্দপুর থানার দ্বারস্থ হন। বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দপুর থানার কর্তব্যরত অফিসার ও পুলিশকর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সূত্র সংগ্রহ করে অনুসন্ধান শুরু করা হয়। পুলিশকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, পেশাদারিত্ব ও নিরলস তৎপরতার ফলে অবশেষে মঙ্গলবার হারিয়ে যাওয়া ব্যাগটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ব্যাগের মধ্যে থাকা আবাস যোজনার প্রায় ২৫,০০০ টাকা এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রও অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ, টাকা ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র ফিরে পেয়ে কার্তিক চৌরা অত্যন্ত আনন্দিত ও স্বস্তি বোধ করেন। তিনি জানান, ব্যাগটি হারিয়ে যাওয়ার পর তিনি কার্যত আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু আনন্দপুর থানার পুলিশ যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তাঁর হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করেছে, তাতে তিনি অভিভূত।

তিনি আনন্দপুর থানার অফিসার ও পুলিশকর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং পুলিশের এই মানবিক ও দায়িত্বশীল ভূমিকার ভুয়োসী প্রশংসা করেন। আনন্দপুর থানার এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে, পুলিশ শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সাধারণ মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, তাঁদের আস্থা অর্জন করা এবং হারিয়ে যাওয়া আশাকে ফিরিয়ে দেওয়াও পুলিশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

নিখোঁজ বৃদ্ধার ধানজমি থেকে উদ্ধার পচাগলা দেহ

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি
খাতড়া

দুর্গাপুজোর মণ্ডপে প্রসাদ খেতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন বৃদ্ধা। পুজোর কয়েক দিন পর খাতড়া বাজার লাগোয়া একটি ধানজমি থেকে উদ্ধার হল তাঁর পচাগলা দেহ। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় খাতড়ায়। মৃতার নাম প্রতিমা বাগদি (প্রায় ৭০)। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খাতড়া থানার পুলিশ।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার ইন্দপুর থানার অন্তর্গত পায়রাচালী গ্রামের বাসিন্দা প্রতিমা বাগদি দুর্গাপুজো উপলক্ষে খাতড়ার রাজাপাড়ায় তাঁর ছোট মেয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। দুর্গাপুজোর নবমীর দিন দুপুরে রাজাপাড়ার দুর্গামণ্ডপে প্রসাদ খেতে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত পরিবারের তরফে খাতড়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর মঙ্গলবার খাতড়া বাজার সংলগ্ন চুয়াকানালীর লোকনাথ মন্দিরের কাছে একটি ধানজমির মধ্যে বৃদ্ধার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দেহটি পচে যাওয়ায় এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খাতড়া থানার পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের খবর দিয়ে ডেকে পাঠানো হয়। পরে পরিবারের লোকজন দেহটি শনাক্ত করেন।

পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। বৃদ্ধার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে খাতড়া থানার পুলিশ।

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন জনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতার

ভাতারের ঝর্ণা মোড়ের কাছে ১১৪ নম্বর বর্ধমান-বোলপুর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিনজনের। মঙ্গলবারের এই দুর্ঘটনায় আরও চারজন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে নয়ানজুলির জমিতে উল্টে যায় একটি চারচাকা গাড়ি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নবাব হাট থেকে বিয়ের প্রি-ওয়েডিং শুটিংয়ের জন্য আউশগ্রামের দিকে যাচ্ছিল চারচাকা গাড়িটি। গাড়িতে চালক-সহ মোট সাতজন ছিলেন। আরও জানতে পারা যায় পাত্রর বাড়ি ভাতার থানার আম্মুনা গ্রামে, থাকতেন মামার বাড়িতে, মামার বাড়ি নবহাট থেকেই তারা রওনা দেয় এবং আরো জানা যায় ওই পাত্রী বাড়ি ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক আলমপুর গ্রামে। অন্যদিকে, বাইক আরোহী বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, আচমকাই একটি ছাগল বাইকের সামনে চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ডান দিকে চলে যায়। সেই সময় চারচাকা গাড়িটির সঙ্গে বাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে বাইক আরোহী ছিটকে পড়েন এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চারচাকা গাড়িটি রাস্তার পাশে নয়ানজুলির জমিতে উল্টে যায়।

সুন্দরবনে হাই অ্যালার্ট, প্রস্তুত ফ্লাড সেন্টার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ন্যাজাট

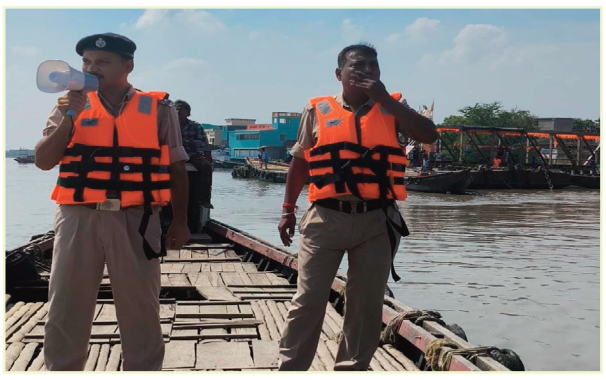

ঘূর্ণিঝড় ‘অর্ণব’ ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করায় সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ও সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন বিস্তীর্ণ এলাকায় জারি করা হয়েছে বিশেষ সতর্কবার্তা।সুন্দরবনের নদীমাতৃক এলাকায় নজরদারি জোরদার করতে বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, ন্যাজাট, সন্দেশখালী পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীপথে স্পিডবোট ও নৌকা নিয়ে মাইকিং প্রচার চালানো হচ্ছে। মৎস্যজীবী ও সাধারণ যাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন কোনো অবস্থাতেই তারা বর্তমানে নদীপথে না যান।ঝড়ের সম্ভাব্য প্রভাবের কথা মাথায় রেখে ন্যাজাট, সন্দেশখালী ও হিঙ্গলগঞ্জ সহ আশপাশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে কড়া নজরদারি চালায় পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। নিচু ও নদীর তীরবর্তী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এলাকার

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র গুলি ইতোমধ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে পুরোপুরি প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী দ্রুত মানুষদের সেখানে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সন্দেশখালীর বিধায়ক সনৎ সর্দার জানান, প্রশাসনিকভাবে আমরা সব ধরনের

পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত আছি। নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষকে সতর্ক করতে একটানা মাইকিং প্রচার চলছে।ত্রাণ ও আশ্রয়কেন্দ্রগুলো খুলে তদারকি করা হচ্ছে।

উপকূলীয় এলাকার মানুষ যাতে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকেন, সে জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে সব রকম ব বস্থা করা হয়েছে।

গীতার বাণীতে মুখরিত তুড়ুক দিঘির পাড়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা প্রচার এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন করা হলো পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ থানার বেড়ুগ্রাম গ্রামে। মঙ্গলবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচালনায় গ্রামের তুড়ুক দিঘির পাড়ে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গীতাপাঠকে কেন্দ্র করে এলাকায় আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

খণ্ডঘোষের বেড়ুগ্রাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আয়োজিত এই ‘সহস্র কণ্ঠে গীতাপাঠ’ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তথা বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি নিজের গর্ব ও আনন্দের কথা ব্যক্ত করেন। স্বামী তেজযানন্দ গিরি মহারাজ, নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের পবিত্র সান্নিধ্যে এই আয়োজন বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য লাভ করে।

গীতার বাণী পাঠ ও ধর্মীয় আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ।বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, এমন একটি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি গর্বিত ও আনন্দিত। সনাতন সংস্কৃতি এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অমর বাণী সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপরেও তিনি গুরুত্ব দেন।

কথায়, সনাতন সংস্কৃতি ও গীতার বাণী ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি প্রাণে। ধর্মীয় ভাবধারা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও গীতার আদর্শকে সামনে রেখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান সনাতন সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

১২০০ বোতল ফেনসিডিল সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

চার চাকার গাড়িতে করে ফেনসিডিল পাচারের চেষ্টা। পুলিশের তৎপরতায় ১২০০ বোতল ফেনসিডিল-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার রাতে চসকাপুর পুঠিমারি ঘোড়ামারা মোড় এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আনিকুল ইসলাম ও ফাইজুল শেখ। তাদের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা। ধৃতদের কাছ থেকে ফেনসিডিল উদ্ধার করার পাশাপাশি পাচারের কাজে ব্যবহৃত চার চাকার গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার বহরমপুরে মাদক সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজলকান্তি বিশ্বাস বলেন, মাদক কারবার সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতদের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে অভিযান চালায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। সেই সময় একটি ব্যক্তিগত চার চাকার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১২০০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। চারটি বস্তায় ভরা ছিল ফেনসিডিল। এরপরই গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ফেনসিডিল কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মঙ্গলবার ধৃত দুই ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

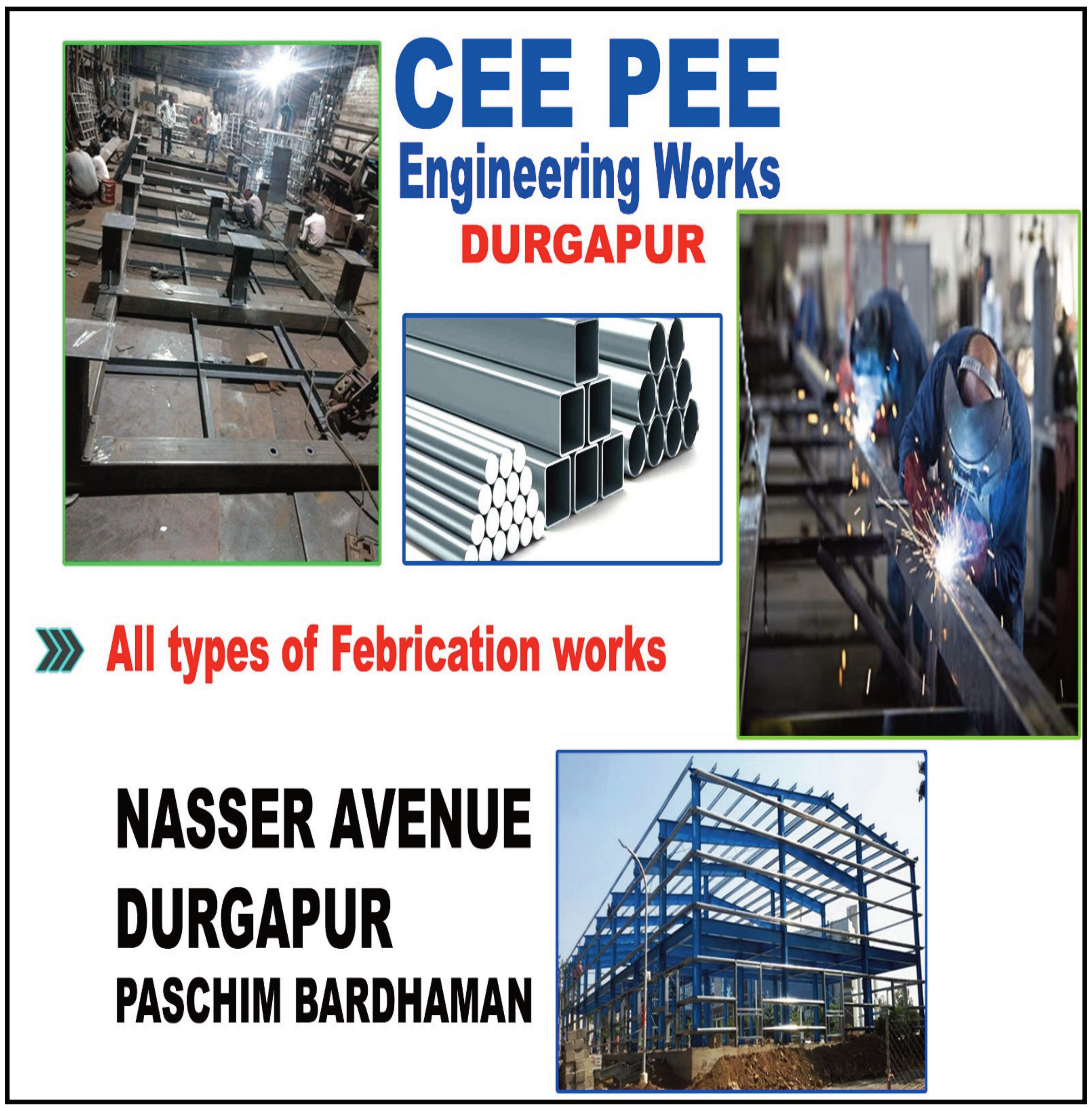
CEE PEE
Engineering Works
DURGAPUR
All types of Febrication works
NASSER AVENUE
DURGAPUR
PASCHIM BARDHAMAN

বালির চড়া দামে বাড়ি তৈরিতে সমস্যা, বালি মজুত করে বিক্রির অভিযোগ !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

বালির দাম আকাশছোঁয়া! সরকারি ব্যবস্থায় বালি পাওয়া গেলেও চড়া দামের কারণে বাড়ি তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পূর্ব বর্ধমানের রায়না ও মাধবডিহি থানা এলাকায় এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বালি মজুত করে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, রায়না ও মাধবডিহি থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে কিছু ব্যবসায়ী বালি মজুত করে রাখছেন। পরে সেই বালি চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। এমনকী, ট্রাক্টরে করে বালি পরিবহণের সময় প্রয়োজনীয় চালান বা বৈধ নথি থাকছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।অভিযোগকারীদের দাবি, প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে দিনের আলোতেই বিভিন্ন এলাকায় বালি মজুত ও বিক্রির কাজ চলছে। অথচ বালির দাম বেশি হওয়ায় সাধারণ গৃহস্থদের বাড়ি নির্মাণের খরচ ক্রমশ বাড়ছে। ফলে বহু মানুষ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে বা মাঝপথে কাজ চালিয়ে যেতে সমস্যায় পড়ছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, বালি মজুত ও পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী, পুলিশ বা প্রশাসনের তরফে কোনোরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এখন সাধারণ মানুষের দাবি, বালির বাজারদর নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়ানো হোক এবং বৈধ নথি ছাড়া বালি পরিবহণ ও মজুতের অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সাইবার হ্যাকারদের কবলে রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্রের মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

সাইবার প্রতারণার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রায়না এলাকায়। রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্রের মোবাইল ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যাক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগ, ওই নম্বরের হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইল ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে টাকা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পাঠানো হচ্ছে নানা বিভ্রান্তিকর বার্তাও।বিধায়ক সুভাষ পাত্রের তরফে সকলকে সতর্ক করে জানানো হয়েছে, ৬২৯৭২৭২৩২৮ নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপে কোনও মেসেজ এলে সতর্ক থাকুন। পরিচিত ব্যক্তি বা জনপ্রতিনিধির নাম ও ছবি ব্যবহার করে কেউ টাকা চাইলে তা যাচাই না করে কোনওভাবেই টাকা পাঠাবেন না। এমনকী, প্রতারকরা কিউ আর কোড বা পেমেন্ট স্ক্যানার পাঠিয়েও টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তাই কোনও স্ক্যানার স্ক্যান করে বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর আগে অবশ্যই বিষয়টি যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। তাঁর নাম ব্যবহার করে যাতে কেউ সাইবার প্রতারণার শিকার না হন, সেই কারণেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে।সতর্কবার্তাঞ্জ -হোয়াটসঅ্যাপে টাকা চেয়ে কোনও মেসেজ পেলে সরাসরি ফোন করে পরিচয় নিশ্চিত করুন। যাচাই না করে টাকা পাঠাবেন না এবং সন্দেহজনক লিঙ্ক বা কিউ আর কোড ব্যবহার করবেন না। সাইবার প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত ১৯৩০ নম্বরে যোগাযোগ করুন অথবা সরকারি সাইবার ক্রাইম পোর্টালে অভিযোগ জানান। সাইবার সচেতন থাকুন, নিজে সতর্ক থাকুন এবং অন্যকেও সতর্ক করুন।

ঘূর্ণিঝড়ের ভ্রূকুটি

সুন্দরবনের একাধিক ভাঙা নদীবাঁধ ঘিরে উপকূলবাসীর চরম আতঙ্ক

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বঙ্গোপসাগরে শক্তি সঞ্চয় করে এক অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে 'অর্ণব'। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলের দিকে ধেয়ে গেলেও, এর পরোক্ষ প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জেলাজুড়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত, দমকা ঝোড়ো হাওয়া এবং জলোচ্ছ্বাসের প্রবল আশঙ্কায় উপকূলবাসীর মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘূর্ণিঝড় 'অর্ণব'-এর আগ্রাসী রূপ এবং ঠিক এই সময়ই পূর্ণিমার কোটালের জেরে নদী ও সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের প্রবল সম্ভাবনায় সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের রাতের ঘুম উবে গেছে। সম্ভাব্য এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশাসন তৎপর হয়ে উঠেছে। নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর ও গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় লাগাতার মাইকিং করে সতর্কবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা ইতিমধ্যেই জাল ফেলতে গিয়েছিলেন, তাঁদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাগর ও নামখানা সহ সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে সিভিল ডিফেন্সের বিশেষ দলগুলিকে। তবে প্রশাসনের এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মধ্যেও স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে ভয়ের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নদী ও সমুদ্রের বাঁধগুলির বেহাল ও জীর্ণ দশা। নামখানা, সাগর ও পাথরপ্রতিমার মতো একাধিক অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই নদী ও সমুদ্রের বাঁধগুলি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। বারবার জোড়াতালি দিয়ে এই বাঁধগুলি সংস্কারের চেষ্টা করা হলেও ঝড়ের সময় বা কোটালের জলোচ্ছ্বাসে তা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। সামান্য বাঁধভাঙা জলেই প্লাবিত হতে পারে বিস্তীর্ণ জনবসতি ও কৃষিজমি;এই আশঙ্কায় নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন উপকূলের মানুষ। নামখানার ভগ্ন নদী বাঁধের তীরে বসবাসকারী আতঙ্কিত বাসিন্দা নিশিকান্ত বর্মন তাঁর ক্ষোভ ও ভয়ের কথা বলতে গিয়ে বলেন, ক্ষপ্রতিবারই ঝড়ের নাম শুনলে আমাদের বুক কেঁপে ওঠে। প্রশাসনের মাইকিং তো শুনি, কিন্তু আমাদের মাথার ওপর থেকে এই ভাঙা বাঁধের আতঙ্ক কি কোনোদিন কাটবে না? এই যে বাঁধের বেহাল দশা, হঠাৎ করে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে নদীর জল বেড়ে গিয়ে বুক সমান জল আমাদের ঘরের ভেতর ঢুকে আসবে। বারবার শুধু মাটি ফেলে জোড়াতালি দিয়ে বাঁধ মেরামতের নাটক চলে, কিন্তু স্থায়ী কোনো সমাধান হয় না। আমরা আর কত এভাবে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাবো? আমাদের একটাই দাবি; অস্থায়ী বা জোড়াতালির বাঁধ নয়, দ্রুত শক্তপোক্ত স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করে আমাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা হোক ক্ষ্ম সব মিলিয়ে ঝড়ের মেঘ হয়তো কেটে যাবে, কিন্তু উপকূলবাসীর মনে স্থায়ী বাঁধের দাবি এবং নিরাপত্তার প্রশ্নটিই বারবার উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

গাইঘাটা কাণ্ডে রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়ালেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বিষ্ণুপুর

গাইঘাটা কাণ্ডে রাজ্য সরকারের পাশে দাঁড়ালেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।

সৌমিত্র খাঁর দাবি এনকাউন্টার করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তাঁর কাছে কোনো খবর নেই।

তবে তাঁর দাবি নারী নিরাপত্তার প্রশ্নে রাজ্যের সরকারের তরফে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গাইঘাটার মতো নাবালিকাদের প্রতি অত্যাচারের ঘটনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকুক না কেন তা সঠিক বলেও এদিন দাবি করেছেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ।

কুপিয়ে খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে-২

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

কোজাগরি লক্ষ্মী পূজার রাতে এক ব্যক্তিকে ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের পর কুপিয়ে খুন, সেই ঘটনা পুলিশের জালে এবার দুজন। ধৃতরা হল রামানন্দ দাস এবং প্রেমানন্দ দাস। উল্লেখ্য লক্ষ্মী পূজার রাতে প্রহ্লাদ প্রারামানিক নামের এক ব্যক্তি রাতে জমিতে জল দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্যালো মেশিন চালানোর জন্য গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। এরপর বাড়ি ফিরছে না দেখে তার পরিবারের লোকেরা তাকে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানে পায়।

মৃত্যুর আগে তার মুখেই স্থানীয় ধরমপুর এলাকার কয়েকজন ব্যক্তির নাম শোনেন তার স্ত্রী। চারজনের বিরুদ্ধে মৃতের স্ত্রী পূর্বস্থলী থানায় সোমবার অভিযোগ দায়ের করেন। জমি নিয়ে পুরনো একটি বিবাদের জেরে তার উপর আক্রমণ বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার হলেও বাকি দুজন পলাতক। তাদের খজে তল্লাশি চালাচ্ছে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। এদিকে ধৃত দুজনকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার কালনা মহকুমা আদালতে পাঠায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ।

বিষ্ণুপুর মেলার উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে রাষ্ট্রপতি ও মুখ্যমন্ত্রীকে, ইঙ্গিত সৌমিত্র খাঁর

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর মেলার ইতিহাসে কি এবার যুক্ত হতে চলেছে নতুন অধ্যায়? মেলার উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে দেশের রাষ্ট্রপতি ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে। এমনই ইঙ্গিত দিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। মল্লরাজাদের প্রাচীন রাজধানী, মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের অন্যতম আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর মেলা। এবছর ৩৮তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে এই মেলা। প্রতিবছর ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে এই মেলা। ২০২৬ সালের মেলা উপলক্ষে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রশাসন। মেলা আয়োজন নিয়ে বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী, বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, বাঁকুড়ার জেলাশাসক, বিষ্ণুপুর ও কোতুলপুরের বিধায়ক, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক, (ঙ্গঞ্জঞ্জ-সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ জানান, এবছর বিষ্ণুপুর মেলার উদ্বোধনের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত বিষ্ণুপুর মেলার ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি বা মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মেলার উদ্বোধন হয়নি। তাঁদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হলে তা মেলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে। পাশাপাশি, এবারের বিষ্ণুপুর মেলাকে 'সনাতনী বিষ্ণুপুর মেলা' হিসেবে আয়োজন করার কথাও জানান সাংসদ।

৩টি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও গাঁজা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বাঁকুড়া

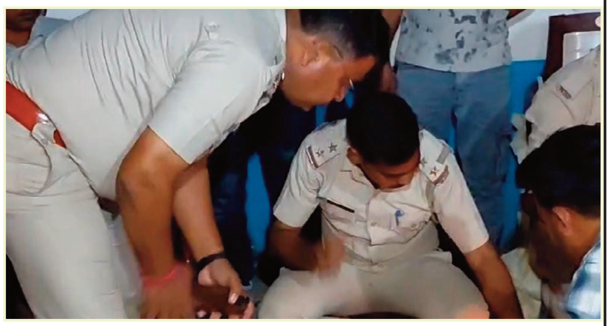

নেশা সামগ্রীর কেনাবেচার রমরমা ঠেকানোর ক্ষেত্রে ফের বড়সড় সাফল্য পেল বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার কবরডাঙ্গা এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। এলাকার মোট ৩ টি বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। বে আইনি ভাবে নেশা সামগ্রী মজুত রাখার অভিযোগে ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নারকোটিক্স আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। সম্প্রতি বাঁকুড়া শহর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বে আইনি ভাবে মজুত রাখা নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। কিছুদিন আগে বাঁকুড়ার কেঠারডাঙ্গা ও মেজিয়ায় পৃথক পৃথক ভাবে একাধিকবার হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশের কাছে বিশেষ সূত্রে খবর আসে বাঁকুড়া শহরের কবরডাঙ্গা এলাকায় শেখ আসলাম নামের স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। খবর পেতেই বাঁকুড়া জেলা পুলিশের ডিএসপি অরুনাভ দাস ও বাঁকুড়া সদর থানার আইসি র নেতৃত্বে পুলিশ শেখ আসলাম ও সংলগ্ন আরো ২ টি বাড়ি ঘিরে রেখে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশিতে বাড়িগুলিতে মজুত থাকা ৩৭৫ টি নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল ও ১৩৭৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপের বোতলগুলিতে সব মিলিয়ে প্রায় ৩৮১০০ মিলিলিটার সাফকফ টি মানের কাফ সিরাপ রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান শেখ আসলাম ও তাঁর জামাতা শেখ রাজু বাঁকুড়া শহরে বিভিন্ন নেশার ঠেকে চড়াদরে বিক্রির উদ্যেশ্যেই ওই বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ ও গাঁজা নিজের বাড়িতে মজুত করে রেখেছিল। পুলিশ ২ জনকেই গ্রেফতার করেছে। ওই বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপ ও গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এই চক্রে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

কাঠের বাটাম দিয়ে আঘাত, হাসপাতালে মৃত্যু মহিলার, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সবং

ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার পানিটোটা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে ওই গ্রামের এক মহিলা কল্পনা সিং এর বাড়িতে থাকতো ডেবরা থানার পাঁচগেড়িয়া গ্রামের গোবিন্দ সিং। ওই মহিলার স্বামী তিন বছর আগে মারা যায়। তারপর থেকে গোবিন্দ সিং ওই বাড়িতে থাকতে শুরু করে। ওই ব্যক্তির সাথে কল্পনা সিং এর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ। সোমবার বিকালে মোরগ লড়াই করে ফেরার পর কল্পনা সিং এর সাথে গোবিন্দ সিং এর বচসা হয়। সেই সময় গোবিন্দ সিং কাঠের বাটাম দিয়ে ওই মহিলার মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলা মাটির মধ্যে লুটিয়ে পড়ে। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে সবং গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দারা। চিকিৎসা চলাকালীন সোমবার রাতেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সবং থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত গোবিন্দ সিং কে পুলিশ গ্রেফতার করে। মঙ্গলবার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

৫০ বছরে ধান্দাবাগ পূর্বাঞ্চল সর্বজনীন শ্যামাপুজো, থিম 'বীরগাথা'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

৫০ বছরে পদার্পণ করল ধান্দাবাগ পূর্বাঞ্চল সর্বজনীন শ্যামাপুজো কমিটি। এই বিশেষ বছর কে স্মরণীয় করে তুলতে জোরকদমে শুরু হল পুজোর প্রস্তুতি। মঙ্গলবার খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যামাপুজোর সূচনা করলেন উদ্যোক্তারা। এ বছরের পুজোর থিম 'বীরগাথা'। মহাভারতের বীর যোদ্ধা থেকে শুরু করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার কাহিনি উঠে আসবে এবারের পুজোমণ্ডপে। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়কে তুলে ধরে দর্শনার্থীদের সামনে এক বিশেষ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোক্তাদের।

পুজোর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ বছর দর্শনার্থীদের ভিড় গত বছরের তুলনায় আরও বাড়বে বলে আশাবাদী পুজো কমিটির সদস্যরা। সেই লক্ষ্যেই বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এবারের শ্যামাপুজোর আনুমানিক বাজেট ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা। এদিনের খুঁটিপুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই-সহ পূর্বাঞ্চল সর্বজনীন শ্যামাপুজো কমিটির সদস্য ও সদস্যারা।

অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে পথ অবরোধ মহিলাদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের পোলগুস্তিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় মুন্সিরহাট-আমতা রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, হয় এই প্রকল্পের টাকা সকল যোগ্য প্রাপককে দিতে হবে, নয়তো প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, বাড়ি-গাড়ি থাকা সত্ত্বেও অনেকে এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। অথচ যাঁরা প্রকৃতপক্ষে এই আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের অনেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে যোগ্য প্রাপকদের হাতে প্রকল্পের টাকা পৌঁছে দেওয়ার দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

গরু ভর্তি লরি আটক, উদ্ধার ৩৫ টিরও বেশি গরু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দাঁতন

ধানের তুষ বোঝাই ১৬ চাকার লরির ভিতরে গোপন পাটাতন তৈরি করে গরু পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ! মঙ্গলবার ভোরে বাংলা-ওড়িশা সীমান্তে ন্স্র মাটিবেরুয়া নাকায় অভিযান চালিয়ে ওই লরি থেকে ৩৫ টিরও বেশি গরু উদ্ধার করল দাঁতন থানার পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাইরে থেকে লরিটিকে ধানের তুষ বোঝাই গাড়ি বলে মনে হলেও ভিতরে তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ গোপন পাটাতন। সেই পাটাতনের আড়ালেই রাখা হয়েছিল গরু গুলিকে। পুলিশের তল্লাশিতে সামনে আসে এই অভিনব কৌশলে গরু পাচারের অভিযোগ।অভিযানের পর লরিটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া

গরু গুলিকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ওড়িশার 'মা ভবতী গোশালা'য় পাঠানো হয়েছে।এই পাচারচক্রের সঙ্গে কারা জড়িত, কোথা থেকে গরু গুলিকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে দাঁতন থানার পুলিশ। ঘটনার পিছনে কোনও বড় পাচার চক্র রয়েছে কি না, তদন্তের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা চলছে।

ছেলেকে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা, অভিযোগ মায়ের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঘাটাল

২০ টাকা নেওয়ায় ছেলেকে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা মায়ের, চাঞ্চল্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের রথীপুরে। ৭ বছরের ছেলে মাকে না জানিয়ে ২০ টাকা নিয়ে খেলতে যাওয়ায় মঙ্গলবার গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়ে শাস্তি দেওয়ার অভিযোগ মা ঝুমা সামন্তের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ঘাটাল থানার পুলিশ গিয়ে জখম শিশুকে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। তবে এই ঘটনা এখনো পর্যন্ত ঘাটাল থানায় কোন লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনায় প্রতিবেশীরা মায়ের শাস্তির দাবি তুলছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ মাত্র কুড়ি টাকার জন্য নিজের মা ছেলের প্রতি এমন আচরণ করতে পারে তা ভাবা যায় না। তাই স্থানীয় বাসিন্দারা ওই শিশুর মায়ের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বীরভূম

প্রায় এক দশক পর শহীদ দিবস পালন করে বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তুললেন বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মিশ্র। সালটা তখন ২০১৪। রাজ্যে চার বছরের তৃণমূল সরকার। বীরভূমের মাটি মানেই জোড়া ফুলের শক্ত ঘাঁটি। হঠাৎ করেই অশান্ত হয়ে উঠলো বীরভূমের পাড়ুই থানার চৌমণ্ডলপুর, মাখড়া গ্রাম। বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষে খুন হয়েছিলেন তৌশিক শেখ। অশান্ত হয়েছিল ইলামবাজার ব্লকের পাড়ুই। গুলি বোমা, রক্তাক্ত পরিবেশ। রাতারাতি রাজ্যে শিরোনামে বীরভূমের পাড়ুই। এদিন পাড়ুই এর মাখড়া গ্রামে ভারতীয় জনতা পার্টির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে নিহত বিজেপি কর্মী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন, বোলপুর সংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিকাশ মিশ্র,

বিজেপির আরেক যুবনেতা সুমিত মন্ডল, এছাড়াও নিহত বিজেপি কর্মীর পরিবার ও সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীরা। বিজেপির নেতা বিকাশ মিশ্র বলেন, ২৭ শে অক্টোবর ঐতিহাসিক দিন। এই দিনেই পাড়ুই এ তৌসিক খুন হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে, তার মৃত্যু বৃথা যাবেনা এটা নিশ্চিত করছি। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি হবে।

পূর্ব রেলের ডিআরএম অফিসের সামনে প্রতীকী ধর্না

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

৭৮ দিনের বোনাসের নির্ধারিত সীমা বৃদ্ধি এবং অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করার দাবিতে আজ পূর্ব রেলের ডিআরএম অফিসের সামনে প্রতীকী ধর্না প্রদর্শন করলেন রেলকর্মীরা। ভারতীয় রেল কর্মচারী সংঘ ও পূর্ব রেল কর্মচারী সংঘের ব্যানারে আয়োজিত এই ধর্নাকে সমর্থন জানায় ভারতীয় মজদুর সংঘ। ধর্নার নেতৃত্ব দেন ভারতীয় মজদুর সংঘের সর্বভারতীয় কার্যসমিতির সদস্য তথা টেক্সটাইল বিভাগের প্রভারি জয়নাথ চৌবে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত ৭৮ দিনের বোনাস এবং ৭,০০০ টাকার উর্ধ্বসীমায় কর্মীরা সন্তুষ্ট নন। বর্তমান পরিস্থিতিতে অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের ভিত্তিতে বোনাসের হিসাব নির্ধারণ করা উচিত বলে তিনি দাবি করেন। অষ্টম বেতন কমিশন প্রসঙ্গে জয়নাথ চৌবে বলেন, কমিশন গঠিত হলেও তার সুপারিশগুলি দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন। এই দাবিতেই ভারতীয় মজদুর সংঘের নেতৃত্বে দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। তিনি আরও জানান,

এই ধর্না শুধুমাত্র বোনাসের দাবিতে সীমাবদ্ধ নয়। বেতন সংশোধনের পাশাপাশি পদোন্নতি, সামাজিক সুরক্ষা, পেনশন, চিকিৎসা পরিষেবা, স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মতো একাধিক বিষয়ও আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। কর্মীদের সার্বিক স্বার্থ রক্ষাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। ধর্নাকে সফল বলে উল্লেখ করে পূর্ব রেল কর্মচারী সংঘের সমস্ত পদাধিকারী ও কর্মীদের অভিনন্দন জানান তিনি। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় মজদুর সংঘের আন্দোলন প্রসঙ্গে জয়নাথ চৌবে স্পষ্ট জানান, ভারতীয় মজদুর সংঘ একটি অরাজনৈতিক শ্রমিক সংগঠন। সরকার যে দলেরই হোক, শ্রমিক, শিল্প ও দেশের স্বার্থে কাজ করলে সংগঠন সমর্থন করবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে সভাস্থল পরিদর্শনে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

আগামী ১৫ই নভেম্বর ভগবান বীরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝাড়গ্রাম জেলায় আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু জানিয়েছেন, ১৫ই নভেম্বর বীরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিলদা এবং বিনপুরের মধ্যবর্তী সাহারিতে 'জনজাতি গৌরব দিবস' পালিত হবে। সেই বিশেষ অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাহারিতে আসছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই আসন্ন সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের অন্দরে চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার শিলদা সংলগ্ন সাহারিতে প্রস্তাবিত সভাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর এবং জেলা পুলিশ সুপার মানব সিংলা। এদিনের পরিদর্শনে প্রশাসনিক প্রধানদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু এবং জেলা প্রশাসন ও পুলিশের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

মঞ্চ কোথায় তৈরি হবে, হেলিপ্যাডের অবস্থান, সাধারণ মানুষের বসার জায়গা এবং ভিভিআইপি কনভয়ের যাতায়াতের পথ;এদিন সবটাই খুঁটিয়ে দেখেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। বিধায়ক প্রণত টুডুও সভার সার্বিক প্রস্তুতি ও স্থানীয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সফর যাতে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তার জন্য কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হচ্ছে। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যারিকেড ব্যবস্থা এবং জরুরি পরিষেবা নিয়ে এদিন সভাস্থলেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সারেন জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর ও পুলিশ সুপার মানব সিংলা। বীরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকীতে 'জনজাতি গৌরব দিবস' উদযাপন এবং মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজ ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে।

আখের জমি থেকে যুবকের দেহ উদ্ধারের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

সাত দিন আগে ঘরে এসেছে কন্যাসন্তান। সেই সন্তানকে আকিকা দেওয়ার জন্য মেদিনীপুর থেকে বাড়ি ফিরছিলেন আসগর শেখ (২৭)। কিন্তু বাড়ি পৌঁছনোর আগেই উদ্ধার হল তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ। মঙ্গলবার জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুতি থানার মহিশাইল মোড় সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি আখের জমি থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত আসগর শেখের বাড়ি সুতি থানার গোঠা চাঁদনিচক গ্রামে। তিনি মেদিনীপুরে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। সম্প্রতি তাঁর কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ায় বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু মহিশাইল মোড় সংলগ্ন একটি মদের কাউন্টারের উল্টোদিকের রাস্তার পাশে আখের জমিতে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, আসগরকে খুন করে মদের কাউন্টারের সামনের রাস্তার উল্টোদিকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যেতে পারে। ঘটনাটি ঘিরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সাত দিনের কন্যাসন্তানকে আকিকা দেওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই কীভাবে মৃত্যু হল আসগরের? এটি কি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশের তদন্তের দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একাধিক এলাকায় প্রভাব পড়ল ঘূর্ণিঝড় অর্নবের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

ঘূর্ণিঝড় অর্নবের প্রভাব পড়ল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা , দাঁতন, মোহনপুর, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি, মেদিনীপুর, শালবনি সহ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরের পর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায় এরপর শুরু হয় ঝড়ো বাতাস ও মুষলধারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। যার ফলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা ও দাঁতন এলাকায় ঝড়ের দাপট ছিল ব্যাপক। যার ফলে একাধিক জায়গায় রাস্তার উপর গাছ ভেঙে পড়েছে ,বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে ,কোথাও আবার টোটোকে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। যার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎ হীন হায় পড়েছে। তাই সমস্যায় পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। বিশেষ করে দাঁতন থানার সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী এলাকার গ্রামগুলিতে ঝড়ের দাপটে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার পর গাছ ভেঙে পড়ায় যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে অর্ণব ঘূর্ণিঝড় এর ফলে বৃষ্টি শুরু হয় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ,গোয়ালতোড়, গড়বেতা , চন্দ্রকোনা রোড এলাকায় মাঠের পাকা ধান মাঠেই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।। যদি একটানা এভাবেই বৃষ্টি চলতে থাকে তাহলে ধান চাষের প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে, সেই সঙ্গে পরিস্থিতির উপর নজরদারি শুরু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার প্রতিটি ব্লক প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকে যেভাবে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ঝড়ো বৃষ্টির শুরু হয়েছে যার ফলে বেশ কিছু মাটির বাড়ি যেমন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা তেমনি ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন।

নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ইট পড়ে গুরুতর জখম কারখানার শ্রমিক

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

নির্মাণস্থলে নিরাপত্তার অভাবই কি ডেকে আনল বিপদ ? হাওড়ার ইছাপুর রোডে নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে ইট খসে পড়ে গুরুতর জখম হলেন ৪৯ বছরের কারখানা শ্রমিক দীনেশ সামন্ত। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনার পর তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ২৪ ঘণ্টার জন্য আইসিইউতে রেখে তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছেন চিকিৎসকরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কারখানার সামনের বাথরুম ও জলের কলের কাছে গিয়েছিলেন দীনেশবাবু। সেই সময় উপর থেকে ইট খসে তাঁর মাথা ও ঘাড়ে পড়ে। পিঠেও গুরুতর আঘাত লাগে। প্রত্যক্ষদর্শী সৌমেন হাজরার অভিযোগ, পাশেই ওই নির্মাণস্থলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। স্থানীয়দের দাবি, তিন পক্ষের অংশীদারিতে তৈরি ওই বহুতলে কোনও সুরক্ষা জাল, গার্ড বা উপযুক্ত ঘেরাটোপ ছিল না। এর আগেও সেখান থেকে ইট পড়ে পথচারীরা আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ তাঁদের। দুর্ঘটনার পর এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, বহুতলটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ছাড় ও নিরাপত্তাবিধি মানা হচ্ছে না। এক বাসিন্দার কথায়, তআহত ব্যক্তি কারখানায় কাজ করে সংসার চালান। তাঁর কিছু হয়ে গেলে পরিবারকে কে দেখবে ?দ অবিলম্বে নির্মাণকাজ বন্ধ করে অভিযোগ খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে বহুতলটি ভেঙে ফেলার দাবিও তুলেছেন তাঁরা। এদিন খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। নির্মাণের বৈধতা ও নিরাপত্তা নিয়ে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে। এখন দীনেশবাবুর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন চিকিৎসকরা।

জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ মোটর বাইকের দাপট দুর্গাপুর শহরে

সকালের শিরোনাম
অঞ্জু সরকার
দুর্গাপুর

তিন লাখি মোটরবাইক এখন ১৫ বছরের কিশোরের হাতে খোদ পুলিশ কর্তার এই অভিযোগ। উৎসবের মধ্যে পুলিশকে হিমশিম খেতে হচ্ছে ট্রাফিক সামাল দিতে। জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ মোটর বাইকের দাপট দুর্গাপুর শহরে। উন্মত্ত যুবকদের হাতে মোটর বাইক উঠলেই বিপদ ঘনিয়ে আসছে জাতীয় সড়ক থেকে রাজ্য সড়ক জুড়ে। পুলিশ পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র পুজোর মরশুমে পথ দুর্ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে দুর্গাপুরে। এই মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে গোটা শিল্পাঞ্চলজুড়ে। পুজোর মরশুমে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে একের পর এক পথদুর্ঘটনায় বেড়েছে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা। বহু মায়ের কোল খালি হয়ে গেছে। বেপরোয়া গতি, অসতর্কতা এবং ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করার মতো বিষয়গুলি নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। উৎসবের মরশুমে দুর্ঘটনা রুখতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ট্রাফিক সচেতনতা বাড়াতে এবার ফের পথে নামল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় থেকে সিটি সেন্টার পর্যন্ত একটি সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি পানাগড় বাজার এলাকাতেও পদযাত্রার মাধ্যমে পথচলতি মানুষকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়। দুর্গাপুরের গান্ধী মোড় থেকে শুরু হওয়া পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি ট্রাফিক (৩) রাজকুমার মালাকার। তিনি বলেন বাবা মায়েরা এখন পনেরো বছরের ছেলেকে কেটিএম বাইক কিনে দিচ্ছেন। সেই বাইক নিয়ে ছেলেরা উর্ধ্বতভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। সেই কারণেই পুজোয় দুর্ঘটনা বেড়েছে।

উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময় মণ্ডল এবং সাব ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অনন্ত রায়। পুলিশ আধিকারিকদের নেতৃত্বে পদযাত্রায় পথনিরাপত্তার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। আগামী দীপাবলি উৎসবে সাধারণ মানুষকে ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং রাস্তায় চলাচলের সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের বার্তা দেওয়া হয়। পুজোর সময় রাস্তায় যানবাহনের চাপ যেমন বাড়ে, তেমনই উৎসবের আনন্দে অনেক সময় অসতর্ক হয়ে পড়েন চালক ও বাইক আরোহীরা। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো এবং ট্রাফিক নিয়ম না মানার মতো প্রবণতা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে জাতীয় সড়ক ও শহরের ব্যস্ত রাস্তাগুলিতে সামান্য অসতর্কতাও প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। শুধু দুর্ঘটনার পর পদক্ষেপ নয়, দুর্ঘটনা এড়াতে সচেতনতা গড়ে তোলার উপরেও জোর দিচ্ছে পুলিশ।

শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বিজেপি বিধায়ক ও জেলা সভাপতি

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

আসানসোলের বনিকসভা বা চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক বৈঠক হয়। আসানসোলে হওয়া সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ শুভম মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। এই বৈঠকে শিল্পপতি আর. পি. খৈতান, শচীন রায় সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। তাদের সঙ্গে শাসক দলের বিধায়ক ও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব আসানসোল ভবিষ্যৎ শিল্পায়ন, নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এবং স্থানীয় যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করেন। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের তরফে বিজেপি নেতৃত্বর কাছে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ টানতে কি করা উচিত, তারজন্য একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত! পুলিশের দ্বারস্থ প্রতারিত বিনিয়োগকারীরা

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

প্রোডাক্টভিত্তিক একটি সংস্থায় বিনিয়োগের নামে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আসানসোল-সহ পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন এলাকায়। প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের দাবি, এই ঘটনায় প্রায় ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে এবং ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যদিও এই বিপুল অঙ্কের টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যার সরকারি নিশ্চিতকরণ এখনও হয়নি। অভিযোগ, প্রায় এক বছর চার মাস ধরে সংস্থাটি স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা চালিয়েছিল এবং বিনিয়োগকারীদের রিটার্নও দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মল খোলা ও ব্যবসার সম্প্রসারণের নাম করে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া শুরু হয়। অভিযোগ, দুর্গাপুজোর আগে হঠাৎই সংস্থার অফিস বন্ধ করে উধাও হয়ে যান পরিচালকেরা।

প্রতারিতদের অভিযোগ, স্থানীয় যুবক সন্দীপ বাউড়ি তাঁদের ওই সংস্থায় বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি পুরুলিয়ার কাছে সাঁওতাল মোড় গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগকারীদের দাবি, সন্দীপ নিজের স্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কর্মী এবং শাকতোড়িয়া ফাঁড়িতে কর্মরত বলে জানিয়েছিলেন। সেই পরিচয়ের উপর ভরসা করেই অনেকে তাঁদের সঞ্চিত টাকা বিনিয়োগ করেন। বিনিয়োগকারীদের দাবি, কয়েক দিন আগে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ঐতিহ্যবাহী 'কথাকলি কালিকা মন্দির'-এর আদলে মণ্ডপ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নদীয়া

শারদোৎসবের আবহ শেষ হতেই এবার দীপাবলি ও শ্যামাপূজার প্রস্তুতিতে মাতল নদিয়া জেলা। দীপাবলি উপলক্ষে সীমান্ত লাগোয়া আড়ংঘাটা এলাকায় কালীপূজাকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই সাজো সাজো রব। এই পুজো আবহের মধ্যেই জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১৫তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে আড়ংঘাটার অন্যতম জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন 'গোল্ডেন টাচ'। উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হিসেবে সম্প্রতি সম্পন্ন হলো তাদের ঐতিহ্যবাহী খুঁটি পূজা।বিগত বছরগুলির মতো এ বছরও দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ চমক রাখছেন উদ্যোক্তারা। গোল্ডেন টাচের ১৫তম বর্ষের মূল আকর্ষণ হতে চলেছে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলী ও স্থাপত্যের মেলবন্ধনে তৈরি 'কথাকলি কালিকা মন্দির'। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ও সমৃদ্ধ শিল্প মাধ্যম 'কথাকলি'-র আদলে কালিকা মন্দিরের রূপ দেওয়া হবে সমগ্র পুজো মণ্ডপকে। মণ্ডপসজ্জা ও অলংকরণে থাকবে দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের আবহ এবং অভিনব কারুকাজ।আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে খুঁটি পূজা সম্পন্ন করেন ক্লাবের সদস্যরা। এই খুঁটি পূজার মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে গেল মণ্ডপ নির্মাণ এবং উৎসবের চূড়ান্ত রূপরেখা বাস্তবায়নের কাজ।

পূজাকে ঘিরে ক্লাব প্রাঙ্গণে এখন থেকেই উদ্যোক্তা ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তীব্র উদ্দীপনা ও ব্যস্ততা চোখে পড়ছে। বিগত বছরগুলিতেও নানা সামাজিক ও সৃজনশীল ভাবনার মাধ্যমে আড়ংঘাটা সহ সমগ্র নদিয়া জেলার পুজোপ্রেমী মানুষের নজর কেড়েছে গোল্ডেন টাচ। ১৫তম বর্ষের এই সুবর্ণ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে তাদের এই ভিন্নধর্মী উদ্যোগ কতটা দর্শনার্থীদের মন জয় করে এবং কতটা ভিড় টানতে পারে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় পুজোপ্রেমী আমজনতা।

ডা পারের ধাক্কায় বাইক দুমড়েমুচড়ে, অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

গ্রামের বুক চিরে যাওয়া রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে ছুটছে মাটি ও ছাই বোঝাই ভারী ডাম্পার। আর সেই ডাম্পারের দৌরাত্ম্যেই বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। মঙ্গলবার জামুড়িয়ার বিজয়নগর গ্রামে একটি মাটি বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি মোটরবাইক। ডাম্পারের গতিবেগ দেখে সময়মতো বাইক থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে পড়ায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন আরোহী। ডাম্পারের তলায় ঢুকে যায় বাইকটি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, জামুড়িয়ার শিল্পাঞ্চল থেকে প্রায় ৪০-৫০ টন মাটি ও ছাই বোঝাই ডাম্পার দ্রুতগতিতে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। পরিবহণের সময় মাটি ও ছাই ঢেকে না রাখায় তা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে।

পরে জল পড়লে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি আরও বাড়ে। পাশাপাশি, বহু ডাম্পারের বৈধ পরিবহণ সংক্রান্ত নথি নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে। জামুড়িয়া মণ্ডল-১ বিজেপি যুব মোর্চার জিএস সৌরভ পালও ভারী যানবাহনের দৌরাত্ম্য নিয়ে সরব হন। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে অতিরিক্ত বোঝাই ও দ্রুতগতির ডাম্পারের চলাচল নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, বারবার জানিয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি।

মঙ্গলবারের দুর্ঘটনার পর বাধ্য হয়েই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুড়িয়া থানার কেন্দা ফাঁড়ির পুলিশ ও জামুড়িয়া ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা। কয়েক ঘণ্টা অবরোধ চলার পর পুলিশের আশ্বাসে তা তুলে নেন গ্রামবাসীরা। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও ডাম্পারটি উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ।

বাঁশকোপা টোল প্লাজার সামনে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার রুখতে উদ্যোগ

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য
কাঁকসা

জাতীয় সড়কে পথদুর্ঘটনা কমাতে এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে মঙ্গলবার এক বিশেষ প্রচার অভিযানে নামে কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ এবং বাঁশকোপা টোল প্লাজার আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজা সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। বহু মানুষ ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার না করে সরাসরি টোল প্লাজার সামনে দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করছেন। পথদুর্ঘটনা এড়াতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে সেখানে একটি ফুট ওভারব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে তা ব্যবহারের অনীহা দেখা যাচ্ছে। আর এই অসচেতনতার ফলেই ওই এলাকায় নিত্যদিন ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে।এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং প্রাণহানি এড়াতে এদিন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে যৌথভাবে সচেতনতামূলক প্রচার চালান কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ও জাতীয় সড়ক এবং টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষ। এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাঁশকোপা টোল প্লাজার আধিকারিকরা এবং কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি এম.ডি. আশরাফুল ইসলাম সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা।এ বিষয়ে কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি এম.ডি. আশরাফুল ইসলাম জানান, পথদুর্ঘটনা রোধ করতেই সাধারণ মানুষকে সচেতন করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করেন, তারা যেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এভাবে রাস্তা পারাপার না করে নির্দিষ্ট ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার করেন। পাশাপাশি, ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহারে সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না বা সেখানে কোনো পরিকাঠামোগত ত্রুটি রয়েছে কি না, সে বিষয়েও জাতীয় সড়ক এবং টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তবে তা দ্রুত সংশোধন করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

SUKANYA REALTORS
Your Referral is our Compliment
Utopia Gardenia
A World Where Kids Play, Families Bond, and Dreams Grow ...
At
Bhiringi Ambagan, Durgapur
MORE DETAILS
CONTACT
9800354432

দুর্গাপূজাকে টেক্কা দেয় পাঁচ দিনের কোজাগরী !

সকালের শিরোনাম
বিশ্ব ব্যানার্জী
নদীয়া

এমন দৃশ্য সচরাচর চোখে পড়ে না! বাঙালি বলতেই জানে দুর্গাপূজা পাঁচ দিনের। কিন্তু নদিয়ার প্রান্তিক গ্রামে দেবী কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনাই চলে টানা পাঁচ দিন ধরে। কেবল তাই নয়, দুর্গাপূজার মতোই নতুন জামাকাপড় পরে বড় বড় বর্ণাঢ্য মণ্ডপে প্রতিমা দর্শন এবং মেলা দেখতে ভিড় জমান হাজার হাজার দর্শনার্থী। এই ঐতিহ্যবাহী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ঘিরে উৎসবের আমেজে ভাসছে নদিয়ার চাকদহ ব্লকের দরাপপুর। চলতি বছরে এখানকার পূজা পা দিল ৭৬তম বর্ষে। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জিত দাস বলেন, ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অসংখ্য মানুষ এদেশে এসে চাকদহের দরাপপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জয়হরি রায়। পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা জেলায় লক্ষণ নদীর তীরে লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এখানে এসে তিনি প্রথমে একটি বাজার গড়ে তোলেন। তবে তখনকার দরাপপুর ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা এক গ্রাম, যেখানে ছিল আদিবাসীদের কয়েক ঘর বসতি। ঘন জঙ্গলের কারণে রাতে বাঘের ভয় সহ নানান আতঙ্কে দিন কাটাতেন এলাকাবাসী।১৯৫০ সালে জয়হরি রায় চিন্তা করেন, যেহেতু বাজার গড়ে উঠেছে, তাই এখানে বড় করে লক্ষ্মীপূজা ও মেলার আয়োজন করা প্রয়োজন। এই উদ্যোগে তিনি পাশে পান গিরিশ দাস, পরেশ বিশ্বাস, ব্রজেন দাস ও রাজকুমার দাসের মতো সহৃদয় ব্যক্তিদের। স্থানীয় বাসিন্দা নিতাই মোদক অতীত স্মৃতি নিয়ে বলেন ১৯৫০ সালে মাত্র দুটি প্রতিমা নিয়ে পুকুর পাড়ে এই মেলার সূচনা হয়েছিল। তার পরের বছরই বাজার প্রাঙ্গণে মেলা স্থানান্তরিত হয়।সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মেলার পরিধি ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মেলাকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে দূর-দূরান্ত থেকে আনা হতো নানা রকমের বিনোদন বগুলা থেকে পুতুল নাচ, রোমাঞ্চকর সার্কাস ও জাদুখেলার প্রদর্শনী চলছে। পুজো কমিটির সদস্য চন্দন দেবনাথ বলেন লক্ষ্মীপূজার এই দিনগুলিতে দরাপপুরের ঘরে ঘরে উৎসবের আমেজ নামে দেশ-বিদেশ, এমনকি দূরবর্তী বাংলাদেশ থেকেও আত্মীয়স্বকারীরা এই মেলা উপলক্ষে দরাপপুরে ছুটে আসতেন আজও বিদেশ এবং রাজ্যের বাইরে থাকা স্থানীয় লোকজন আসেন এই পুজো উপলক্ষে। বর্তমানে দরাপপুর গ্রামেই প্রায় ৪০ থেকে ৫০টি বড় আকারের লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করা হয়। দুর্গাপূজার মতোই সমান প্রতিযোগিতা ও উদ্দীপনা নিয়ে তৈরি হয় মণ্ডপ ও প্রতিমা। আগামী ৩০ ও ৩১ অক্টোবর সারারাতব্যাপী বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমানে এই মেলা আর কেবল দরাপপুরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। চাকদহ ব্লকের হিংলাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দরাপপুর ও বল্লভপুর, দেউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌগাছা এবং ঘেটুগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতাজি বাজার এলাকা জুড়েও বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পদ্মলক্ষ্মী ও ধনলক্ষ্মীর আবাহনে সেভেন স্টার ক্লাবচলতি বছরেও দর্শনার্থীদের মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে দরাপপুর সেভেন স্টার ক্লাব। তাদের প্রাঙ্গণে কোজাগরী দেবী লক্ষ্মীর পাশাপাশি বিশেষ শ্রদ্ধায় পূজিত হচ্ছেন ধনলক্ষ্মী ও পদ্মলক্ষ্মী। পঞ্চমী তিথিতে আলোর রোশনাই আর ঢাকের বোলে সেজে উঠেছে সমগ্র দরাপপুর। রবিবারে হয়ে বিসর্জন সেইদিন বিজয় দশমীর মতো সিঁদুর খেলা এবং প্রণাম কোলাকুলি সব কিছুই অনুষ্ঠিত হবে।

বানরের শাবককে বাঁচিয়ে মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

মানবিকতার এক উজ্জ্বল ছবি দেখা গেল শান্তিপুরের সূত্রাগড় কৃষ্ণকালিতলা বঙ্গপাড়া এলাকায়। সোমবার গভীর রাতে একটি বাড়ির ছাদ থেকে উদ্ধার হয় সদ্যজাত এক বানর শাবক। সামান্য আশ্রয়ের অভাবে মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো সেই ছোট্ট প্রাণটিকে পরম যত্নে বাঁচিয়ে রাখার পর বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার এই মহৎ উদ্যোগ কুড়িয়েছে সর্বস্তরের প্রশংসা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে বঙ্গপাড়া এলাকার একটি বাড়ির ছাদে হঠাৎই কিছু একটা কান্নার আওয়াজ পান বাসিন্দারা। উৎস খুঁজতে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা দেখতে পান, একটি সদ্যজাত বানরের শাবক অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছাদের এক কোণে পড়ে রয়েছে। তীব্র শীতে ও আতঙ্কে কাঁপছিল ছোট্ট প্রাণীটি। মায়ের কোলছাড়া হয়ে ছাদের ওপর পড়ে থাকা এই প্রাণীকে দেখে স্থির থাকতে পারেননি এলাকাবাসী।প্রাথমিকভাবে বানর শাবকটির যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেই কারণে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি বাঁশের ঝুড়ি চাপা দিয়ে তাকে সুরক্ষিত করা হয়। এরপর স্থানীয় মানুষেরা একত্রিত হয়ে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করতে এবং তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য পরম যত্নে তাকে ফোঁটায় ফোঁটায় দুধ খাওয়ান। সারারাত পাহারা দিয়ে ছাদেই তাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়। মঙ্গলবার সকাল হতেই এলাকার যুবকরা আর কালবিলম্ব না করে স্থানীয় বনদপ্তর আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত জানানোর পর বনদপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছান। এরপর এলাকাবাসীর উপস্থিতিতে অত্যন্ত নিরাপদে ও সুস্থ অবস্থায় সদ্যজাত বানরের শাবকটিকে বনদপ্তরের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, শাবকটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার স্বাভাবিক আবাসে বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের এই পদক্ষেপে রক্ষা পেল একটি নিষ্পাপ প্রাণ। কংক্রিটের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া মানবিকতার এই ঘটনায় মুগ্ধ শান্তিপুরবাসী।

খবরের জের

দৃষ্টিহীন কালীচরণের পাশে বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল
ঝাড়গ্রাম

রবিবার সংবাদ সম্প্রচারের পর সোমবারই বাড়িতে পৌঁছে বন্ধ থাকা দুটি রেশন কার্ড চালু করেছিলেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। এবার নয়াগ্রাম ব্লকের জরকা গ্রামের সেই দৃষ্টিহীন কালীচরণ সরেন এবং তাঁর নাবালিকা কন্যা অঞ্জলি সরেনের পাশে দাঁড়ালেন বিনপুরের বিধায়ক প্রণত টুডু। কালীচরণবাবু এবং তাঁর দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া মেয়ে অঞ্জলিকে গাড়ি করে নয়াগ্রামের জরকা গ্রাম থেকে ঝাড়গ্রামে নিয়ে আসেন বিধায়ক। এরপর ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে নিয়ে গিয়ে কালীচরণবাবুর চোখের পরীক্ষা করানো হয়। শুধু চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই নয়, বাবা ও মেয়ের হাতে নতুন জামাকাপড়ও তুলে দেন বিধায়ক প্রণত টুডু।

হাসপাতালে চক্ষু পরীক্ষার পর বিধায়ক প্রণত টুডু বলেন, ক্ষ্মওই ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চক্ষু পরীক্ষা করানো হয়। তিনি একশো শতাংশ দৃষ্টিহীন। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর আধার কার্ডটি যাতে দ্রুততার সাথে করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তাঁর মেয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থাও করব।ক্ষ্ম উল্লেখ্য, দুটি চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আধার কার্ড তৈরি করা যায়নি এবং আধার লিঙ্ক না থাকায় রেশন বন্ধ হয়ে গিয়েছে; এমনই সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন কালীচরণ সরেন। অভাবের তাড়নায় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী অঞ্জলির হাত ধরে সুবর্ণরেখা নদীর জঙ্গলকন্যা সেতু পেরিয়ে পাশের কেশিয়ারি ব্লকে ভিক্ষা করতে যাচ্ছিলেন তিনি। রবিবার এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। সোমবার ঝাড়গ্রাম থেকে খাদ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সরাসরি জরকা গ্রামে কালীচরণবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দুটি রেশন কার্ড অ্যাক্টিভ করে দেন। রেশন সমস্যার সমাধানের পর এবার খোদ বিধায়ক উদ্যোগী হয়ে চক্ষু পরীক্ষা করানোয় এবং আধার কার্ড তৈরি ও ছোট্ট অঞ্জলির পড়াশোনার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে সরেন পরিবারে।

গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হাটাও’ বিজেপির মেগা মহামিছিলের প্রস্তুতি তুঙ্গে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কৃষ্ণনগর

রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আইনশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ত্গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হাটাওদ স্লোগানকে সামনে রেখে এক বিশাল মহামিছিলের ডাক দিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।

নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে কৃষ্ণনগরে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শেষে এই কর্মসূচির রূপরেখা ঘোষণা করা হয়। আগামী ৪ তারিখ কৃষ্ণনগর শহরের বুকে এই মেগা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।কৃষ্ণনগরে আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রবাল সাহা এই কর্মসূচির বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি জানান, ৪ তারিখের এই মহামিছিলকে সফল করতে ইতিমধ্যেই দলের অন্দরে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই পদযাত্রায় রাজ্যের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গণতন্ত্রপ্রিয় ও রাষ্ট্রবাদী প্রায় কুড়ি হাজার মানুষকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে গেরুয়া শিবির।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কৃষ্ণনগর শহরের বুকে প্রায় আড়াই থেকে তিন কিলোমিটার পথজুড়ে এই পদযাত্রা প্রদক্ষিণ করবে। কর্মসূচিকে সুশৃঙ্খল ও সফল করতে ইতিমধ্যে একটি নির্দিষ্ট রুট ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এই রুট নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে দলের বিশিষ্ট নেতৃত্ব অর্জুন বিশ্বাস, মহাদেব সরকার ও সখারাম ঘোষ সহ অন্যান্যদের ওপর। স্থানীয় নেতৃত্বের আশা, এই পদযাত্রা কৃষ্ণনগরের মাটিতে এক ঐতিহাসিক জনজোয়ারে রূপ নেবে।শুধুমাত্র কৃষ্ণনগর নয়, বৃহত্তর পরিসরে রাজ্যের মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তে এই কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি। এর সূচনা পর্ব হিসেবে আগামী ২ তারিখ কলকাতায় একটি বিশাল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ওই কর্মসূচিতে দলের সর্বভারতীয় স্তরের নেতৃত্ব এবং রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সহ শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন। কলকাতার পাশাপাশি কৃষ্ণনগরের পাশাপাশি শিলিগুড়ি, হাওড়া ও দুর্গাপুরেও একযোগে এই মহামিছিল সংগঠিত হবে।

প্রতিটি জায়গার কর্মসূচিতেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের শীর্ষ নেতৃত্ব, দলীয় বিধায়ক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানান প্রবাল সাহা। রাজনৈতিক মহলের মতে, দুর্গাপূজার ঠিক প্রাক্কালে বা উৎসবের আবহের পর এই ধরনের বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ অনেকটাই চড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বার্তা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি।

একইদিনে জোড়া এনকাউন্টার রাজ্যে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

একইদিনে জোড়া এনকাউন্টার রাজ্যে। গাইঘাটার পর এবার এনকাউন্টার মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে। সামশেরগঞ্জের ধূলিয়ান পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা বিজেপি কর্মী সুজিত মন্ডল খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সামাউন শেখ এনকাউন্টার করল পুলিশ। সূত্রের খবর, এদিন দুপুর তিনটে নাগাদ সিআইডি আধিকারিক ও সামশেরগঞ্জের পুলিশ অভিযুক্তকে নিয়ে ধূলিয়ান পুরসভার ডাকবাংলায় তদন্ত করতে এসেছিলেন। সেই সময় পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে হামলার চেষ্টা করে অভিযুক্ত। আত্মরক্ষার্থে তাকে গুলি করেন পুলিশ আধিকারিকরা।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অভিযুক্ত। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, ডাকবাংলায় অভিযুক্তকে নিয়ে খুনের ঘটনার পুনঃনির্মাণ করা হচ্ছিল। সেই সময় অভিযুক্ত আচমকাই এক অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে হামলার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষায় গুলি চালানো হয়। গত ২৮ আগস্ট সকালে ধূলিয়ান পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুজিত মণ্ডল বাড়ি থেকে বের হন। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। দুদিন খোঁজাখুঁজির পর হদিশ না পেয়ে পরিবারের লোকজন সামসেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের পরের দিন পুলিশ সামাউন শেখ সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে সুজিতকে খুন করার পর দেহ টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে ফরাক্কা ফিডার ক্যানেল থেকে পুলিশ পায়ের একটি অংশ উদ্ধার করে। তবে দেহের বাকি অংশ এখনও উদ্ধার হয়নি। ধৃতরা জেল হেপাজতে ছিল। এদিন খুনের ঘটনার পুনঃনির্মাণের জন্য সামাউনকে ডাকবাংলায় নিয়ে আসা হয়।

ফুলিয়ায় খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নদীয়া

শারদোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই সামনেই আসছে আলোর উৎসব দীপাবলি। আর এই দীর্ঘ উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের নির্দেশে কোমর বেঁধে মাঠে নামল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর । নাকাশিপাড়া ও শান্তিপুর ব্লকের অন্তর্গত ফুলিয়া এলাকায় আচমকা এক বিশেষ অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের একটি প্রতিনিধিদল। উৎসবের মেজাজে মানুষের পাতে যাতে কোনোভাবেই বিষাক্ত বা বাসি খাবার না পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ফুলিয়ার ব্যস্ততম রঙ্গমঞ্চ এলাকা এবং তার আশপাশের একাধিক ফাস্টফুড, মিষ্টির দোকান ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর দোকানে হানা দেন জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। উৎসব চলাকালীন এবং উৎসব পরবর্তী সময়ে খাবারের চরম চাহিদা তৈরি হয়। এই সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা কোনো অনিয়ম করছেন কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই দোকানে দোকানে ঘোরেন আধিকারিকরা।অভিযান চলাকালীন বহু দোকানে চরম অনিয়ম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ছবি ধরা পড়ে। আধিকারিকরা দেখতে পান, বেশ কিছু দোকানে পুরনো বাসি খাবার পুনরায় বিক্রি করার জন্য মজুত করে রাখা হয়েছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, উৎসবের কারণে মেলায় বিক্রি হওয়া মুখরোচক খাবার ও ফাস্টফুডে আকর্ষণ বাড়াতে অতিরিক্ত মাত্রায় বিষাক্ত রাসায়নিক রং ব্যবহার করা হচ্ছিল।আধিকারিকরা সেখান থেকে একাধিক খাবারের সংগৃহীত নমুনা বাজেয়াপ্ত করেন।রাসায়নিক ও ক্ষতিকর কৃত্রিম রং মেশানো সামগ্রী তৎক্ষণাৎ ফেলে দেওয়া ও বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।পরিদর্শন শেষে উপস্থিত খাবারের দোকানদারদের খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশিকা প্রদান করা হয়। আধিকারিকরা পরিষ্কার জানান, খাবার বিক্রি করার সময় সর্বদা তা ঢেকে রাখতে হবে।

প্রতিটি দোকানে পরিষ্কার সাদা কাপড় বা উপযুক্ত ঢাকনা ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। এছাড়া দোকানের ভেতরে ও আশপাশে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে, খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় ব্যবসায়ীদের কাছে লাইসেন্স রয়েছে কি না, তাও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন আধিকারিকরা। যেসব দোকানে লাইসেন্স নবীকরণ করা হয়নি, তাদের দ্রুত সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রশাসনের এই ঝটিকা অভিযানে সাধারণ মানুষ তো বটেই, সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় সৎ ব্যবসায়ীদের একাংশও। ফুলিয়ার স্থানীয় খাদ্য ব্যবসায়ী সৌমেন মুখোপাধ্যায় ও হরজিৎ সরকার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন,

খাবারের মান বজায় রাখা আমাদের প্রথম কর্তব্য। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর জন্য পুরো বাজারের বদনাম হয়। তাই ভেজাল প্রতিরোধ করতে এবং সাধারণ গ্রাহকদের সুরক্ষা দিতে প্রশাসনের এহেন ধারাবাহিক নজরদারি অত্যন্ত জরুরি ও প্রশংসনীয়।ক্ষ্ম প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফুলিয়া বা শান্তিপুরেই কেবল শেষ নয়, দীপাবলি পর্যন্ত পুরো জেলা জুড়ে বিভিন্ন ব্লকে খাদ্য দপ্তরের এই সারপ্রাইজ ভিজিট বা অভিযান লাগাতার চালানো হবে।

ঠান্ডা পানীয়ে মাদক মিশিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেলের দাবি

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
হুগলি

১৩ বছরের এক নাবালিকাকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাইয়ে যৌন নির্যাতন এবং পরে ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠল একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পরিবারের দাবি, পরিচিত এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর রবিবার সকালে বাড়ি ফেরে ওই নাবালিকা। ঘটনার পর বাগুইহাটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের সূত্রে হুগলির পোলবার সুগন্ধায় দিল্লি রোডের পাশে একটি হোটেলের নামও সামনে এসেছে। পরিবারের বয়ান অনুযায়ী, শনিবার দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল নাবালিকা। সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ তার মা ফোন করেন। তখন নাবালিকা জানায়, সে বান্ধবীর সঙ্গে ব্যারাকপুরে রয়েছে এবং রাত সাড়ে ১০টা বা ১১টার মধ্যে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু রাত সাড়ে ১১টা নাগাদও বাড়ি না ফেরায় ফের ফোন করেন তার মা। অভিযোগ, এ বার এক অপরিচিত ব্যক্তি ফোন ধরে জানান, রাস্তায় নাবালিকাকে কাঁদতে দেখে তিনি নিজের ফোন ব্যবহার করতে দিয়েছেন। পরিবারের দাবি, রাত ১২টা ৬ মিনিট নাগাদ মায়ের কাছে পাঠানো একটি বার্তায় বিপদের কথা জানায় নাবালিকা। বান্ধবী তাকে অন্য এক ব্যক্তির বাড়িতে

১৩ বছরের এক নাবালিকাকে ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাইয়ে যৌন নির্যাতন এবং পরে ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ উঠল একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

নিয়ে গিয়েছে বলেও বার্তায় উল্লেখ ছিল বলে পরিবারের দাবি। পরে হুগলির এক যুবক নাবালিকার মাকে ফোন করে আশ্বস্ত করেন যে মেয়ে নিরাপদে রয়েছে। ওই যুবকের দাবি, তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ আগেই একটি চারচাকা গাড়ি সেখান থেকে বেরিয়ে যায় এবং নাবালিকা সেই গাড়িতে রয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে বাড়ি ফেরে নাবালিকা। পরিবারের অভিযোগ, সে সময় তাকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায়। নাবালিকা মাকে জানায়, তাকে গাড়িতে করে পোলবার একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে পানীয়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে জোর করে খাওয়ানোর পর একাধিক ব্যক্তি তার উপর শারীরিক ও যৌন নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ। জোর করে ওষুধ খাওয়ানোর অভিযোগও তুলেছে পরিবার। অভিযোগ, ঘটনার সময় নাবালিকার ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছিল। পরে সেই ভিডিও দেখিয়ে নাবালিকা ও তার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয় বলেও দাবি পরিবারের। সেই কারণে প্রথমে পুলিশের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন তাঁরা বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। এ দিকে, পোলবার সুগন্ধায় দিল্লি রোডের পাশে হোটেল গীতাঞ্জলির সিসিটিভি ফুটেজ ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রবিবার ভোর ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ হোটেলটিতে ঘর বুক করা হয়। ফুটেজে এক যুবতী ও দুই যুবককে রিসেপশনে রেজিস্টারে পরিচয়পত্র জমা দিয়ে ঘর বুক করতে দেখা গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক যুবকের হাতে মদের বোতল ছিল বলেও দাবি। পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকার কোনও পরিচয়পত্র জমা দেওয়া হয়নি; প্রায় ৩০ বছর বয়সি এক যুবতীর আধার কার্ড জমা দিয়ে ৩০২ ও ৩০৩ নম্বর ঘর বুক করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিট ও ৮টা ৪৫ মিনিট নাগাদ চারজন হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান। তবে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা ব্যক্তিদের সঙ্গে অভিযোগে উল্লিখিত সকলের পরিচয় এবং ঘটনায় তাঁদের ভূমিকা তদন্তসাপেক্ষ। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ এবং নাবালিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। বাগুইহাটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ কী পদক্ষেপ করেছে, তা স্পষ্ট হলে ঘটনার আরও তথ্য সামনে আসতে পারে। অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা তদন্তের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে।

আসানসোল পুর এলাকায় চলতি বছরে ডেঙ্গু আক্রান্ত ৮৬

ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রশংসা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

ডেঙ্গু প্রতিরোধ, মোকাবিলা ও নিয়ন্ত্রণে আসানসোল পুরনিগমের উদ্যোগের প্রশংসা করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতায় রাজ্যস্তরে হওয়া এক ভিডিও কনফারেন্স বা ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে পুরনিগমের পক্ষ থেকে চলতি বছরের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ও নজরদারি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার তথা প্রশাসক দিলীপ মিশ্র, হেল্থ অফিসার সহ অন্যান্যরা। আসানসোল পুরনিগমের রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত আসানসোল পুরনিগম এলাকায় মোট ৮৬ জনের ডেঙ্গু পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ৮৬ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন।

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের মন্ত্রীর পৌরোহিত্যে আয়োজিত এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভা, জেলা হাসপাতাল এবং জেলা স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আসানসোল পুরনিগমের কমিশনার এলাকার ডেঙ্গি পরিস্থিতি, আক্রান্তের সংখ্যা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।আসানসোল পুরনিগমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে দু’জন ডেঙ্গি আক্রান্ত রয়েছেন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। উল্লেখযোগ্য কোনও উপসর্গ না থাকায় বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তাঁরা। ডেঙ্গি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে আসানসোল পুরনিগমের স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিভাগের কর্মীদের কাজের সমন্বয় এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কমিশনারের প্রশংসা করেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি, ডেঙ্গু মোকাবিলায় পুরনিগমের গৃহীত পদক্ষেপ এবং রিপোর্টে প্রতিফলিত অগ্রগতিরও প্রশংসা করা হয়েছে। পুরনিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডেঙ্গু সংক্রান্ত নজরদারি জোরদার করা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার কাজ অব্যাহত থাকবে। ডেঙ্গির সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিভাগের কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করছেন। চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ৮৬ জনের ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার তথ্য সামনে আসায় পরিস্থিতির উপর নজরদারি বজায় রাখার পাশাপাশি, মশার বংশবিস্তার রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন পুরনিগমের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অভিযোগ সংগ্রহ কংগ্রেসের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

এসআইআর-কে কেন্দ্র করে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় আন্দোলনের পথে নামল জেলা কংগ্রেস কমিটি। রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে ভোট চুরির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দেশজুড়ে আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবার পশ্চিম বর্ধমানেও আন্দোলন জোরদার করার ঘোষণা দিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি হরজিৎ সিং।মঙ্গলবার বার্নপুরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে হরজিৎ সিং জানান, আগামী ১ তারিখে রামলীলা ময়দানে যাওয়ার পর জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাড়ায় পাড়ায় চৌপাল বৈঠক করা হবে। সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সমস্যার কথা শোনা হবে। কংগ্রেস নেতারা জানান, ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে অথবা তালিকায় যাঁদের নামের কোনও ভুল রয়েছে, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিযোগ ও আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। সংগৃহীত অভিযোগগুলি জেলা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি, জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হবে।সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, ২০২৬ সালের ২০ অক্টোবর পর্যন্ত (জ্ডট্র-এর বর্তমান রিপোর্ট তাঁদের কাছে রয়েছে। এরপর সরকার আদালতে হলফনামার মাধ্যমে যে পরিসংখ্যান পেশ করেছে, সেই বিষয়েও নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরবে দল।কংগ্রেসের স্পষ্ট বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং এই বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ না হওয়া পর্যন্ত দেশজুড়ে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিম বর্ধমানে তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

ক্ষতির মুখে আমন ধান,শাখা খাল সংস্কারের দাবি কৃষকদের

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
নানুর

দীর্ঘদিন বৃষ্টির দেখা নেই। আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে সেচখালের জলের উপরেই ভরসা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকদের। এরই মধ্যে লাভপুরের ইন্দাস অঞ্চলে শাখা সেচখালে পর্যাপ্ত জল না মেলায় সমস্যায় পড়েছেন বলে অভিযোগ স্থানীয় কৃষকদের। তাঁদের দাবি, ইন্দাস, চাতরা, কাদোয়া সহ বিভিন্ন মৌজায় শুকিয়ে ফাটল ধরেছে জমিতে। ক্ষতির মুখে আমন ধান। অভিযোগ, সংস্কারের অভাবে শাখা সেচখালের একাংশে আগাছা জন্মেছে। ফলে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে জলপ্রবাহ। সমস্যা সমাধান না হলে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বলেও জানান তাঁরা।

এলাকাটি সেচ দফতরের কীর্ণাহার সাব ডিভিশনের বিপ্রটিকুরী সেকশনের অন্তর্গত। সেকশন অফিসার সন্তু হাজরা জানান, সংশ্লিষ্ট মৌজাগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই শাখা খাল দিয়ে জল সরবরাহও শুরু হয়েছে। দু’দিনের মধ্যে সমস্ত জমিতে জল পৌঁছে যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত সম্প্রতি প্রধান সেচ খাল সংস্কারের কাজ হলেও, শাখা সেচখালগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলিত রয়ে গেছে, যার প্রভাব পড়েছে জেলার বিভিন্ন এলাকায়। সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সেচ খালের শাখা গুলো সংস্কারের দাবি তুলছেন জেলার কৃষকরা।

কেপ টাউনে মার্করাম-অ্যাকারম্যানের দাপট

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্ররিবেদক
কেপ টাউন

সিরিজ নির্ধারণী টেস্টের প্রথম সকালেই বুমেরাং হয়ে দাঁড়াল প্যাট কামিন্সের সিদ্ধান্ত। কেপ টাউনের ব্যাটিং-সহায়ক পিচে টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠিয়ে রীতিমতো ব্যাকফুটে অস্ট্রেলিয়া। চোটের কারণে তারকা ব্যাটার স্টিভ স্মিথ একাদশের বাইরে ছিটকে যাওয়ার ধাক্কা তো ছিলই, তার ওপর নিউল্যান্ডসের বাইশ গজে কামিন্স, স্টার্ক ও হ্যাজলউডদের নির্বিষ বোলিংয়ের সুযোগ নিয়ে প্রথম দিনেই চালকের আসনে প্রোটিয়ারা। মধ্যাহ্নভোজের বিরতি পেরিয়ে বিনা উইকেটে দেড়শো রানের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন দুই দক্ষিণ আফ্রিকান ওপেনার এডেন মার্করাম এবং মার্কেস অ্যাকারম্যান। ২০২৩ সালের পর টেস্ট ক্রিকেটে এই প্রথম ওপেনিং জুটিতে শতরানের গণ্ডি পার করল দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরু থেকেই অজি পেস আক্রমণের বিরুদ্ধে দারুণ মেজাজে ছিলেন মার্করাম। অন্যদিকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ওপেন না করলেও সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দ্রুত হাত খুলে মারকুটে অর্ধশতরান হাঁকান অ্যাকারম্যান।

মিচেল স্টার্কের এক ওভারে টানা চারটি চার মেরে প্রোটিয়া ড্রেসিংরুমে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন তিনি। মধ্যাহ্নভোজের আগেই অর্ধশতরান পূর্ণ করেন মার্করামও। কামিন্সদের ফিল্ডিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ; ৩৯ রানের মাথায় মার্করামের সহজ ক্যাচ ফেলে দেন ট্রাভিস হেড। স্পিনার নেথান লায়ন আক্রমণে এসেও রানের গতি রুখতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। সিরিজের এই নির্ণায়ক ম্যাচে প্রথম দিনেই অজিদের কোণঠাসা করে বিশাল প্রথম ইনিংস স্কোরের ভিত গড়ে ফেলেছে আয়োজক দেশ।

অবসরের জল্পনায় জল, লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে সোনা জয়ে চোখ জর্মনপ্রীতের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরেই কি বুট জোড়া তুলে রাখবেন ভারতীয় হকি দলের চার অভিজ্ঞ তারকা? কয়েক দিন ধরেই হকি মহলে ঘোরাফেরা করছিল এমন জল্পনা। তবে মঙ্গলবার সমস্ত কানাঘুঁষো এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেন ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জর্মনপ্রীত সিং।

সাফ জানিয়ে দিলেন, এখনই অবসর নেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তাঁর নেই। বরং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে সোনা জেতাই এখন তাঁর একমাত্র পাখির চোখ। প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ এবং এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী এই তিরিশ বছর বয়সি উইং-ব্যাকের অবসরের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্রীড়ামহলে বিস্ময় তৈরি হয়েছিল। দলের রক্ষণভাগ সামলানোর পাশাপাশি আক্রমণে উঠে এসে সুযোগ তৈরির দক্ষতায় তিনি নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। জর্মনপ্রীত ছাড়াও অমিত রোহিদাস, মনদীপ সিং ও নীলকান্ত শর্মার মতো সিনিয়রদের ঘিরে ছড়ানো অবসরের খবরকে সোমবারই ভুয়ো বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। এ বার জর্মনপ্রীত নিজেও স্পষ্ট করলেন, নিজের খেলাকে আরও ধারালো করে লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রস্তুতিতেই নামছেন তিনি।

এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে ভারতীয় দল ইতিমধ্যেই লস অ্যাঞ্জেলেসের টিকিট পাকা করে ফেলেছে। ফলে প্রস্তুতির জন্য হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। অন্য দিকে দীর্ঘ সতেরো বছর পর আন্তর্জাতিক হকি ফিরছে পঞ্জাবের মাটিতে।

ঘরের মাঠে খেলতে নামায় বাড়তি অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল ফেভারিট হলেও কোনো প্রতিপক্ষকেই যে হালকাভাবে নেওয়া হচ্ছে না, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন জর্মনপ্রীত।

সেরা আটে সিন্ধু, ফরাসি রূপকথায় বিশ্বের এক নম্বর পোপভ

চেনা ফর্মের ঝলক দেখিয়ে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের শীর্ষ আটে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন পিভি সিন্ধু। প্যারিসে ফরাসি ওপেন সুপার ৭৫০ প্রতিযোগিতায় রানার্স-আপ হয়ে বিশ্ব ক্রমতালিকায় এক লাফে তিন ধাপ উঠে অষ্টম স্থানে পৌঁছালেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী এই ভারতীয় তারকা। ২০২২ সালের জানুয়ারির পর বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের ক্রমতালিকায় এটাই সিন্ধুর সেরা অবস্থান। অন্য দিকে, ঘরের মাঠে খেতাব জিতে প্রথম ফরাসি পুরুষ শাটলার হিসেবে বিশ্বের এক নম্বর হওয়ার ঐতিহাসিক নজির গড়েছেন ক্রিস্তো পোপভ। প্যারিসের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর তারকা দক্ষিণ কোরিয়ার আন সে ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে দুরন্ত লড়াই করে ২১-১৬ ব্যবধানে জিতেছিলেন সিন্ধু। তবে পরবর্তী দুই গেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন আন। শিরোপা হাতছাড়া হলেও মরসুমের শেষ লগ্নে সিন্ধুর এই আগ্রাসী ছন্দ ভারতীয় শিবিরকে বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে। চলতি সপ্তাহেই জার্মানিতে হাইলো ওপেনে দ্বিতীয় বাছাই হিসেবে কোর্টে নামছেন তিনি। এ ছাড়াও চিনের হাংঝৌতে মরসুমের শেষ মেগা আসর বিশ্ব ট্যুর ফাইনালসে জায়গা পাকা করাই এখন হায়দরাবাদি তারকার প্রধান লক্ষ্য। সিন্ধুর পাশাপাশি ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টনে স্বস্তি বাড়িয়েছেন তরুণীরাও।

কেনের ব্যালন ডি'অর জয়ে আবেগে ভাসলেন বিরাট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফুটবলের সেরা ব্যক্তিগত সম্মান ব্যালন ডি'অর ছিনিয়ে নিয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেন। সোমবার লন্ডনের ঝলমলে সন্ধ্যায় এই ব্রিটিশ স্ট্রাইকারের হাতে ট্রফি উঠতেই উচ্ছ্বাসে ভাসলেন তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু বিরাট কোহলি। বায়ার্ন মিউনিখের তারকার এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পর সমাজমাধ্যমে এক আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক। কেনের কঠোর পরিশ্রম, হার না মানা মানসিকতা এবং সততার ভূয়সী প্রশংসা করে বিরাট লিখেছেন, এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের যোগ্য দাবিদার ছিলেন তিনিই। লন্ডনের মঞ্চে কিলিয়ান এমবাপে ও লামিন ইয়ামালকে পেছনে ফেলে প্রথম বার এই ট্রফি নিজের ঝুলিতে ভরলেন তেত্রিশ বছর বয়সি কেন। মাইকেল ওয়েনের পঁচিশ বছর পর এই প্রথম কোনো ব্রিটিশ ফুটবলার হিসেবে এই নজির গড়লেন তিনি। স্যার স্ট্যানলি ম্যাথিউস, স্যার ববি চার্লটন, কেভিন কিগান এবং ওয়েনের পর পঞ্চম ব্রিটিশ হিসেবে ইতিহাসে নাম তুললেন কেন। দীর্ঘ ট্রফিখরা কাটাতে টটেনহ্যাম হটস্পার ছেড়ে ২০২৩ সালে বায়ার্ন মিউনিখে পাড়ি দেওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর সেরা ফুটবল মরসুম। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মোট ৬১টি গোল করে ক্লাবের ঘরোয়া ট্রেবল জয়ের মূল কাণ্ডারী ছিলেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে চোদ্দোটি এবং বিশ্বকাপে ছ'টি গোল করে এ বার ব্যালন ডি'অরের পাশাপাশি ইউরোপীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতার খেতাব 'গোল্ডেন শু'ও উঠেছে তাঁরই হাতে। বন্ধুর এমন রূপকথার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত কোহলি সমাজমাধ্যমে লেখেন, বছরের পর বছর ধরে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফুটবলে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার পুরস্কার পেলেন কেন। নিজের লড়াইয়ের প্রতি কেনের গর্ববোধ করা উচিত উল্লেখ করে তাঁর পরিবারকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের তারকা ব্যাটার। বহু বছরের ব্যর্থতার কাঁটা উপড়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব ফুটবলের মধ্যমণি হয়ে ওঠা কেনের এই প্রত্যাবর্তনকে কুর্নিশ জানাল গোটা ক্রীড়ামহল।

মাও-মন্তব্যে চিনে কোপ, এমবাপের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করল তিন সংস্থা

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্ররিবেদক
বেজিং

এক ফোঁটা বিতর্কিত মন্তব্যেই বিপুল আর্থিক ধাক্কা। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি পুরনো ভিডিও ক্লিপ ঘিরে চিনে তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়লেন ফরাসি ফুটবল তারকা কিলিয়ান এমবাপে। চিনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের রূপকার মাও জেদংকে নিয়ে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার একযোগে এই রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ডের সঙ্গে বিজ্ঞাপন চুক্তি ছিন্ন করল চিনের তিনটি প্রথম সারির বাণিজ্যিক সংস্থা। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে প্রিয় ইন্টারনেট মিম নিয়ে কথা বলছিলেন সাতাশ বছর বয়সি এই তারকা। সেখানে মাও জেদংয়ের ছবির ওপর নিজের মুখ বসানো একটি মিমের প্রসঙ্গ টেনে তাঁকে 'চিনা একনায়ক' বলে উল্লেখ করতে শোনা যায় এমবাপেকে। ব্যস, তাতেই চিনের সমাজমাধ্যমে আগুন জ্বলে ওঠে। চিনা জনমানসের ভাবাবেগে আঘাত হানার অভিযোগ তুলে বিখ্যাত এনার্জি ড্রিঙ্ক প্রস্তুতকারক ডংপেং বেভারেজ, দুগ্ধজাত সামগ্রী সংস্থা মেংনিউ এবং মিল্কগ্রাউন্ডের মতো বড় সংস্থাগুলি অবিলম্বে এমবাপের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার কথা ঘোষণা করে। এমনকি পণ্য থেকে ফুটবলারের ছবি মুছে ফেলার নির্দেশও জারি হয়েছে। লন্ডনে সোমবারের ঝলমলে সন্ধ্যায় হ্যারি কেনের পিছনে থেকে দ্বিতীয় স্থানে ব্যালন ডি'অরের লড়াই শেষ করেছিলেন এমবাপে। সেই হতাশার রেশ কাটার আগেই চিনের মতো মেগা বাজারে এই বাণিজ্যিক ধাক্কায় মাঠের বাইরে নতুন সঙ্কটে ফ্রান্সের অধিনায়ক।

এক ফোঁটা বিতর্কিত মন্তব্যেই বিপুল আর্থিক ধাক্কা। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি পুরনো ভিডিও ক্লিপ ঘিরে চিনে তীব্র ক্ষোভের মুখে পড়লেন ফরাসি ফুটবল তারকা কিলিয়ান এমবাপে। চিনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের রূপকার মাও জেদংকে নিয়ে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার একযোগে এই রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ডের সঙ্গে বিজ্ঞাপন চুক্তি ছিন্ন করল চিনের তিনটি প্রথম সারির বাণিজ্যিক সংস্থা।

পাড়িক্কালের ১৯৯ বৃথা, আলোর ঘাটতিতে জয় হাতছাড়া ভারত 'এ' দলের

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্রতিবেদক
লিঙ্কন

প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১৩ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর অবিশ্বাস্য রূপকথার প্রত্যাবর্তন লিখেছিল ভারত 'এ' দল। কিন্তু জয় যখন মাত্র এক উইকেট দূরে, ঠিক তখনই ভিলেন হয়ে দাঁড়াল লিঙ্কনের নিভে আসা আলো। মঙ্গলবার নিউ জ়িল্যান্ড 'এ' দলের বিরুদ্ধে চার দিনের বেসরকারি টেস্টের শেষ বিকেলে নাটকীয় লড়াই ড্রয়েই শেষ হল। কার্টিস হিফির অপরাজিত ৯০ রানের চোয়ালচাপা প্রতিরোধ এবং শেষ লগ্নে খারাপ আলোর কারণে অসম্পূর্ণ থেকে গেল ধ্রুব জুরেলের দলের স্মরণীয় জয়। প্রথম ইনিংসে ২০৪ রানে পিছিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুতেই লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল ফিরে গেলে চরম বিপদে পড়েছিল ভারত। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর রূপরেখা তৈরি করেন দেবদত্ত পাড়িক্কাল ও সাই সুদর্শন। দু'জনে মিলে যোগ করেন ২১৫ রান। চোট সারিয়ে ফিরে সুদর্শন করেন ৯১ রান, আর ১৯৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে বিতর্কিত আম্পায়ারিংয়ের শিকার হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন পাড়িক্কাল। এর পর যশ রাঠৌড় ও ওয়াশিংটন সুন্দরের অর্ধশতরানে ভর করে ভারত 'এ' দ্বিতীয় ইনিংসে পাহাড়প্রমাণ ৫১৬ রান তোলে। জয়ের জন্য ৩১৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ভারতীয় পেসারদের তোপের মুখে পড়ে কিউয়িরা। আকিব নবির নিখুঁত লাইন-লেংথ, আকাশ দীপের সুইং এবং অংশুল কম্বোজের বাউন্সে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে আয়োজকরা। এমনকি আলোর স্বল্পতার জন্য আম্পায়াররা পেস বোলিং বন্ধের নির্দেশ দিলে পেসার মুকেশ চৌধুরীকে দিয়ে স্পিন করিয়েও উইকেট তোলার মরিয়া চেষ্টা চালান অধিনায়ক জুরেল। নবম উইকেটে সাইমন কিনকে আকাশ দীপ বোল্ড করার পর শেষ উইকেটে ভারতের জয় নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ১৮৭ বল খেলে একা কুম্ভ হয়ে থাকা ওপেনার হিফিকে টলাতে পারেননি বোলাররা। শেষ পর্যন্ত সতেরো ওভার বাকি থাকতেই তীব্র ঠান্ডা বাতাস ও আলোর অভাবের কারণে ম্যাচ বন্ধ ঘোষণা করেন আম্পায়াররা।

বিশ্ব ভারোত্তোলনে ভারতীয় দলের সেনাপতি মীরাবাঈ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

অলিম্পিক পদকজয়ী মীরাবাঈ চানুর কাঁধে ভর করেই চিনের মাটিতে বিশ্ব ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে নামছে ভারত। চিনের নিংবো শহরে মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এই মেগা টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই মণিপুরি তারকা। ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের দশটি পর্বের মধ্যে এটিই প্রথম ধাপ। ফলে প্রায় পাঁচ শতাধিক অ্যাথলিটের ভিড়ে অলিম্পিকের টিকিট পাকা করার প্রথম অগ্নিপরীক্ষা শুরু হচ্ছে ভারতীয় শিবিরের। টোকিয়ো অলিম্পিকে রুপোজয়ী মীরাবাঈয়ের জন্য এ বারের প্রতিযোগিতা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্যারিস অলিম্পিক পর্যন্ত যে ৪৯ কেজি বিভাগে তিনি লড়েছিলেন, অলিম্পিক আসর থেকে সেই বিভাগটি বাদ পড়েছে। ফলে লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রস্তুতি মাথায় রেখে এ বার থেকে নতুন ৫৩ কেজি বিভাগে অংশ নিচ্ছেন তিনি। তাঁর সঙ্গে একই বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জ্ঞানেশ্বরী যাদব। এ ছাড়া ৬১ কেজি বিভাগে রয়েছেন ঊষা ও নিরুপমা দেবী সেরাম। পুরুষদের প্লাস ১১০ কেজি বিভাগে দেশের হয়ে লড়বেন লভপ্রীত সিংহ। অলিম্পিক যোগ্যতা অর্জনের নয়া নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি অ্যাথলিটকে নির্দিষ্ট ওজনের ক্যাটাগরিতে স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে সেরা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি এক কেজি উত্তোলনের জন্য মিলবে নির্দিষ্ট পয়েন্ট। যোগ্যতা অর্জনের পর্ব শেষে প্রতিটি বিভাগের শীর্ষ আটজন ভারোত্তোলক সরাসরি লস অ্যাঞ্জেলেসের টিকিট পাবেন। নতুন ওজনের চ্যালেঞ্জ সামলে ভারতীয় কন্যারা পদক ও অলিম্পিক পয়েন্ট ঝুলিতে ভরতে কতটা সফল হন, সে দিকেই তাকিয়ে ক্রীড়ামহল।

হাসি-বিদায় চেন্নাইয়ে, জাহিরের ডেপুটি হয়ে এলেন ব্যাটি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চেন্নাই

ব্যর্থতার ধাক্কা কাটিয়ে নতুন মরসুমের আগে চেন্নাই সুপার কিংসের অন্দরমহলে ঝাড়াই-বাছাই অব্যাহত। এ বার দীর্ঘদিনের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করল পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা। সোমবার সমাজমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে হাসির অবদানের কথা স্মরণ করে হলুদ শিবির জানিয়েছে, খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে তাঁর স্থান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২০০৮ সালের উদ্বোধনী মরসুম থেকেই চেন্নাই শিবিরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁ-হাতি ব্যাটার। খেলোয়াড় হিসেবে ছ'টি মরসুম কাটিয়ে ২০১৮ সাল থেকে তিনি দলের ব্যাটিং প্রশিক্ষকের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। হাসির পাশাপাশি বিদায় জানানো হয়েছে বোলিং কোচ এরিক সিমন্সকেও। তাঁর জায়গায় আগেই দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার মোহিত শর্মা। বাদ পড়েছেন সহকারী কোচ রাজীব কুমার, ফিল্ডিং কোচ জেমস ফস্টার এবং দলের ফিজিও টমি সিমসেকও। ২০২৩ সালের খেতাব জয়ের পর গত তিন মরসুমে যথাক্রমে পঞ্চম, দশম ও অষ্টম স্থানে শেষ করার পরেই আমূল বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় সিএসকে কর্তৃপক্ষ। ইংল্যান্ড টেস্ট দলের দায়িত্ব নিতে আগেই প্রধান কোচের পদ ছেড়েছিলেন স্টিফেন ফ্লেমিং। তাঁর জুতোয় পা গলিয়েছেন জাহির খান। সোমবার জাহিরের সহকারী হিসেবে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার গ্যারেথ ব্যাটিকে নিযুক্ত করেছে চেন্নাই। উস্টারশায়ারে কাউন্টি খেলার সুবাদে ভারতের প্রাক্তন বাঁ-হাতি পেসার জাহিরকে বেশ কাছ থেকেই চেনেন ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সি এই ব্রিটিশ কোচ। সাম্প্রতিক অতীতে কোচ হিসেবে নজর কেড়েছেন ব্যাটি; তাঁর প্রশিক্ষণে ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত টানা তিন বার কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতেছিল সারে। এ বার ভারতীয় ক্রিকেট মহলের চেনা জাহির এবং কাউন্টির সফল ব্যাটি জুটির হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়ানোর নীল নকশা আঁকছে চেন্নাই।

ব্যর্থতার ধাক্কা কাটিয়ে নতুন মরসুমের আগে চেন্নাই সুপার কিংসের অন্দরমহলে ঝাড়াই-বাছাই অব্যাহত। এ বার দীর্ঘদিনের ব্যাটিং কোচ মাইক হাসির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করল পাঁচ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা।

SUKANYA REALTORS
Your Referral is our Compliment
SKY HEIGHTS
AT NH-19, BHIRINGI MORE, DURGAPUR – THE PERFECT DESTINATION FOR
COMMERCIAL & RESIDENTIAL SPACES!
ONLY A FEW COMMERCIAL SPACES LEFT...
Hurry up! & BOOK TODAY!
7479002295, 7479002294
A9 AMBEDKAR SARANI, CITY CENTRE, DURGAPUR

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com